বিজয়®

ডিজিটাল বাংলাদেশের সঙ্গী

বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল ও ব্যবহার করার

নির্দেশিকা

মেকিন্টোস ও উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য প্রণীত

বিজয়® বায়ান্নো, বিজয়® একুশে এবং বিজয়® একাত্তর-এর জন্য

(ম্যাক ও.এস ১০, উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা ও সেভেন)

কম্পিউটারে বাংলা লেখার সবচেয়ে জনপ্রিয় বিজয়® বাংলা সফটওয়্যারটি সরাসরি ইন্সটল করা, ইন্সটল করার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা ও এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার জন্য এই নির্দেশিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চলে যান। তবে কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রচলন, ব্যবহার এবং এই বিষয়ে কিছু অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জী পাবার জন্য প্রথম অধ্যায় পাঠ করা খুবই জরুরী মনে হতে পারে।

{ক্লাসিক, একাত্তর এবং ইউনিকোড এনকোডিং, বিজয়® -জাতীয়-মুনীর-সত্যজিত-গীতাঞ্জলি (অসমিয়া সহ) কীবোর্ড, প্রিন্ট-ডিজিটাল-ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বাংলা ব্যবহারের পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক ও ঐতিহ্যগতভাবে বাংলা লেখার সুযোগসুবিধা এবং পার্থক্য, বিভিন্ন কীবোর্ড দিয়ে যুক্তাক্ষর তৈরীর তালিকাসহ লিঙ্ক বোতামের ব্যবহার, যুক্তবর্ণ তৈরী করা বা স্বরবর্ণ পাবার উপায় সম্পর্কে তথ্যাদি এবং কম্পিউটারে বাংলা লেখার অন্যান্য নিয়মাবলী এবং কম্পিউটারে বাংলা-অসমিয়া ভাষা ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিশদ বিবরণসহ একুশ শতকে কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য সাধারণ কৌশল ও জানা অজানা নানা তথ্যের সমাহারসহ বিজয়® বাংলা সফটওয়্যারের **সামগ্রিক তথ্যাবলী**}

লেখক, কপিরাইট স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

মোস্তাফা জব্বার

আনন্দ কম্পিউটার্স

১৮৮ মতিঝিল সার্কুলার রোড, (আরামবাগ) ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফোন : +৮৮-০২-৭১৯৪০০২, +৮৮-০২-৭১৯৪৫২৭, +৮৮-০২-৭১৯৫৯২৪

ই-মেইল : mustafajabbar@gmail.com, URL: www.bijoyekushe.net

এই সফটওয়্যারের অব্যাহত উন্নয়ন কাজ চলতে থাকায় এই নির্দেশিকায় প্রদত্ত বিবরণ বা নির্দেশনা যেকোন সময় পরিবর্তিত হতে পারে। একই কারণে এই সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হতে পারে। অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে ডিজিটাল গাইড পাঠ করুন বা আমাদের ওয়েব সাইট দেখুন কিংবা প্রয়োজনে ওপরের ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

সূচীপত্র

বিজয়® সংক্রান্ত তথ্যাবলী	০৩
বিজয় বাংলা সফটওয়্যার দ্রুত ইন্সটল করার পদ্ধতি	০৫
প্রথম অধ্যায়ঃ কম্পিউটারে বাংলা-অসমিয়া লেখার প্রেক্ষাপট	০৭
ছোট ইতিহাস, বাংলালিপি, বিজয়® কীবোর্ড, বিজয়® কোডিং এবং ইউনিকোড নিয়ে কথা	০৭
বিজয়® -এর বৈশিষ্ট্য	
তূলনামূলক চিত্র	০৯
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইন্সটল ও আনইন্সটল/রিমোভ/ডিলিট	১০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিজয়® ব্যবহার	১৬
চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলা শব্দ বিন্যাস	৪৩

মেধাস্বত্ত্ব সংক্রান্ত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিঃ

বিজয়® কীবোর্ড এবং বিজয়® (উইন্ডোজ সংস্করণ), বিজয়® (লাইনাক্স সংস্করণ) বা বিজয়® (মেকিন্টোস সংস্করণ)-এর ধারাবাহিক উন্নয়ন অব্যাহতভাবে চলছে। এইসব প্রযুক্তি পেটেন্টকৃত এবং ডিজাইন ও কপিরাইট নিবন্ধিত। এইসব সংস্করণের ফন্টসমূহ বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কিংবা এই নির্দেশিকা বা এর কোন অংশের অনুলিপি, নকল, ফটোকপি, ডুপ্লিকেটিং, মুদ্রণ, লিথোগ্রাফ, স্ক্রীণ প্রিন্টিং, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা বা কোন মাধ্যমে তা বিতরণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়। এই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কপিরাইট আইন ২০০৫, ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৯ ও পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ১৯১১ এবং মেধাস্বত্ত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেশনশন, বিধান, চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও আইনসমূহের আওতায় মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ।

বিজয়® সংক্রান্ত তথ্যাবলী

বিজয়® -এর প্রথম প্রকাশঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮, সর্বশেষ সম্পাদনা: ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১

বিজয়® -এর কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট ও ডিজাইন নিবন্ধন-এর বিদ্যমান সংখ্যাসমূহ: বিজয়® কীবোর্ড: রেজিঃ নং- ৩৫৭৫-কপার, তারিখ ২৬ জুন ১৯৮৯ ইং, বিজয়® উইন্ডোজ সংস্করণ: রেজিঃ নং- ৭৩৬০-কপার, তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০০০ ইং, বিজয়® ম্যাক ও.এস সংস্করণ: রেজিঃ নং- ৭৩৬১-কপার, তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০০০ ইং, বিজয়® **একুশে** রেজিঃ নং-৮৬২৮-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৪ ইং, বিজয়® ২০০৩-প্রো, রেজিঃ নং-৮৬২৯-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৪ ইং, বিজয়® কীবোর্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), রেজিঃ নং-৮৭৫৫-কপার, তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০০৪ ইং, বিজয়® ক্লাসিক প্রো রেজিঃ নং-৯১০৫-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৫ ইং, বিজয়® **একুশে** আনন্দ সংস্করণ ২০০৫ রেজিঃ নং-৯১০৬-কপার, তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৫ ইং, বিজয়® কীবোর্ড ডিজাইন নকশা নং ০৬৭৮৪, তারিখ: ১৮ মে ২০০৫ইং, বাংলা স্ক্রিপ্ট ইন্টারফেস সিস্টেম প্যাটেন্ট নং ১০০৪৩৫৪/২০০৪ বিজয়® প্রতীকের ট্রেডমার্ক নিবন্ধন নং: ৮৭৫৮৭, শ্রেণী ৯, তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

বিজয়® -কীবোর্ড এবং সফটওয়্যারের প্রণেতা ও স্বত্ব: মেকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেম ১ থেকে ৯, উইন্ডোজ ৩.১/ ৩.১১, উইন্ডোজ ৯৫, উইন্ডোজ-৯৮, উইন্ডোজ এমই, উইন্ডোজ এন.টি, উইন্ডোজ-২০০০, উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিস্তা, ইউনিক্স এবং লাইনাক্স-এর জন্য প্রণীত বিজয়® স্ক্রিপ্ট ইন্টারফেস সিস্টেম, বিজয়® কী-বোর্ড এবং বিজয়® স্ক্রিপ্ট ইন্টারফেস সিস্টেমের আওতাধীন বিজয়® -১ (ম্যাক), বিজয়® -২ (ম্যাক), বিজয়® -৩, বিজয়® -৪, বিজয়® -৯৯, বিজয়® -২০০০, বিজয়® -২০০০ প্রো, বিজয়® -২০০১, বিজয়® -২০০১ প্রো এবং বিজয়® -২০০৩, বিজয়® ২০০৩ প্রো, বিজয়® ২০০৪, বিজয়® ২০০৪ প্রো, বিজয়® ক্লাসিক ২০০৬, বিজয়® ক্লাসিক প্রো, ২০০৬, বিজয়® ক্লাসিক ২০০৭, বিজয়® ক্লাসিক প্রো ২০০৭, বিজয়® সাবরিণা, বিজয়® ব্রেইল, বিজয়® এক্সপি, বিজয়® একুশে ২০০৪, বিজয়® একুশে আনন্দ সংস্করণ ২০০৫, বিজয়® একুশে ২০০৬, বিজয়® পাঠ, বিজয়® লাইনাক্স, বিজয়® **একুশে** কনভার্টার, বিজয়® ক্লাসিক কনভার্টার, বিজয়® ক্লাসিক অভিধান, বিজয়® **একুশে** অভিধান, বিজয়® শব্দ সন্ধান, বিজয়® **একুশে** সুবর্ণ ম্যাক সংস্করণ, বিজয়® **একুশে** জনতা সংস্করণ ২০০৭, বিজয়® বায়ান্নো, বিজয়® বায়ান্নো প্রো, বিজয়® **একুশে**, বিজয়® বায়ান্নো ২০০৯, বিজয়® বায়ান্নো ২০১০, বিজয়® বায়ান্নো ২০১১, বিজয়® একুশে ২০১০, বিজয়® একুশে ২০১১, বায়ান্নো ২০১২, বিজয়® একুশে ২০১২ ও বিজয়® **একাত্তর** (ম্যাক ও উইন্ডোজ সংস্করণ) এবং এইসব সফটওয়্যারের অধীনস্থ ফন্টসমূহ-এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রযুক্তির কপিরাইট বা অন্যান্য মেধাস্বত্ত্ব জনাব মোস্তাফা জব্বার-এর।

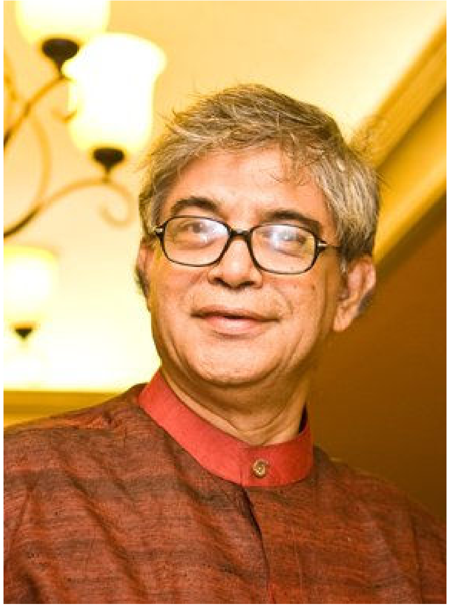

মোস্তাফা জব্বার

বিজয়® কীবোর্ডের প্যাটেন্ট, বিজয়®-এর ট্রেডমার্ক এবং সফটওয়্যারসমূহের কপিরাইট মালিকানা বা সর্বস্বত্ত্ব জনাব মোস্তাফা জব্বার-এর। এই সফটওয়্যারসমূহ এবং এর আওতাধীন সকল প্রযুক্তি এবং ফন্টসমূহ জনাব মোস্তাফা জব্বার -এর নেতৃত্বাধীন একটি টীম কর্তৃক জনাব মোস্তাফা জব্বারের জন্য প্রণীত।

নিবন্ধীকরণ: নিজের প্রয়োজনেই আপনার বিজয়® সফটওয়্যারের রেজিস্ট্রেশন করুন। কারণ রেজিস্ট্রেশন করা ব্যবহারকারীদের জন্য সব সময়ই সর্বশেষ তথ্যাদি প্রদান করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ভবিষ্যতে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে এর উন্নততর সংস্করণ প্রদানের নিশ্চয়তা। লাইসেন্স নং, নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম (যদি থাকে), ঠিকানা, অফিসের ফোন নং, বাসার ফোন নং, মোবাইল ফোন নং, ইমেইল ঠিকানা, কার কাছ থেকে কিনেছেন তার নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

বিজয়® : যাদের অবদানে বিজয়® এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে পর্যায়ক্রমে একটি বিশাল বাহিনী কাজ করলেও বিজয়® এর বর্তমান সংস্করণসমূহে জনাব মোস্তাফা জব্বারের নেতৃত্বে এখন সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করছেন সর্বজনাব মুহম্মদ জালাল, জেসমিন জুই, মইনউদ্দিন সালেহ রজব, তাহমিনা নাজনিন তাহা, তাজরিন আক্তার সুপ্তি, মেহেরুন নাহার হ্যাপী ও বেলায়েত হোসেন সাইমন । এদের মধ্যে মুহম্মদ জালাল ও জেসমিন জুই পরামর্শ ও ডকুমেন্টেশন, মইনউদ্দিন সালেহ রজব ও তাহমিনা নাজনিন প্রোগ্রামিং, তাজরিন আক্তার সুপ্তি গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং মেহেরুন নাহার হ্যাপি ও বেলায়েত হোসেন সাইমন ফন্ট ডিজিটাইজিং-এর কাজ করছেন। এর বাইরেও অনেকেই আমাদের এই প্রকল্পে কাজ করছেন, যারা সরাসরি আমাদের অফিসে হাজিরা দেন না বটে, তবে বিজয়® -এর উন্নয়নে সার্বিকভাবে অবদান রাখছেন।

এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, বিজয়® এর অতীতের সংস্করণগুলোর অনেক কিছুই; যেমন ফন্ট, সংলাপ ঘর, গ্রাফিক্স, ডাট ফাইল ইত্যাদি আপডেট করে আমরা নবতম সংস্করণসমূহে ব্যবহার করেছি। ফলে বিজয়® -এর চলতি সংস্করণসমূহেও অতীত

কর্মীদের অবদান রয়েছে। বিজয়® -এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন। এদের মাঝে রয়েছেন; সর্বজনাব দেবেন্দ্র যোশী (ভারতীয়), হামিদুল ইসলাম, গোলাম ফারুক আহমেদ, হেলেনা বেগম, সাবরিণা শারমিন রিনকি, সুনন্দা শারমিন তন্বী, আমিনুল ইসলাম (ভারতীয়), আব্দুল মতিন, মোঃ শাহজাহান, মোঃ হুমায়ূন, আফরোজা বেগম রুমা, হাসিবা হাসান জয়া, নিয়াজ মোহাম্মদ, তানিয়া সুলতানা, আফরোজা সুলতানা পলিন, মারুফ হাসান স্বপন, আল আলিমুল ইমাম বিদ্যুৎ, শিব নারায়ণ দাস, কামরুজ্জামান, এবাদুর রহমান, হায়দার আলম, শাহানারা বকুল, বকুল মোস্তাফা, আফরোজা বেগম, হোসনে আরা চৌধুরী, মনিরুল আবেদীন পাপ্পন, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, আকিক আহমেদ, রাজিবুল ইসলাম, বিপুল আশরাফ, খুরশেদুল আলম, ভিনসেন্ট বারমন্ট (ফরাসী), থনভিল্লু (লাওসীয়), মাহফুজুর রহমান রানা, এ আই এম সাইফুল্লাহ, মাহফুজুর রহমান মাসুম, সাজেদা খানম মালা, ফাতেমা সুলতানা রূপী, নাসরিন পারভিন মিশু, ফারজানা তাহমিন, নুসরাত জাহান মুনমুন, শাহেদা খাতুন, নুশরাত জাহান মুক্তা, অঞ্জনা রাণী সরকার মনি, রওশন আরা রুবী, আলম কিবরিয়া, জামান ফেরদৌস টিটো, আসমা বেগম, মাসুদুজ্জামান, কিবরিয়া জব্বার, হাবিবুর রহমান রণি, মনসুর রহমান মুন, নুরুন্নাহার পলি, শোভন, অর্পিতা উর্মি, ফারজানা বেগম, আনোয়ার হোসেন, নাসির উদ্দিন ভুইয়া, শাহিনুর আক্তার, মাকসুদ আহমেদ, তাহামিদুর রহমান ফাহাদ, রেনেসাঁ আহমিনা, খালিদ মোহাম্মদ, সিরাজুল ইসলাম, সাবিহা আফরোজ কনা, ফাতেমা মইন, শীলা রাণী কর্মকার, সৌরভ দাস, আরিফুর রহমান রিমন, রাজিয়া সুলতানা কাজল, ইসমত আরা ইলা, চন্দন আচার্য্য ও মুজিবুর রহমান প্রমুখ। এদের মাঝে জনাব হামিদুল ইসলাম, শিব নারায়ণ দাশ, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, মাকসুদ আহমেদ ও মুজিবুর রহমান ফন্ট ডিজাইন করেছেন। ফন্ট ডিজিটাইজিং-এ কাজ করেছেন হেলেনা বেগম, আফরোজা বেগম রুমা, হাসিবা হাসান জয়া, তানিয়া সুলতানা, আফরোজা সুলতানা পলিন, হোসনে আরা চৌধুরী, সাজেদা খানম মালা, ফাতেমা সুলতানা রূপী, নাসরিন পারভিন মিশু, ফারজানা তাহমিন, নুসরাত জাহান মুনমুন, শাহেদা খাতুন, নুশরাত জাহান মুক্তা, অঞ্জনা রাণী সরকার মনি, রওশন আরা রুবী, নুরুন্নাহার পলি, শাহিনুর আক্তার, শীলা রাণী কর্মকার, ইসমত আরা ইলা, রাজিয়া সুলতানা কাজল ও মজিবুর রহমান প্রমুখ।

জনাব দেবেন্দ্র জোশী, গোলাম ফারুক আহমেদ, নিয়াজ আহমেদ, কামরুজ্জামান, হোসনে আরা চৌধুরী, মনিরুল আবেদিন পাপ্পন, মাহফুজুর রহমান মাসুম, আসমা বেগম, হাবিবুর রহমান রনি, ফারজানা বেগম, শোভন, অর্পিতা উর্মি, নান্টু চন্দ্র দাস ও রিফাত উন নবী কাজ করেছেন বিজয়® -এর প্রোগ্রামিং-এর ক্ষেত্রে। ভিনসেন্ট বারমন্টে এবং থনভিল্লু বিজয়® -এর ইউনিকোড সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। অন্যরা ফন্ট ডিজাইন, ফন্ট ডিজিটাইজিং, অফসেট লিথোগ্রাফি, গ্রাফিক্স ডিজাইন, নির্দেশিকার ম্যাক আপ, সেলস, মার্কেটিং, প্রশিক্ষণ ও সাপোর্ট ইত্যাদিসহ নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও এই তালিকায় নাম নেই এমন অনেকেই আমাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন বা এখনও সহযোগিতা করছেন।

এই সফটওয়্যারের উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে বাংলাদেশ-ভারত (আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গসহ) ও বিশ্বের অসংখ্য স্থানে বসবাসকারী বাংলা ও অসমিয়া ভাষাভাষী, কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারকারী, অসংখ্য বিজয়® ব্যবহারকারী, বাংলাদেশের আইসিটি সমিতিসমূহের সদস্যবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দ, কম্পিউটার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেমন; সনোলাইট মাল্টিমিডিয়া, এশিয়ান আইটি সলিউশন্স, সফটওয়্যার এন্ড গেমস মার্কেটিং সমিতি, কম্পিউটার সোর্স লিঃ, কম ভ্যালী লিঃ, কম্পিউটার সলিউসন্স লিঃ, গ্লোবাল ব্রান্ড প্রাইভেট লিঃ, স্মার্ট টকেনোলজিস লিঃ, রায়ানস কম্পিউটার্স, রিশিত কম্পিউটার্স, ডলফিন কম্পিউটার লিঃ, আর.এম সিস্টেমস, আই মার্ট, ডেফোডিল কম্পিউটার্স লিঃ, কম্পিউটার জগৎ, প্লাগ এন্ড প্লে, বাই এন্ড উইন, কম্পিউটার মার্ট, ফোর সাইট সিস্টেমস, ফ্লোরা লিমিটেড, ফ্লোরা সিস্টেমস লিঃ, ফ্লোরা টেলিকম লিঃ, এনসিসিএল, সাকি ইন্টারন্যাশনাল, কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড (সিলেট), এশিয়া কম্পিউটার বাজার, গোল্ডেন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ও ক্রিয়েটিভ কম্পিউটার কমিউনিকেশন সহ বিজয়® কীবোর্ড ও সফটওয়্যার বাজারজাতকারী বিভিন্ন আইসিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ, দেশ বিদেশের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিজয়® ব্যবহারকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয়® ব্যবহারকারী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, প্রয়াত শিক্ষক ডঃ হুমায়ুন আজাদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, বন্ধুবর মুহম্মদ জালাল, মরহুম প্রফেসর আফতাব আহমাদসহ সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সূর্যসেন হল ও বাংলা বিভাগের সতীর্থগণ এবং বিভিন্ন সময়ের আমার সহকর্মীগণ আমাকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছেন।

দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, দেশের পত্র-পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়ার সর্বস্তরের মানুষ, প্রকৌশলী হায়দার হোসেন, মাসিক সাকো পত্রিকার সম্পাদক জনাব সৈকত চৌধুরী, কম্পিউটার টুডের জনাব জিল্লুর রহিম, বাংলা একাডেমীর সাবেক পরিচালক জনাব মনসুর মুসা, দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতগণ, বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ, ভারতবাসী দেবেন্দ্র জোশী, ফরাসী ভাষাবিদ ভিনসেন্ট বারমন্ট এবং লাওসের অধিবাসী থনভিল্লুর সহায়তা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

বিজয় বাংলা সফটওয়্যার দ্রুত ইন্সটল করার পদ্ধতি

এই নির্দেশিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিজয় বাংলা সফটওয়্যার কেমন করে ইন্সটল করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। আপনি যে সংস্করণটি ইন্সটল করবেন নির্দেশিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেই অংশটি পাঠ করে আপনার কাছে থাকা বিজয় বাংলা সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে পারেন। আপনি এই নির্দেশিকার প্রথম অধ্যায়টি পাঠ না করে সরাসরি দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে এর ইন্সটলেশন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে না গিয়েও নীচের উপায় অবলম্বন করে আপনি সরাসরি সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে পারেন। তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সফটওয়্যার ইন্সটল করার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে বলে সেই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি অনেক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন যা আপনার কম্পিউটারে বাংলা লেখার কাজে সহায়ক হবে। নীচে আপনি কেমন করে ম্যাক ও.এস এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে সফটওয়্যারটি ইন্সটল করবেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো:

বিজয় বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য আপনার কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা থাকতে হবে। মেকিন্টোস কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হলো ম্যাক ও.এস ১০। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমগুলো হলো উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিস্তা এবং উইন্ডোজ সেভেন। আপনার অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ হলে আপনার প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় সংস্করণ বাছাই করে নেবেন।

<u>উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিজয়</u>: উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের তিনটি সংস্করণ রয়েছে। আপনি এসবের যে কোন একটি ইনস্টল করতে পারবেন।

বিজয় বায়ান্নো হলো সবচেয়ে কম ক্ষমতার এবং কম দামের বাংলা সফটওয়্যার। এটি দিয়ে শুধুমাত্র বিজয় কীবোর্ড ব্যবহার করে আসকি এবং ইউনিকোড উভয় পদ্ধতিতে বাংলা লেখা যায়। এতে দুটি কনভার্টার রয়েছে।

বিজয় একুশে হচ্ছে বায়ান্নোর চাইতে শক্তিশালী বাংলা সফটওয়্যার। এতে বিজয় বায়ান্নোর সব সুবিধাতো আছেই বরং এতে বাড়তি মুনির কীবোর্ড আছে। এতে অনেক বাড়তি ফন্ট আছে এবং অনেকগুলো বাড়তি কনভার্টার আছে।

বিজয় একাত্তর হলো সবচেয়ে শক্তিশালী বাংলা সফটওয়্যার। এতে বিজয় বায়ান্নো ও বিজয় একুশের সকল সুবিধাতো আছেই একাত্তর নামের আরও একটি নতুন অপশন এতে আছে। বিশেষ করে যারা মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ করবেন এটি তাদের জন্য খুব কাজের।

বিজয় বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল করার আগেই আপনার কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম এবং মাইক্রোসফট অফিস ইন্সটল করে নেবেন। এরপর আপনি যদি আপনার কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের সিডি বা ডিভিডিটি প্রবেশ করান তবে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। আপনার ড্রাইভটি

ডিভিডি হলে তাতে সিডি বা ডিভিডি দুটোই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে ড্রাইভটি শুধু সিডি হলে তাতে ডিভিডি ব্যবহার করতে পারবেন না। এজন্য অবশ্যই ডিভিডি ড্রাইভ লাগবে। আপনি শুধু সেই ইন্সটলারের নির্দেশ অনুসরণ করেই সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে পারবেন। এজন্য আপনাকে কেবল নেক্সট নেক্সট বোতামে ক্লিক করতে হবে।

সফটওয়্যারটি ইন্সটল হবার পর আপনি কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করতে পারেন বা স্টার্ট মেনুর অল প্রোগ্রামস থেকে বিজয় বাংলা সফটওয়্যার ওপেন করুন। উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা সফটওয়্যারটি চালু হবে। তখন সফটওয়্যারটি একটি পাসওয়ার্ড চাইবে। নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড না হলে আপনার সামনে একটি আইড নাম্বার আসবে। এবারে আপনি দুই ভাবের একটি ভাবে পাসওয়ার্ড দিতে পারেন। ক) **নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড:** কোন কোন সংস্করণের জন্য (যেমন বিজয়® বায়ান্নো) আপনার নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দরকার হবে। বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার চালু হবার পর সফটওয়্যারটি পাসওয়ার্ড চাইবে। আপনি লক্ষ্য করবেন, সেই সংস্করণের জন্য সফটওয়্যারের বক্সে একটি পাসওয়ার্ড প্রিন্ট করা রয়েছে। সেই পাসওয়ার্ডটি ঐ সংস্করণের জন্য ব্যবহার করুন। **খ) আইডি ও পাসওয়ার্ড:** কোন কোন সংস্করণের জন্য আপনাকে পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে ইন্সটল করার পর (যেমন একুশে/উইন্ডোজ একাত্তর) বা ইন্সটল করার সময়ে (ম্যাকের একাত্তর) যদি আপনার সফটওয়্যার পাসওয়ার্ড চায় তবে আপনার সামনে একটি আইডি নাম্বার আসবে। সেই আইডি নাম্বারটি আনন্দ কম্পিউটার্সে দিলে আপনি একটি পাসওয়ার্ড পাবেন-সেই পাসওয়ার্ড দিলে সফটওয়্যারটি চালু হবে।

সফটওয়্যারটি চালু হবার পর আপনি এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালু করবেন। এরপর কন্ট্রোল অলটার b দিয়ে আসকি, কন্ট্রোল অলটার e দিয়ে একাত্তর ও কন্ট্রোল অলটার v দিয়ে ইউনিকোড পদ্ধতিতে বা কন্ট্রোল অলটার o দিয়ে বিডিএস ১৫২০:২০১১ এনকোডিং-পদ্ধতিতে বাংলা লিখতে পারবেন।

<u>মেকিন্টোস অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিজয়®:</u>

মেকিন্টোস কম্পিউটারের জন্য আপনি একইভাবে বিজয়® বাংলা সফটওয়্যারের ডিভিডিটি কম্পিউটারের ডিভিডি ড্রাইভে প্রবেশ করাবেন। এরপর আপনি সফটওয়্যারটির ইএক্সই ফাইল চালু করবেন। তখন আপনার সামনে একটি পর্দা আসবে। তাতে আপনার সামনে একটি আইডি নাম্বার আসবে। আপনি এই আইডি নাম্বারটি আনন্দ কম্পিউটার্সে প্রদান করে একটি পাসওয়ার্ড নেবেন এবং পাসওয়ার্ড পাবার পর সেটি পাসওয়ার্ডের বক্সে টাইপ করবেন ও ভেরিফাই করবেন। এরপর সামনে আসা পর্দাগুলোতে কেবল নেক্সট নেক্সট ক্লিক করবেন। এরপর বিজয়® ফন্ট প্যাকেজে ডাবল ক্লিক করবেন। এর ফলে মেকিন্টোসের ফন্টগুলো আপনার কম্পিউটারে ইন্সটল হবে। এরপর কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিস্টার্ট হবে। এরপর application>System Preferences>Languages & Text>Input Source এ যাবেন এবং ৩টি অপশন Bijoy Classic, Bijoy Ekattor, Bijoy Unicode সিলেক্ট করবেন। মেকিন্টোস কম্পিউটারে কেবল বিজয়® কীবোর্ড রয়েছে। কীবোর্ড মেনু থেকে আপনি ক্লাসিক, একাত্তর বা ইউনিকোড এবং সংশ্লিষ্ট ফন্ট বাছাই করে বিজয়® কীবোর্ড দিয়ে বাংলা লিখবেন।

প্রথম অধ্যায়: পূর্বকথা

বিজয় বাংলা কীবোর্ড ও সফটওয়ার ব্যবহার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশ্বের বাংলা ও অসমিয়া ভাষাভাষী মানুষদের কাছে অতি প্রিয় এই কীবোর্ড ও সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে শুরু করার আগে সময় থাকলে কিছু অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারেন। এসব তথ্য আপনাকে বিজয় বা কম্পিউটারে বাংলা-অসমিয়া ব্যবহার করতে দারুনভাবে সহায়তা করবে।

ছোট ইতিহাস

২০১১ সালের মে মাসে আমরা আনন্দপত্র প্রকাশের পচিশতম বছরে পা রেখেছি। ২০১২ সালের মে মাসে আমাদের পচিশতম বছর পূর্ণ হবে। এখন আমরা প্রকাশ করেছি বিজয় বায়ান্নো ২০১২ ও বিজয় একুশে ২০১২ এবং বিজয় একাত্তর। এই সংস্করণগুলোতে প্রচলিত ও জনপ্রিয় বায়ান্নো এবং একুশে সফটওয়্যারের বেশ কিছু নতুন আপডেট যুক্ত হয়েছে। তবে এবার নতুন সফটওয়্যার হিসেবে মেকিন্টোস ও উইন্ডোজের জন্য প্রকাশিত হলো বিজয় একাত্তর। বিজয় একাত্তর আমাদের তৈরী করা সফটওয়্যারের একটি মাইলফলক। এতে মেকিন্টোস ও উইন্ডোজের ডাটা কম্পাটিবিলিটি যুক্ত হবার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে একাত্তর এনকোডিং।

এই শুভ সময়ে আসুন একবার অতি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও একটু পেছনে ফিরে তাকাই। খুব ছোট করে দেখি বিজয়-এর পেছনের ইতিহাসটিকে। বাংলা, অসমিয়া, মনিপুরী, নাগা, চাকমা, ত্রিপুরা, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় ব্যবহৃত বাংলা লিপি কম্পিউটারে প্রয়োগ করার জন্য ১৯৮৭ সালের ২৮শে এপ্রিল আমি প্রথম কম্পিউটারের বোতাম স্পর্শ করি। এর আগে আমি কোনদিন এমন বা কোন কম্পিউটার দেখিনি। কেমন করে এমন কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয় তাও জানতামনা। বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে একবার কম্পিউটার শেখার একটি কোর্সে ভর্তি হয়ে বাইনারি অঙ্কের ভয়ে সেই কোর্স সমাপ্ত করিনি। ১৯৮৭ সালের ২৮ এপ্রিল পাওয়া সেই মেকিন্টোস কম্পিউটার দিয়েই ঐ বছরের ১৬ মে প্রথম কম্পিউটার কম্পোজ করে আমি প্রকাশ করি বাংলাদেশের একটি অনন্য সাময়িকী-যার নাম সাপ্তাহিক আনন্দপত্র। সেই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রবেশ করে এক নতুন দিগন্তে। ১৬ মে ১৯৮৭ আনন্দপত্র প্রকাশিত হয় মাইনুল লিপি নামক একটি ফন্ট দিয়ে। তাতে বঙ্কিম ফন্ট ও জব্বার কীবোর্ড যুক্ত করেছিলেন ৯ সার্কিট হাউস রোডের সৈয়দ মাইনুল হাসান। এর পরপরই ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ আমি জব্বার কীবোর্ড (আমার বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে) এর সাথে আনন্দ (আমার প্রতিষ্ঠানের নামে) ও সুনন্দা (আমার ছোট মেয়ের নামে) ফন্টসমূহ তৈরি করি। এ প্রযুক্তি বিশ্বের বাংলা লিপি ব্যবহারকারী মানুষের জন্য এক ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয়। কীবোর্ডটি টাইপরাইটোরের মুনীর কীবোর্ডের মতো ছিলো। তবে সেটি টাইপরাইটারের দুই স্তরের বদলে চার স্তরের ছিলো। তবে ফন্টগুলো ছিলো পেশাদারিভাবে ডিজাইন করা। কিন্তু তখনও আমাদের কঠিন কী-বোর্ড সিস্টেম ব্যবহার করতে হতো। তখন মেকিন্টোস কম্পিউটারের চারটি স্তর (নর্মাল, শিফট, অপশন ও শিফট অপশন) ব্যবহার করে ১৮৮টি বোতাম মুখস্থ করে বাংলা ভাষা লিখতে হতো। তখন থেকে অবিরাম গবেষণা করে আমি বাংলা হরফ কম্পিউটারে লেখার জন্য একটি কীবোর্ড আবিষ্কার করি। সেটিই বিজয়। ১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বরে মেকিন্টোশের জন্য প্রণীত বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এবং তার আওতাধীন ফন্টসমূহ কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। এরপর ১৯৯২ সালে প্রকাশ করি এর দ্বিতীয় সংস্করণ ।

মেনিন্টোশে বিজয় জনপ্রিয় হওয়ার পর আমি একই পদ্ধতি পিসিতে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকি। সেই প্রচেষ্টারই সফল প্রয়োগ হয় ২৬ মার্চ ১৯৯৩, প্রথম উইন্ডোজ (বিজয়-এর তৃতীয় এবং উইন্ডোজ-এর প্রথম) সংস্করণ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। এরপর উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এর জন্য অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশ করা হলেও মেকিন্টোস কম্পিউটারের জন্য ২০০৫ সালের ১৩ই অক্টোবরের আগে আর কোন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য ম্যাক ও.এস ১০ প্রকাশের আগে তেমন কোন সংস্করণের প্রয়োজনও ছিলোনা। কারণ ১৯৯২ সালের ম্যাক সংস্করণটি ম্যাক ও.এস ৯ পর্যন্ত কোন অসুবিধা ছাড়াই কাজ করতো। ২০০৭ সালে ম্যাক ও.এস ১০ (লিওপার্ডসহ) এর জন্য প্রণীত বিজয় **একুশে** সুবর্ণ সংস্করণ ২০০৭-এর উইন্ডোজ সংস্করণ ও ম্যাক ও.এস ১০ সংস্করণ, বিজয় ক্লাসিক প্রো ২০০৭ প্রকাশিত হয়। সেই ধারাবাহিকতাতেই বিজয় ভিস্তা, বিজয় **একুশে ২০০৮,** বিজয় বায়ান্নো, বিজয় বায়ান্নো প্রো, বিজয় বায়ান্নো ২০০৯, বিজয় বায়ান্নো ২০১০, , বিজয় একুশে ২০০৯, বিজয় একুশে ২০১০, বিজয় বায়ান্নো ২০১১, বিজয় একুশে ২০১১ প্রকাশিত হয়। এবার বিজয় বায়ান্নো ২০১২, বিজয় একুশে ২০১২ এবং বিজয় একাত্তর প্রকাশের ফলে উইন্ডোজ এবং মেকিন্টোসে বিজয় পেয়েছে এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন। বিশেষ করে বিজয় একাত্তর মেকিন্টোস ও উইন্ডোজের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আরও এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

বাংলালিপি, বিজয় কীবোর্ড, বিজয় কোডিং এবং ইউনিকোড নিয়ে কথা

আমরা সবাই জানি, বাংলা ভাষা বঙ্গলিপি বা বাংলা লিপি দিয়ে লেখা হয়। এই লিপিটি ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে ব্যবহৃত ব্রাহ্মীলিপির অন্তর্ভুক্ত। যদিও এই লিপি দিয়ে অসমিয়া, চাকমা, মারমা, মনিপুরীসহ আরো অনেক পূর্ব ভারতীয় ভাষা লেখা হয়, তবুও বাংলা এবং অসমিয়াই হচ্ছে এই লিপির প্রধান দুটি ভাষা। বাংলা লিপির আদিরূপ অনুসরণ করা হলে অসমিয়া এবং বাংলায় অক্ষরের কোন পার্থক্য নেই। তবে আমাদের আধুনিক বাংলা লিপির মাঝে অসমিয়াতে ব্যবহৃত একটি অক্ষর নেই। অন্তস্থ ব বর্ণটি যা অসমিয়ায় ওয়া ব নামে পরিচিত, সেটি আমাদের আধুনিক বাংলায় এখন আর নেই। এটি দেখতে বাংলা 'র'-এর মতো। তবে প্রাচীন বাংলায় এই বর্ণগুলোই শুধু নয়, আরো অনেক চিহ্নাদি এবং বর্ণ রয়েছে। অন্যদিকে অসমিয়ায় ব্যবহৃত 'র' বর্ণটি আমাদের র বর্ণের মতো নয়। এটি পেটকাটা এবং নীচে কোন ফোটা নেই।

বাংলা লিপিতে স্বরবর্ণ, স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং যুক্তাক্ষর রয়েছে। এছাড়া আছে সংখ্যা এবং চিহ্ন। আমরা আমাদের বাংলা সফটওয়্যারে বাংলা বর্ণসমষ্টির সবকিছুই লেখার ব্যবস্থা রেখেছি। সবচেয়ে ভালোভাবে বাংলা সকল বর্ণ লেখা যায় বিজয় একাত্তর এবং ইউনিকোড পদ্ধতিতে।

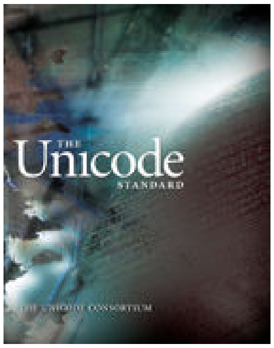

অন্যদিকে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাংলা লিপির আবার অন্তত দুটি রূপ আছে। একটি রূপ হচ্ছে ঐতিহ্যগত। এই রূপটি প্রাচীনকালে হাতে লেখা পুথি থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। লেটার প্রেস ছাপাতেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। মাঝখানে লাইনোটাইপের প্রযুক্তিতে একে বদলানো হলেও আবার ফটোকম্পোজ পদ্ধতিতে বঙ্গলিপির আদিরূপ ফিরে আসে। আমাদের প্রচলিত বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদিতে এই রূপটি ব্যবহৃত হয়। এতে যুক্তাক্ষর-এর ঐতিহ্যগত রূপটি ধরা পড়ে। যেমন শ+ু এই রূপে শু হয়ে যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ এবং ভারতের পাঠ্যপুস্তকে আরো স্পষ্ট করে বাংলা বর্ণ লেখা হয়। এই রূপে শ+ু কে শু লেখা হয়। বিজয় দিয়ে উভয় রূপের অক্ষরই লেখা যায়। এজন্য আমরা বিজয় একাত্তর ও ইউনিকোড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করছি।

জন্মলগ্ন থেকেই আমরা বাংলা বর্ণ কম্পিউটারে লেখার জন্য আমাদের নিজস্ব প্যাটেন্টকৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। এই প্রযুক্তিতে বাংলা যুক্তাক্ষর এবং স্বরবর্ণ কম্পিউটারে লেখার জন্য আমরা বাংলা হসন্ত (ইংরেজী জি) বর্ণকে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছি। আবার বিজয় কীবোর্ড বিন্যাস করার সময় আমরা বাংলা লিপির একটি চমৎকার অবস্থান স্থির করেছি। এই পদ্ধতিতে অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ জোড়াকেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির ফলে কম্পিউটারের সাধারণ কীবোর্ড ব্যবহার করে সকল বাংলা বর্ণ, চিহ্ন এবং যুক্তাক্ষর সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে লেখা যায়।

এই কথাটি খুবই স্পষ্ট করে প্রণিধান করা উচিত যে, বাংলা লিপি কম্পিউটারে ব্যবহার করার জন্য তার একটি এনকোডিং প্রয়োজন হয়। এই এনকোডিংটি এখন মোট তিনটি মানের হয়ে থাকে। আদিতে কম্পিউটারে কেবলমাত্র ২৫৬টি বর্ণের কোড ব্যবহার করা যেতো। এই এনকোডিং মানটি আনসি বা আসকি নামে পরিচিত। অন্য একটি মান পৃথিবীর সকল ভাষার জন্যই বিকশিত হচ্ছে, সেটি হলো ইউনিকোড। আমরা বিজয় একাত্তরের জন্য আসকির বাইরে অথচ ইউনিকোড পদ্ধতি নয়, তেমন একটি মান তৈরী করেছি যাকে একাত্তর বলা হচ্ছে। বাংলা লিপির জন্য এই তিনটি এনকোডিং মানই এখন প্রচলিত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ইসকি-ডিওই ছাড়াও সুমিত নামের একটি কোডিং মান বেশ পরিচিত। তবে বাংলাদেশে বাংলা লিপির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রচলিত এনকোডিং হলো বিজয়। এই বিজয় এনকোডিং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। উইন্ডোজ ৩.১/৩.১১ এবং ৯৫ এর জন্য প্রণীত বিজয় ৩.০ এবং ৪.০ এর কোডিং থেকে বিজয় ৯৯-এর কোডিং-এ বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আছে। এমনকি এই দুটি সংস্করণের মধ্যে পোস্টস্ক্রিপ্ট এবং ট্রুটাইপ ফন্টে একই কোড ব্যবহার করার পরেও দুটি সংস্করণের ডাটা ফাইল এক থাকেনা। বিজয় ৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৩-এর কোডিং একরকম। বিজয় ২০০৪ এবং বিজয় ক্লাসিক, বিজয় বায়ান্নো, বিজয় বায়ান্নো প্রো, বিজয় একুশে এবং বিজয় একাত্তর-এর আসকি কোডিং একরকম। বিজয় একাত্তরে এই দুটি এনকোডিং ছাড়াও একাত্তর এনকোডিং ব্যবহার করা হয়েছে।

ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের প্রথম প্রতীক

বিজয়-এর বৈশিষ্ট্য

ক) বিজয় বায়ান্নো : এতে বিজয় এবং ইউনিকোড এনকোডিং ব্যবহার করা যায়। তবে এতে শুধুমাত্র বিজয় কীবোর্ড এবং বিজয় ২০০৩ থেকে বিজয় বায়ান্নো ও বিজয় বায়ান্নো থেকে বিজয় ২০০৩ কনভার্টার রয়েছে। এতে ফন্টের সংখ্যাও কম।

খ) **বিজয় একুশে :** এতে বিজয় এবং ইউনিকোড এনকোডিং ব্যবহার করা যায় তবে এতে বিজয়, মুনির এবং জাতীয় কীবোর্ড রয়েছে। এছাড়াও এতে অন্যান্য বাংলা সফটওয়্যার থেকে বিজয় এবং বিজয় থেকে ইউনিকোড ও ইউনিকোড থেকে বিজয় কনভার্টার রয়েছে।

গ) **বিজয় একাত্তর:** এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা সফটওয়্যার। এতে বিজয়, ইউনিকোড ৬.০, বিডিএস ১৫২০: ২০১১ এবং একাত্তর এনকোডিং ব্যবহার করা যায়। এতে বিজয়, মুনির এবং জাতীয় কীবোর্ড ছাড়াও সত্যজিত, গীতাঞ্জলী কীবোর্ড রয়েছে। এছাড়াও এতে অন্যান্য বাংলা সফটওয়্যার থেকে বিজয়, বিজয় থেকে ইউনিকোড ও ইউনিকোড থেকে বিজয়, বিজয় থেকে একাত্তর, একাত্তর থেকে বিজয় এবং একাত্তর থেকে ইউনিকোড ও ইউনিকোড থেকে একাত্তর কনভার্টার রয়েছে। বিজয় একাত্তর এর উইন্ডোজ এবং ম্যাক সংস্করণ রয়েছে।

সার্বিকভাবে কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য বিজয়-এর বর্তমান সংস্করণসমূহের

তূলনামূলক চিত্র

বিষয়	বায়ান্নো ২০১২	একুশে ২০১২	ম্যাক-একাত্তর	উইন্ডোজ একাত্তর	
বিজয় কীবোর্ড	হ্যা	হ্যা	হ্যা	হ্যা	
মুনীর কীবোর্ড	না	হ্যা	না	হ্যা	
জাতীয় কীবোর্ড	না	হ্যা	না	হ্যা	
সত্যজিত কীবোর্ড	না	না	না	হ্যা	
গীতাঞ্জলী কীবোর্ড	না	না	না	হ্যা	
অসমিয়া সত্যজিত কীবোর্ড	না	না	না	হ্যা	
অসমিয়া গীতাঞ্জলী কীবোর্ড	না	না	না	হ্যা	
ফন্ট সংখ্যা	স্বল্প	স্বাভাবিক	সর্বোচ্চ	সর্বোচ্চ	
বিজয় এনকোডিং	হ্যা	হ্যা	হ্যা	হ্যা	
ইউনিকোড এনকোডিং	হ্যা	হ্যা	হ্যা	হ্যা	
বিডিএস ১৫২০: ২০১১ কোডিং	হ্যা	হ্যা	না	হ্যা	
একাত্তর এনকোডিং	না	না	হ্যা	হ্যা	
কনভার্টার	হ্যা (২টি)	হ্যা (কয়েকটি)	না	সব কটি	
ক্লাসিক অভিধান	না	হ্যা	না	হ্যা	

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইন্সটল ও আনইন্সটল এবং রিমোভ ও ডিলিট

খুব দ্রুত গতিতে কাজে প্রবেশ করার জন্য আপনি এই অধ্যায়টি থেকেই নির্দেশনা পাঠ করুন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার এবং কম্পিউটারে বাংলা লেখা সংক্রান্ত কিছু মৌলিক তথ্য প্রদান করেছি। সেইসব তথ্য আপনার জানা থাকলে ভালো; তবে আপনি যদি চান তবে, সরাসরি এই অধ্যায়টি পাঠ করে কাজে লেগে যেতে পারেন।

বিজয়® - বাংলা সফটওয়্যারের জন্য কি ধরনের কম্পিউটার দরকার

উইন্ডোজের জন্য প্রণীত বিজয়® ব্যবহার করার জন্য আপনি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সম্পন্ন একটি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনি উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা ও সেভেন অপারেটিং সিস্টেমেও বিজয়® ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের বিদ্যমান (ও ভবিষ্যতের) সংস্করণগুলো উইন্ডোজের ৩২ ও ৬৪ বিট সকল সংস্করণে কাজ করে। সেজন্য উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিস্তা বা উইন্ডোজ সেভেন চলে এমন কম্পিউটার ব্যবহার করুন। স্মরণ রাখুন, উইন্ডোজ এক্সপি যদিও অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারে চলে, তবে উইন্ডোজ ভিস্তা বা সেভেনের জন্য অত্যন্ত ক্ষমতাবান কম্পিউটার প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারের প্রসেসিং ক্ষমতা, গ্রাফিক্স কার্ড এবং র‍্যাম যথেষ্ট দ্রুতগতির না হলে উইন্ডোজ ভিস্তা ও উইন্ডোজ সেভেন চলবে না। এখন আপনি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং ম্যাক ও.এস অপারেটিং সিস্টেম একই কম্পিউটারে ব্যবহার করার জন্য মেকিন্টোস কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন। যেসব মেকিন্টোস কম্পিউটারে ইনটেল মাইক্রোপ্রসেসর আছে সেগুলোতে উইন্ডোজ ব্যবহার করা যায়। ম্যাক ও.এস ১০.৫ বা লিওপার্ড বা তার পরের সংস্করণে একই সাথে দুটি বা তারও বেশি অপারেটিং সিস্টেম (উইন্ডোজ এক্সপি/ভিস্তা/ সেভেন এবং ম্যাক) ব্যবহার করার উপযুক্ত।

কার্যত বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের উপর নির্ভর করে কাজ করে না। এতে যে কোন ধরনের হার্ডওয়্যারই থাকুক না কেন, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম যদি তাতে ইন্সটল করা থাকে তবে তাতে আমাদের সফটওয়্যার কাজ করবে। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে বিজয়® -এর ভিত্তিভূমি।

বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল করার প্রস্তুতি

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম: বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার দ্রুত ইন্সটল করার জন্য প্রথমেই আপনি আপনার কম্পিউটারটিকে সঠিক সফটওয়্যার ইন্সটল করে একে ব্যবহারযোগ্য করুন। একেবারে নতুনভাবে কম্পিউটার চালু করা হলে প্রথমেই আপনাকে এতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করতে হবে। জনপ্রিয় ব্রান্ড পিসিতে লাইসেন্সকৃত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা থাকে। ক্লোন পিসিতেও বিক্রেতারা অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করে দেয়। যদি তা না হয়, তবে আপনি নিজেই উইন্ডোজ এক্সপি বা উইন্ডোজ ভিস্তা বা উইন্ডোজ সেভেন অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করুন। বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য কমপক্ষে উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিস্তা বা উইন্ডোজ সেভেন প্রয়োজন হবে। এর আগের কোন অপারেটিং সিস্টেমে বর্তমানে প্রচলিত কোন বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার কাজ করবেনা। যদি তেমন কোন অবস্থা হয় তবে আপনাকে আমাদের কাছ থেকে পুরানো সংস্করণ সংগ্রহ করতে হবে। আপনি যদি নতুন কোন সংস্করণ ক্রয় করে থাকেন, তবে আপনি পুরানো সংস্করণ অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারবেন।

ইউনিকোড সেট আপ: আপনার কম্পিউটারে উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা বা সেভেন অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা থাকুক বা নতুন করে ইন্সটল করা হোক আপনি উইন্ডোজ-এর একটি বিশেষ অপশন অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন। অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এক্সপি হলে, আপনাকে দেখতে হবে যে, আপনার রিজিয়নাল এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন সঠিক করে দেয়া আছে কিনা। এর জন্য আপনি স্টার্ট মেনুর সেটিংস থেকে কন্ট্রোল প্যানেল বাছাই করে সেখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড রিজিয়নাল অপশন্স বাছাই করুন। সেখানে ইন্সটল ফাইলস ফর কমপ্লেক্স স্ক্রিপ্ট..... অপশনটিতে টিক চিহ্ন দেয়া আছে কিনা দেখুন। যদি সেটি দেয়া না থাকে তবে, এরপর সেখান থেকে কমপ্লেক্স স্ক্রিপ্ট অপশনটিতে টিক চিহ্ন প্রদান করুন। এটি চেক করলে কম্পিউটার আপনার কাছে উইন্ডোজ এক্সপির সিডি চাইবে। সিডিটি দেবার পর এই অপশনটি ইন্সটল হবে। মনে রাখবেন, এই অপশনটি টিক দেয়া না থাকলে ইউনিকোড অপশন ঠিকমতো কাজ করবে না।

শুধু তাই নয়, অফিস ২০০৩-এ ইউনিকোড অপশন ঠিক রাখার জন্য আপনাকে আরো একটি কাজ করতে হবে। এজন্য আপনি বিজয়® একুশে -এর সিডিতে রাখা BijoyEkushe\USP10 ফোল্ডারে থাকা ইউএসপি১০ ডিএলএল ফাইলটি C:\WINDOWS\system32 ফোল্ডারে কপি করে দেবেন। ওখানে এমন একটি ডিএলএল থাকবে। সেটি ডিলিট করবেন। একই সাথে আপনি C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11 ফোল্ডারেও একই ডিএলএল কপি করে দেবেন। তার আগে কমপক্ষে মাইক্রোসফট অফিস ২০০৩ বা মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ বা ওপেন অফিস ৩.২ ইন্সটল করুন। আপনি যদি অফিস ২০০৭ ব্যবহার করেন তবে BijoyEkushe\USP10 ফোল্ডারের ডিএলএল ফাইলটি C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12 ফোল্ডারে কপি করে দেবেন।

যদি আপনি উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করেন তবে এক্সপিতে যে সেট আপ করা দরকার হয় সেটি করার প্রয়োজন হবেনা। সেভেন-এ এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা থাকে।

অন্য বাংলা সফটওয়্যার রিমোভ: আপনি যদি পুরানো ব্যবহারকারী হন তবে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে বিদ্যমান কোন বাংলা সফটওয়্যার থাকলে তা আনইন্সটল বা রিমোভ করুন। ফন্টগুলো ডিলিট হলো কিনা সেটি নিশ্চিত করুন। পুরানো সফটওয়ার বা ফন্ট থাকলে আপনি অহেতুক অবাঞ্ছিত সমস্যায় পড়তে পারেন। মনে রাখা উচিত, বিজয়® এর ক্লাসিক, বায়ান্নো, একুশে বা তার পরের সংস্করণগুলোতে যে এনকোডিং ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে পুরানো সংস্করণগুলোর (যেমন ২০০৩, ৯৯, ৩.০, ৪.০) এনকোডিং-এর মিল নেই।

নেটওয়ার্ক কার্ড সক্রিয় করুন: বিজয়® বাংলা সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার জন্য আপনাকে কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক সিস্টেম সক্রিয় করতে হবে। বিজয়® এর কোন কোন সংস্করণ কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা থেকে তথ্য বা উপাত্ত নিয়ে সক্রিয় হয়। এজন্য কম্পিউটারে অন্তত পক্ষে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে নেটওয়ার্ক কার্ড থাকতে হবে। কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে নেটওয়ার্ক বিল্টইন থাকতে পারে। আবার আলাদা নেটওয়ার্ক কার্ড স্থাপন করতে হতে পারে। বাড়তি মূল্য দিলে আনন্দ কম্পিউটার্স সফটওয়্যারের সাথে একটি নেটওয়ার্ক কার্ড সরবরাহ করতে পারে। এই অবস্থায় নেটওয়ার্ক কার্ডের পাসওয়ার্ডও প্রদান করা হয়। আপনি আপনার সিস্টেম ইউনিটে নেটওয়ার্ক কার্ডটি স্থাপন করে কোন পাসওয়ার্ড না দিয়েই বিজয়® ইন্সটল করতে পারেন। যদি এই নেটওয়ার্ক কার্ডটি ইন্সটল না করে নিজের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ব্যবহার করতে চান তবে আপনাকে আইডি নাম্বার দিয়ে পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য আপনাকে আনন্দ কম্পিউটার্স বা তার পরিবেশকদের কাছ থেকে (ঠিকানা ৩ নং পাতায় দেয়া আছে) পাসওয়ার্ড নিতে হবে। আপনি এজন্য টেলিফোন, ইমেইল বা এসএমএস ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও আপনার কম্পিউটার মাদারবোর্ডের সিডিটি অবশ্যই ইন্সটল করে নেবেন।

পাসওয়ার্ড নেবার সময় আপনাকে আপনার সফটওয়্যারের লাইসেন্স নাম্বার, আপনার নাম-ঠিকানা, অফিস-বাসার ফোন নাম্বার, ইমেইল ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার এবং সফটওয়্যারের সংস্করণ (যেমন বিজয়® একুশে ইত্যাদি) বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি দিতে হতে পারে। ফলে এই তথ্যগুলো হাতের কাছে রাখুন।

কোন কোন সংস্করণ নেটওয়ার্ক কার্ড ছাড়াও কাজ করে। বায়ান্নো, একুশের সিডি সংস্করণ ব্যবহার করার জন্য কোন নেটওয়ার্ক কার্ড প্রয়োজন হয়না।

ইন্সটলেশন

এখন বিজয়®-বাংলা সফটওয়্যারের বেশ কতগুলো সংস্করণ সব সময়েই বাজারজাত হয়ে থাকে। এসব সংস্করণের একেকটি একেক জনের জন্য প্রয়োজন হয়। এসব সংস্করণের সবগুলোতে সকল সুবিধা থাকেনা। সবচেয়ে সহজে কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়া যেমন বিজয়® বায়ান্নো ২০১২ ইন্সটল করা যায় তেমনি আবার বিজয়® একাত্তর বা বিজয়® একুশের ডিভিডি সংস্করণ ইন্সটল করতে বেশ কিছু ঝামেলা পোহাতে হয়।

বিজয়® বায়ান্নো ২০১২ ইন্সটল করা

বিজয়® বায়ান্নো বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল করার উপযোগী একটি কম্পিউটারের সিডি ড্রাইভে আপনি বিজয়® সফটওয়্যারের সিডিটি প্রবেশ করান। আপনি আপনার কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে বিজয়®-এর সিডিটি প্রবেশ করান। এই সফটওয়্যারটির ইন্সটলার এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে সিডিটি কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর সাথে সাথেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। যদি তাৎক্ষণিকভাবে সেটি চালু না হয় তবে একটু সময় অপেক্ষা করুন। সচরাচর তখন ইন্সটলারটি চালু হয়ে যাবে। যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও সেটি চালু না হয় তবে আপনার কম্পিউটারের সিডি অটোরান বন্ধ করা থাকতে পারে। সেটি সক্রিয় করলে সিডিটি চালু হবে এবং আপনি ইন্সটলার দেখতে পাবেন। যদি তা না হয় তবে আপনি সরাসরি সিডি ড্রাইভে সিডিটির আইকনে ডাবল ক্লিক করে সেটি চালু করুন। এখান থেকে সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য আপনি বিজয়® বায়ান্নো বাছাই করুন। তখন ইন্সটলারটি চালু হবে। আপনি যদি সরাসরি সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে না চান তবে ইচ্ছে করলে গাইড বা অন্যান্য সফটওয়্যারও বাছাই করতে পারেন।

আপনি সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার জন্য ক্লিক করলে আপনার সামনে একটি ইন্সটলারের সংলাপ ঘর আসবে। ওখান থেকে

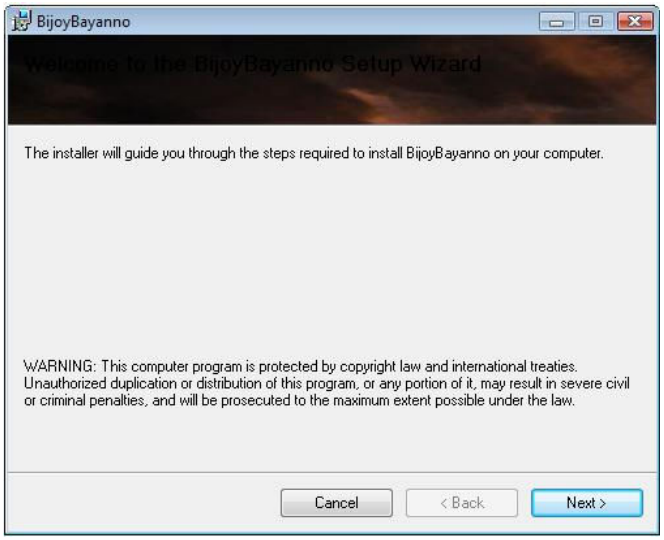

আপনি বিজয়® বায়ান্নো ২০১২ অপশনটি বাছাই করুন। এরপর আপনি একাধিক সংলাপ ঘরে লাইসেন্সে সম্মতি প্রদান করুন এবং এটি কোথায় ইন্সটল করবেন তা চিহ্নিত করে নিজের জন্য শুধু, না সকলের জন্য ইন্সটল করছেন, সেটি নির্ধারণ করে দিন। যদি আপনি কোন পরিবর্তন নাও করেন তবুও এটি নিজে ডিফল্ট হিসেবে যা বাছাই করেছে সেই অনুসারে ইন্সটল হয়ে যাবে। এবার কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করে নিন। এরপর আপনার সামনে একটি পর্দায় পাসওয়ার্ড দিতে বলা হবে। এবার আপনার সিডি বক্সের ওপর থেকে পাসওয়ার্ডটি টাইপ করুন। এরপর সফটওয়্যারটি চালু হয়ে যাবে। এবার কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করুন এবং বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে থাকুন।

বিজয়® একাত্তর ইন্সটল

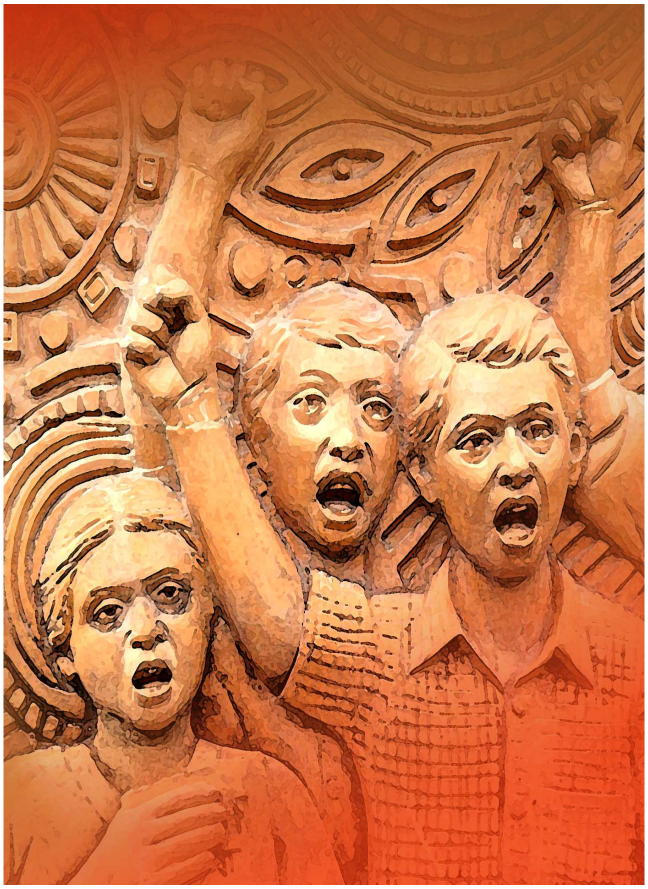

বিজয়® একাত্তর বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল করার উপযোগী একটি কম্পিউটারের সিডি ড্রাইভে আপনি বিজয়® সফটওয়্যারের ডিভিডিটি প্রবেশ করান। এই সফটওয়্যারটির ইন্সটলার এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে ডিভিডিটি কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর সাথে সাথেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। যদি তাৎক্ষণিকভাবে সেটি চালু না হয় তবে একটু সময় অপেক্ষা করুন। সচরাচর তখন ইন্সটলারটি চালু হয়ে যাবে। যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও সেটি চালু না হয় তবে আপনার কম্পিউটারের ডিভিডির অটোরান বন্ধ করা থাকতে পারে। সেটি সক্রিয় করলে ডিভিডিটি চালু হবে এবং আপনি ইন্সটলার দেখতে পাবেন। যদি তা না হয় তবে আপনি সরাসরি

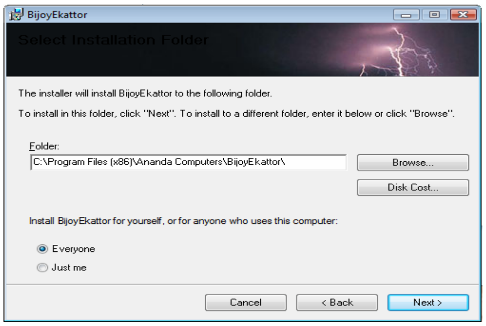

সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে ডিভিডিটির আইকনে ডাবল ক্লিক করে সেটি চালু করুন। এরপর আপনার সামনে একটি পর্দা আসবে যে পর্দাটিতে সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর লাইসেন্স দেয়া থাকে। এটিতে আপনি কোন কোন শর্তে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করবেন তার বিবরণ দেয়া থাকে। এখানে আপনি সংলাপ ঘরের একেবারে নীচের Accept বোতামে ক্লিক করুন। যতোক্ষণ আপনি একসেপ্ট বোতামে ক্লিক না করবেন ততোক্ষণ আপনি আর সামনে যেতে পারবেন না।

এরপর আপনার .NET Framework 3.5 ইনস্টল করার শর্তাবলীসহ একটি পর্দা আসবে। আপনাকে এখানে Accept বোতামে ক্লিক করতে হবে।

লাইসেন্স একসেপ্ট করার পর আপনার সামনে Windows Installer এবং .NET Framework ইনস্টলেশনের একাধিক সংলাপ ঘর আসবে। আপনার কম্পিউটারে যদি Windows Installer 3.1 পূর্বে ইনস্টল করা না থাকে তাহলে Windows Installer 3.1 ইনস্টলেশনের পর কম্পিউটার রিস্টার্ট করার প্রয়োজন হতে পারে। রিস্টার্টের পর আপনার সামনে আরো কিছু সংলাপ ঘর আসবে। এখানে আপনার কিছু করার নেই। বরং এরপর আপনি অন্য আরেকটি সংলাপ ঘর আসার জন্য অপেক্ষা করবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, উইন্ডোজ ভিস্তা ও সেভেনে বিজয়® একাত্তর ইন্সটলেশনের সময় Windows Installer এবং .NET Framework ইনস্টলেশনের সংলাপ ঘর আসবে না।

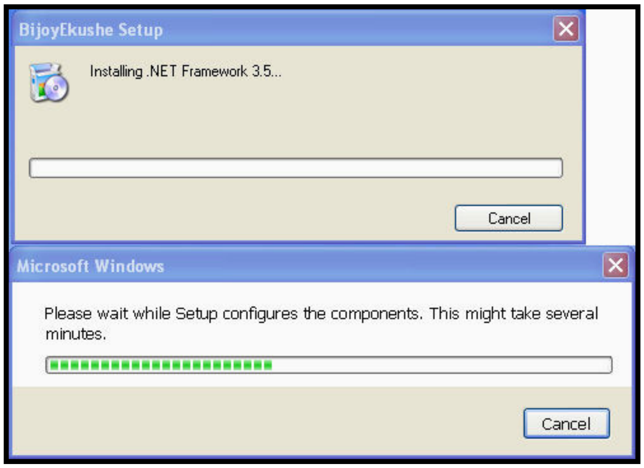

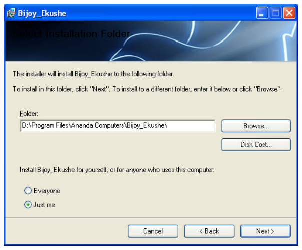

Windows Installer এবং .NET Framework ইনস্টলেশনের পর আপনার সামনে বিজয়® একুশে ২০১২ ইনস্টল করার সংলাপ ঘর আসবে। এই সংলাপ ঘরে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে আপনি নেক্সট বোতামে ক্লিক করার পর আপনার সামনে আরো একটি সংলাপ ঘর আসবে। সেখান থেকে আপনি কোথায় সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে চান সেটি বাছাই করতে পারেন। তবে আপনি বাছাই না করে ডিফল্ট ফোল্ডারই রেখে দিতে পারেন। এবার কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করে নিন। এরপর আপনার সামনে একটি পর্দায় পাসওয়ার্ড দিতে বলা হবে। আপনি এর সাথে একটি আইডি নাম্বার পাবেন। সেই আইডি নাম্বারটি আপনি আনন্দ কম্পিউটার্সে পাঠিয়ে দিন এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করুন। এবার সেই পাসওয়ার্ডটি পাসওয়ার্ড বক্সে টাইপ করুন। এরপর সফটওয়্যারটি চালু হয়ে যাবে। এবার বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে থাকুন।

বিজয়® একুশে ২০১২ ইনস্টল:

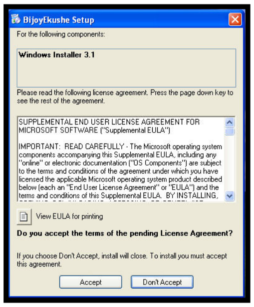

প্রথমেই আপনি আপনার কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে সফটওয়্যার সিডি/ডিভিডিটি প্রবেশ করান। এই সফটওয়্যারটির ইন্সটলার এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে সিডি/ডিভিডিটি কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর সাথে সাথেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। যদি তাৎক্ষণিকভাবে সেটি চালু না হয় তবে একটু সময় অপেক্ষা করুন। সচরাচর তখন ইন্সটলারটি চালু হয়ে যাবে। যদি অপেক্ষার পরও সেটি চালু না হয় তবে আপনার কম্পিউটারের অটোরাণ বন্ধ করা থাকতে পারে। আপনি সরাসরি সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে সিডি/ডিভিডির আইকনে ডাবল ক্লিক করে সেটি চালু করুন। এখান থেকে সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য আপনি বিজয়® একুশে বাছাই করুন। ইচ্ছে করলে গাইড বা অন্যান্য সফটওয়্যারও বাছাই করতে পারেন।

বিজয়® একুশে ২০১২ ইন্সটলেশনের জন্য বিজয়® একুশে বোতামে ক্লিক করুন। এরপর আপনার সামনে একটি পর্দা আসবে যে পর্দাটিতে সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর লাইসেন্স দেয়া থাকে। এটিতে আপনি কোন কোন শর্তে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করবেন তার বিবরণ দেয়া থাকে। এখানে আপনি সংলাপ ঘরের একেবারে নীচের Accept বোতামে ক্লিক করুন। যতোক্ষণ আপনি একসেপ্ট বোতামে ক্লিক না করবেন ততোক্ষণ আপনি আর সামনে যেতে পারবেন না।

এরপর আপনার সামনে .NET Framework 3.5 ইনস্টল করার শর্তাবলীসহ একটি পর্দা আসবে। আপনাকে এখানে Accept বোতামে ক্লিক করতে হবে।

লাইসেন্স একসেপ্ট করার পর আপনার সামনে Windows Installer এবং .NET Framework ইনস্টলেশনের একাধিক সংলাপ ঘর আসবে। আপনার কম্পিউটারে যদি Windows Installer 3.1 পূর্বে ইনস্টল করা না থাকে তাহলে Windows

Installer 3.1 ইনস্টলেশনের পর কম্পিউটার রিস্টার্ট করার প্রয়োজন হতে পারে। রিস্টার্টের পর আপনার সামনে আরো কিছু সংলাপ ঘর আসবে। এখানে আপনার কিছু করার নেই। বরং এরপর আপনি অন্য আরেকটি সংলাপ ঘর আসার জন্য অপেক্ষা করবেন।

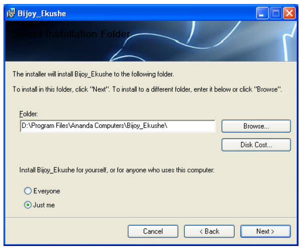

এখানে উল্লেখ্য যে, উইন্ডোজ ভিস্তা ও সেভেনে বিজয়® একুশে ২০১২ ইন্সটলেশনের সময় Windows Installer এবং .NET Framework ইনস্টলেশনের সংলাপ ঘর আসবে না।

Windows Installer এবং .NET Framework ইনস্টলেশনের পর আপনার সামনে বিজয়® একুশে ২০১২ ইনস্টল করার সংলাপ ঘর আসবে। এই সংলাপ ঘরে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে আপনি নেক্সট বোতামে ক্লিক করার পর আপনার সামনে আরো একটি সংলাপ ঘর আসবে। সেখান থেকে আপনি কোথায় সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে চান সেটি বাছাই করতে পারেন। তবে আপনি বাছাই না করে ডিফল্ট ফোল্ডারই রেখে দিতে পারেন।

এরপর আপনার সামনে আরো একটি পর্দা আসবে।

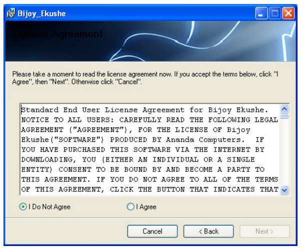

সেই পর্দাটিতে আপনি লাইসেন্স চুক্তিটি স্বীকার করার জন্য ও Agree এর চেক বক্সে ক্লিক করে নেক্সট বোতামে ক্লিক করুন। আপনি যদি চান তবে স্ক্রল করে চুক্তিটির পুরোটা দেখতে পারেন। এতে সফটওয়্যার ব্যবহার করার সাধারণ শর্তাবলী দেয়া আছে। এখানে নেক্সট বোতামে ক্লিক করার পর কম্পিউটারের পর্দায় আপনার কম্পিউটারে বিজয়® একুশে ২০১২ ইনস্টলেশনের জন্য তৈরী এমন একটি সংলাপ ঘর আসবে । এখানে আপনি নেক্সট বোতামে ক্লিক করলেই আপনার সামনে একটির পর একটি পর্দা আসতে থাকবে। আপনি সেখানে কিছুই করবেন না। ইনস্টলেশন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। বিজয়® একুশে ২০১২ ইনস্টলেশন সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার সামনে যে সংলাপ ঘরটি আসবে সেখানে Close বোতামে ক্লিক করুন। এবার আপনার কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন।

এবার আপনার বিজয়® একুশে ২০১২ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে এবং আপনার সামনে একটি আইডি নাম্বারসহ একটি সংলাপ ঘর আসবে। এই আইডি নাম্বারটি আপনি আনন্দ কম্পিউটার্স বা তার প্রতিনিধির কাছে প্রদান করলে আপনি একটি পাসওয়ার্ড পাবেন। পাসওয়ার্ডের শূণ্য ঘরে আপনি সেটি টাইপ করুন। এবার আপনার বাংলা লেখার সফটওয়্যার চালু হয়ে গেলো। এখানে পাসওয়ার্ড লিখে Ok করুন।

বিজয়® একুশে ২০১২-এর একটি বিশেষ সংস্করণে পাসওয়ার্ড চাইবেনা ও আইডি নাম্বার আসবেনা। সেই অবস্থায় সফটওয়্যার ইন্সটল করার পর কম্পিউটার রিস্টার্ট করে সরাসরি লিখতে থাকুন।

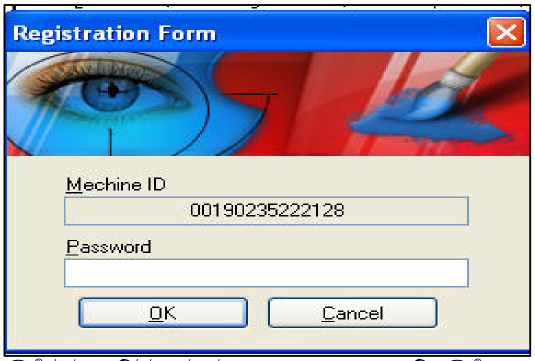

বিজয়® টাইপ টিউটর, ক্লাসিক কনভার্টার ও ক্লাসিক অভিধান ইন্সটল

বিজয়® -এর সাথে আপনি আলাদা সফটওয়্যার হিসেবে বিজয়® টাইপ টিউটর ইন্সটল করতে পারেন। এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আপনি কেমন করে বাংলা টাইপ করবেন সেটি শিখতে পারেন। এজন্য আপনি টাইপ টিউটর ফোল্ডার থেকে সেটি ইন্সটল করুন।

বিজয়® টাইপ টিউটর ইন্সটল করার জন্য আপনি বিজয়® এর সিডি/ডিভিডি থেকে বিজয়® টাইপ টিউটর ফোল্ডার বের করুন। এরপর এই এ্যাপ্লিকেশনটির সেটআপ ইএক্সইতে ক্লিক করুন। এর ফলে সেট আপটি চালু হবে। প্রথমে আপনার সামনে যে পর্দা আসবে তাতে নেক্সট ক্লিক করলে লাইসেন্স সংক্রান্ত আরো একটি পর্দা আসবে। সেটিতে একসেপ্ট বোতামে ক্লিক করুন। এরপর টাইপ টিউটর ইন্সটল হবে এবং আপনি সেটি ব্যবহার করতে পারবেন। এজন্য আপনাকে প্রোগ্রামস মেনু থেকে আনন্দ কম্পিউটার্স ফোল্ডার বাছাই করতে হবে এবং সেখান থেকে টাইপ ফার্স্ট বাছাই করতে হবে।

আপনি যদি বিজয়®-এর ক্লাসিক অভিধান ব্যবহার করতে চান তবে

সেটিও আলাদাভাবে ইন্সটল করবেন। আপনার সফটওয়্যার সিডিতে এই সফটওয়্যারটি আলাদাভাবে দেয়া আছে।

বিজয়® ক্লাসিক অভিধান ইন্সটল করার জন্য আপনি বিজয়® -এর একুশে/একাত্তর সিডি/ডিভিডি থেকে বিজয়® ক্লাসিক অভিধান ফোল্ডারটি বের করুন। এরপর এই এ্যাপ্লিকেশনটির সেটআপ ইএক্সইতে ক্লিক করুন। এর ফলে সেট আপটি চালু হবে। প্রথমে যে পর্দা আসবে তাতে নেক্সট ক্লিক করলে লাইসেন্স সংক্রান্ত আরো একটি পর্দা আসবে। সেটিতে একসেপ্ট বোতামে ক্লিক করুন। এরপর ক্লাসিক অভিধান ইন্সটল হবে এবং আপনি সেটি ব্যবহার করতে পারবেন। এজন্য আপনাকে প্রোগ্রামস মেনু থেকে ক্লাসিক অভিধান বাছাই করতে হবে।

বিজয়® আনইন্সটল/ রিমোভ

বিজয়® এবং এর সাথে জড়িত সফটওয়্যারগুলো আনইন্সটল করার জন্য আপনি প্রোগ্রামস মেনু থেকে বিজয়® বাছাই করুন। সেখান

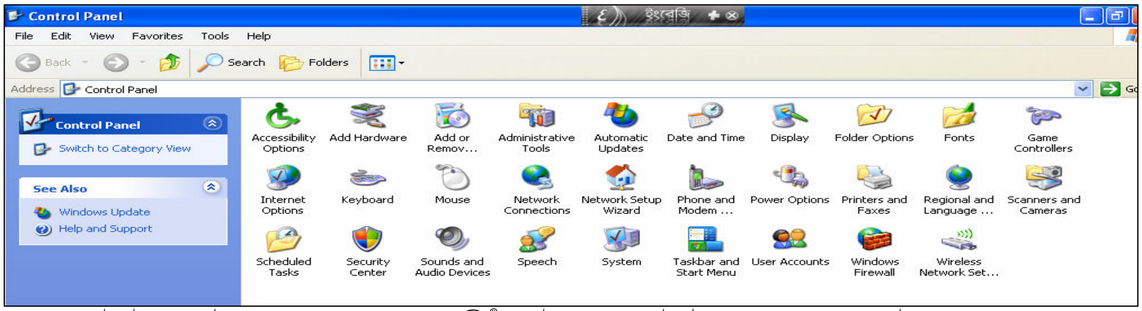

থেকে আনইন্সটল বাছাই করুন। এতে আপনার বিজয়® সফটওয়্যার আনইন্সটল হবে। এছাড়া কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এ্যাড রিমোভ প্রোগ্রামস বাছাই করে সেখান থেকে বিজয়® আনইন্সটল করতে পারবেন। এখান থেকে আপনি বিজয়® টাইপ টিউটর, বিজয়® ক্লাসিক কনভার্টার, বিজয়® ক্লাসিক অভিধান ইত্যাদি সফটওয়্যার রিমোভ/আন ইন্সটল করতে পারবেন। তবে এই সফটওয়্যারের ফন্টসগুলো ফন্টস ফোল্ডারে থেকেই যাবে। আপনাকে ঐ ফোল্ডার থেকে নিজে বাছাই করে ফন্টসগুলো ডিলিট করতে হবে। আপনি অপারেটিং সিস্টেম-এর সার্চ কমান্ড দিয়ে ফন্টসগুলো এমজে/ওএমজে, একাত্তরএমজে ইত্যাদি হিসেবে একত্রিত করে ডিলিট করতে পারেন। আমার নিজের কাছে পরের পদ্ধতিটি সহজতর মনে হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: বিজয়® ব্যবহার

আপনি যদি বিজয়® এর সাথে পরিচিত হয়ে থাকেন তবে বিজয়® এর ক্লাসিক অপশনটি ব্যবহার করার জন্য তেমন আলাদা কিছু করতেই হবেনা। বিজয়® **বাংলা সফটওয়্যার** ইন্সটল হবার পর আপনার সামনে স্টার্ট আপ স্ক্রীন আসার পরই একটি মেনু বার আসবে। এই মেনুবারটিতে বাংলা বিজয়® **বায়ান্নো/একুশে/একাত্তর** লেখা থাকবে। কম্পিউটার অন করার সাথে সাথে এটি ইংরেজীতে ডিফল্ট থাকবে।

* আপনি যদি বিজয়® বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলা টাইপ করতে চান তবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ওপেন অফিস বা কম্পিউটারে লেখা যায় এমন কোন এপ্লিকেশন ওপেন করুন। আপনি অন্যান্য কাজেও বিজয়® ব্যবহার করতে পারবেন। গ্রাফিক্স (যেমন ফটোশপ, ইলাসট্রেটর সিএস, পেজ মেক আপ (যেমন ইনডিজাইন সিএস, ভিডিও এডিটিং (যেমন প্রিমিয়ার প্রো), ডাটাবেজ (যেমন একসেস, এসকিউএল, ওরাকল), ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজয়® ব্যবহার করতে পারবেন।

আপনি নিম্নরূপে বিজয়®-এর বিভিন্ন অপশন বাছাই করতে পারবেন।

কীবোর্ড/ অপশনের নাম	কীবোর্ড কমান্ড	ফন্ট এর শেষাক্ষর	ফন্ট
ক্লাসিক মোডে বিজয়® কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য	ctrl+alt+b	MJ	SutonnyMJ
ইউনিকোড ৫.২ মোডে বিজয়® কীবোর্ড ব্যবহার	ctrl+alt+v	OMJ	SutonnyOMJ
ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড মোডে বিজয়® স্ট্যান্ডাড কীবোর্ড ব্যবহার	ctrl+alt+o	OMJ	SutonnyOMJ
একাত্তর এনকোডিং-এ বিজয়® কীবোর্ড ব্যবহার	ctrl+alt+e	MJ	Sutonny71MJ

স্মরণ করতে পারবেন যে, এখানে যেসব কমান্ড দেয়া আছে সেগুলো পরিবর্তন করা যেতে পারে।

এবার আপনার সামনে লেখালেখির জন্য অনেকগুলো পথ খোলা থাকবে। এর সাথে থাকবে ডাটা কনভার্ট করার কনভার্টার এবং অভিধান ব্যবহার করার সুযোগ।

বিজয়® এর ক্লাসিক মোড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। ক্লাসিক মোড মানে হচ্ছে কম্পিউটারের আসকি কোড ব্যবহার করে আমরা ১৯৮৮ সালে যে বাংলা ভাষা প্রচলন করেছিলাম তার ঐতিহ্যবাহী ধারা। ১৯৯৩ সালে আমরা বিজয়®-এর যে উইন্ডোজ সংস্করণটি প্রকাশ করি তার পরিমার্জিত এনকোডিং হলো বিজয়® ক্লাসিক-এর। এই মোডে কাজ করার জন্য কীবোর্ড দিয়ে Ctrl+Alt+b টাইপ করুন।

এবার SutonnyMJ বা নামের শেষে MJ আছে এমন অন্য কোন ফন্ট বাছাই করুন।

* এবার বিজয়® কীবোর্ড অনুসারে টাইপ করুন। আপনি বাজারে বিজয়® কীবোর্ড লেআউট মুদ্রিত কীবোর্ড পাবেন। তবে বিজয়® কীবোর্ড লেআউট মুদ্রিত নয়, এমন অন্যান্য কীবোর্ড দিয়েও আপনি বিজয়® বা অন্য কোন কীবোর্ড লেআউট অনুসারে বাংলা লিখতে পারবেন।

* বাংলা লেখা শুরু করার পর আপনি যদি আবার বিজয়® কীবোর্ড অনুসারে বাংলা টাইপ করার পাশাপাশি ইংরেজী টাইপ করতে চান তবে আবার Ctrl+Alt+b টাইপ করুন এবং নামের শেষে এমজে নেই, এমন (ইংরেজী) ফন্ট বাছাই করুন।

আপনি যদি ইউনিকোড পদ্ধতিতে টাইপ করতে চান তবে Ctrl+Alt+v টাইপ করুন। ইউনিকোড অপশন ব্যবহার করার জন্য নামের শেষে OMJ আছে এমন ফন্ট বাছাই করুন। আপনি Ctrl+Alt+o টাইপ করে SutonnyOMJ ফন্ট দিয়ে BDS 1520:2011 মানে ইউনিকোড লিখতে পারবেন।

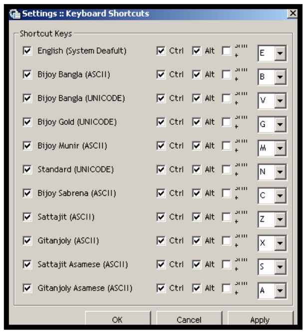

বিজয়®-এর বায়ান্নো, একুশে এবং একাত্তর সংস্করণে ক্লাসিক এবং ইউনিকোড উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তবে একাত্তর পদ্ধতি কেবলামত্র বিজয় একাত্তর এ পাওয়া যায়।

<u>**মুনির কীবোর্ড:**</u> **বিজয়® একুশে এবং বিজয়® একাত্তর** -এর ক্লাসিক মোডে আপনি মুনীর কীবোর্ড ব্যবহার করতে পারেন। এজন্য আপনাকে Ctrl+Alt+m টাইপ করতে হবে। মুনীর কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য আপনাকে SutonnyMJ বা নামের শেষে MJ আছে এমন অন্য কোন ফন্ট বাছাই করতে হবে।

বিজয়® কীবোর্ড দিয়ে যুক্তাক্ষর তৈরী করতে ইংরেজী জি এবং মুনীর কীবোর্ড দিয়ে যুক্তাক্ষর তৈরী করতে \ (ব্যাক স্লাশ) ব্যবহার করতে হবে। মুনীর কীবোর্ড যেভাবে টাইপরাইটারে ব্যবহৃত হয় সেটিও আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

কীবোর্ড কমান্ড পরিবর্তন

বিজয়® একুশে/একাত্তর এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, এই সংস্করণটিতে কীবোর্ড কমান্ড ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা যায়। আপনি বিজয়®-বার এর ইংরেজী ও বোতামে ক্লিক করলে সেটিংস নামে একটি অপশন পাবেন। এই সেটিংসটি বাছাই করা হলে আপনি একটি সংলাপ ঘর পাবেন। এই সংলাপ ঘরে বিদ্যমান কীবোর্ড-কমান্ডগুলো দেয়া থাকবে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, এতে তিনটি সারি আছে। একটিতে সিটিআরএল, পরেরটিতে এএলটি এবং তার পরেরটিতে শিফট লেখা আছে। আমরা সকল কীবোর্ড কমান্ডকেই সিটিআরএল এবং এএলটি সহযোগে তৈরী করেছি। আপনি ইচ্ছে করলে এই তিনটির যেকোন কম্বিনেশন ব্যবহার করে কীবোর্ড কমান্ড তৈরী করতে পারবেন। অন্যদিকে বর্ণের ঘরে বিদ্যমান বর্ণ পাল্টাতে পারবেন এবং বর্ণ বা কমান্ড বাছাই করতে পারবেন।

বিজয়® কনভার্টার ব্যবহার

মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এই সফটওয়্যারের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনভার্টার ইন্সটল হবে। এর ফলে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড

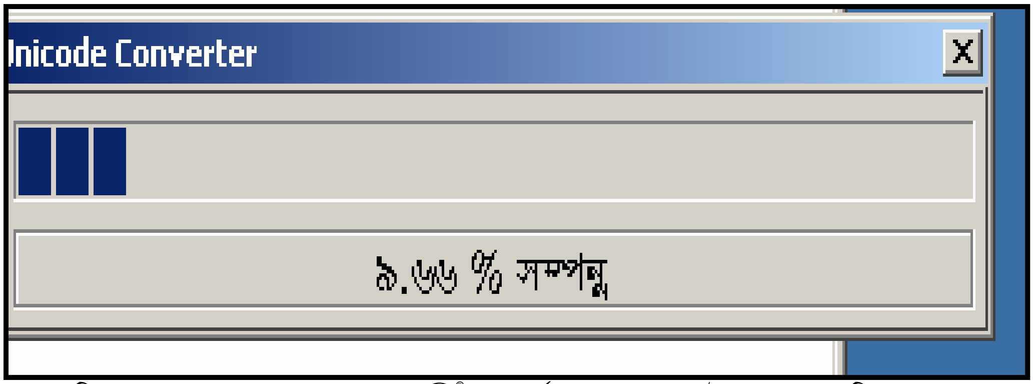

২০০৩ এ একটি নতুন মেনু যোগ হবে যার নাম হবে বিজয়®। ওয়ার্ড ২০০৭-এর এড ইনস মেনুতে এটি পাওয়া যাবে। সেখানে ক্লিক করলে আপনি কনভার্টারগুলো পাবেন।

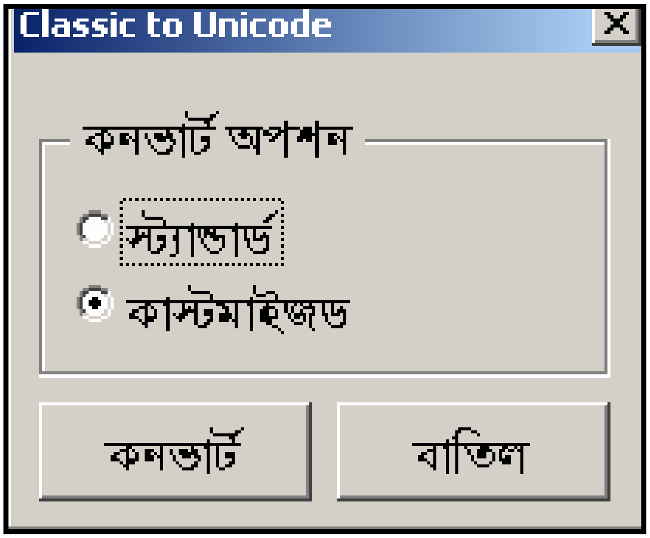

ডকুমেন্ট কনভার্ট করার জন্য আপনি ওয়ার্ডে (২০০৩ বা ২০০৭) সেই ডকুমেন্টটি খুলবেন। ঐ সময়ে অন্য কোন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট খুলবেননা বা খোলা রাখবেন না। এরপর আপনি মেনু থেকে আপনার পছন্দমতো কনভার্টারটি বাছাই করবেন। লক্ষ্য করবেন, কমান্ড দেবার পর মুহূর্তের মাঝেই আপনি অপারেশন কমপ্লিট নামের একটি সংলাপ ঘর পাবেন। এর অর্থ দাড়াবে যে কনভার্টার আপনার ডকুমেন্ট কনভার্ট করে ফেলেছে। একটু বড় ডকুমেন্ট হলে সময় একটু বেশী লাগতে পারে। এবার আপনি সেই সংলাপ ঘরে ওকে করলেই আপনার সামনে কনভার্ট করা ডকুমেন্টটি প্রকাশিত হবে।

ইউনিকোড কাস্টম ওখানে ডিফল্ট হিসেবে থাকে। সেটি ইউনিকোড মান থেকে ভিন্ন। র‍্য এর জন্য ওখানে একটি ভিন্ন কোড ব্যবহার করা।

বিজয়® এবং ইউনিকোড-এর ফাইল কনভার্ট

বাংলা ডাটা কনভার্ট করার সময় একটি বিষয় আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যে, কোন সময়ে ইউনিকোড এবং বিজয়®-এর কোন ডকুমেন্টকে কিভাবে কনভার্ট করা হবে। বিজয়®-এর পুরানো ফাইল থেকে ক্লাসিক এবং ক্লাসিক থেকে ইউনিকোড বা ইউনিকোড থেকে ক্লাসিক মোডে কনভার্ট করা হবে কিনা এবং তার জন্য কোন কনভার্টার ব্যবহার করতে হবে সেটি বোঝার প্রয়োজন হতে পারে। আমরা নীচে এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি।

প্রথমত আপনি যদি বিজয় ছাড়া অন্য কোন বাংলা সফটওয়্যার যেমন প্রশিকা, প্রবর্তন, নকশি ইত্যাদি থেকে ডাটা বিজয় ক্লাসিক-এ আনতে চান তবে সরাসরি আমাদের সংশ্লিষ্ট কনভার্টার বাছাই করুন। ঐসব সফটওয়্যারের ফাইলটি খুলুন এবং সংশ্লিষ্ট কনভার্টার কমান্ড দিন। ভালো হয় যদি আপনি ঐ সফটওয়্যারের ফন্ট ইন্সটল করে নেন। এর ফলে আপনি স্বাভাবিকভাবেই কনভার্ট করা ছাড়াই ঐ সফটওয়্যারের ফাইল পড়তে পারবেন। এরপর বিজয় ক্লাসিকে ফাইল কনভার্ট হলে সেটি আপনি ওয়ার্ডে পড়তে পারবেন।

দ্বিতীয়ত বিজয়-এর পুরানো ফাইল যেমন ৩.০ এবং ৪.০ একই কোড ব্যবহার করলেও ৩.০ ব্যবহার করে পোস্টস্ক্রিপ্ট ফন্ট এবং ৪.০ ব্যবহার করে ট্রুটাইপ ফন্ট। একই কোড হওয়া স্বত্ত্বেও এই দুই ধরনের ফাইল কনভার্ট করার জন্য আলাদা কনভার্টার ব্যবহার করতে হয়। বিজয় কনভার্টার, বিজয় ৪.০/লেখনীর ফাইল কনভার্ট করতে পারে। ৩.০ এর ফাইল কনভার্ট করার জন্য আপনি বিজয় ক্লাসিক কনভার্টার ব্যবহার করুন। এটি নির্ণয় করা একটি বিরাট ঝামেলা। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে তেমন পুরানো ফাইল এখন প্রায় খোজেই পাওয়া যায়না। যদি তেমনটি হয় তবে বিজয়-এর ক্লাসিক কনভার্টার ব্যবহার করুন। বিজয়-এর ক্লাসিক কনভার্টারে এমন আলাদা কনভার্টার রয়েছে। একটি পোস্টস্ক্রিপ্ট ফন্টের জন্য এবং অন্যটি ট্রুটাইপ ফন্টের জন্য। অন্যদিকে লেখনী ৫.০ এবং বিজয় বা লেখনীর কোড এক নয়। বিজয় ৪.০ (ট্রুটাইপ) এর সাথে লেখনীর পুরানো ফাইল (৫.০) নয় একই কোড ব্যবহার করে।

কিন্তু আপনি এখন সম্ভবত সবচেয়ে বেশী সমস্যায় পড়বেন বিজয় ৯৯/২০০০, ২০০১ এবং ২০০৩/২০০৪ ফাইলকে বিজয় ক্লাসিকে রূপান্তর করা নিয়ে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এটি পুরানো বিজয়-এর ফন্ট থেকে চেনা যায়না। **বিজয় এর নতুন** ফন্ট ব্যবহার করলে আপনি এটি বেশ সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন। কারণ বিজয়-এর নতুন ফন্টে পুরানো বর্ণগুলো বদলে যায়। আপনি হয়তো দেখবেন যে ন্ত, ক্ষ, ল্ল ইত্যাদি অন্য বর্ণ হয়ে গেছে। অন্যদিকে **বিজয় একুশে** কনভার্টারে যেহেতু দুটি কনভার্টার আছে সেহেতু আপনি এই দুটি কনভার্টার ব্যবহার করতে পারেন। বিজয় ৯৯/২০০০/২০০১ থেকে ক্লাসিকে কনভার্ট করার জন্য লেখনী থেকে বিজয় ক্লাসিক কনভার্টারটি ব্যবহৃত হতে পারে।

অন্যদিকে বিজয় ২০০৩ থেকে বিজয় ক্লাসিক এ কনভার্ট করার জন্য আপনি বিজয় ২০০৩ থেকে বিজয় ক্লাসিক কনভার্টার ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি যদি বিজয়/লেখনীর কোন পুরানো ফাইল ইউনিকোডে রূপান্তর করতে চান বা প্রশিকা, প্রবর্তন, নকশির কোন ফাইল ইউনিকোডে রূপান্তর করতে চান তবে আপনি প্রথমে সেইসব ডাটাকে বিজয় ক্লাসিক ডাটায় রূপান্তর করুন। এরপর ইউনিকোড কনভার্টার দিয়ে সেইসব ডাটাকে ইউনিকোড ডাটায় রূপান্তর করুন। মনে রাখবেন, আমাদের ইউনিকোড কনভার্টার ক্লাসিক ডাটাকে ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড এবং ইউনিকোড কাস্টমাইজড এই দুটি অপশনে রূপান্তর করা যায়। আপনি যখন বিজয় ক্লাসিক থেকে ইউনিকোড কনভার্টার ব্যবহার করবেন তখন আপনার সামনে একটি সংলাপ ঘর আসবে যাতে আপনাকে ঠিক করতে হবে যে আপনি কোন অপশনে ডাটা কনভার্ট করতে চান।

ইউনিকোড থেকে ক্লাসিক কনর্ভাট করা

'Start Menu' থেকে 'All Program' এ Click করুন। তারপর 'Unicode to Classic Converter' বাছাই করুন। Click করার পর Convert 'Unicode to Classic' নামে একটি Window আসবে। Select File Button এ Click করুন। Click করার পর যে Window টি আসবে সেখান থেকে Browse করে আপনার নির্ধারিত Unicode এর Document File টি বাছাই করুন। তারপর Open Button এ Click করার পর আপনার Unicode file টি Classic এ Convert হওয়া শুরু করবে।

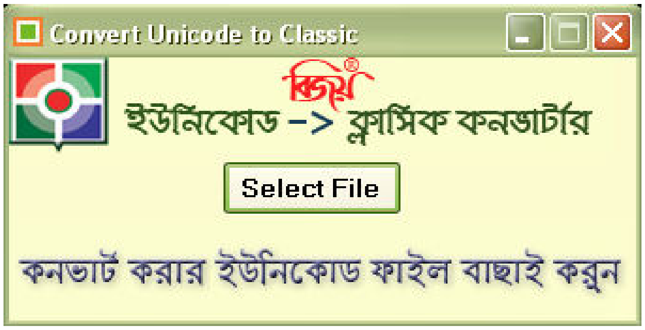

Classic G Convert হওয়া Document File টি Microsoft Word এ উপস্থাপিত হবে। এবার আপনার Document file টি Save করুন।

Save দেয়ার জন্য File Manu থেকে Save as এ Click করুন। যে Window টি আসবে তার নিচের দিকে Save as type থেকে Word Document (*.doc) বাছাই করুন। File Name এ আপনার ইচ্ছামত একটি নাম দিন। তারপর Save Button এ Click করুন।

বিজয়® ক্লাসিক কনভার্টার-এর ব্যবহার

আপনি যদি বিজয়® ক্লাসিক কনভার্টার ব্যবহার করতে চান তবে প্রথমেই যে ফাইল কনভার্ট করবেন তাকে টেক্সট (.গীঃ) ফরমাটে সেভ এজ করে নামের সাথে .txt যোগ করুন। তা না হলে আপনার সেভ এজ করা ফাইলটিকে কনভার্টার নাও চিনতে পারে। মেকিন্টোস কম্পিউটার থেকে যদি আপনি কোন ফাইল কনভার্ট করার জন্য আনেন তবে সেই ডকুমেন্টটিকে অবশ্যই টেক্সট ফরমাটে সেভ এজ করে সেটি খুলে দেখবেন যে তার মাঝে ডাটা (তখন এলামেলো দেখাবে) আছে কিনা। ক্লাসিক কনভার্টার ব্যবহার করতে হলে উইন্ডোজের ফাইলও টেক্সট ফরমাটে সেভ এজ করতে হবে। এরপর আপনার সামনে একটি সংলাপ ঘর আসবে। এরপর প্রোগ্রামস মেনু থেকে থেকে বিজয়® বাছাই করে সেখান থেকে ক্লাসিক কনভার্টার বাছাই করুন। সেখান থেকে "কোন ফাইল কনভার্ট করবেন" সেই বোতামটি বাছাই করুন। এবার আপনার সামনে আরো একটি সংলাপ ঘর আসবে। এই সংলাপ ঘরে রয়েছে মোট ৮টি কনভার্টার। তবে বিজয়® এর সাথে কনভার্টার যুক্ত হবার ফলে এই কনভার্টারিট ব্যবহার করার যৌক্তিকতা অনেকটাই কমে গেছে। যেমন প্রশিকা থেকে বিজয়®, নকশি থেকে বিজয়®, প্রবর্তন থেকে বিজয়®, লেখনী/বিজয়® ৪.০ থেকে বিজয়® বা বিজয়® ২০০৩ থেকে বিজয়® ক্লাসিক কনভার্টার এখন ইউনিকোড কনভার্টারের সাথেই দেয়া হয়েছে। ইউনিকোড কনভার্টার খুব সহজভাবে ডকুমেন্টকে ওয়ার্ডের ফাইল হিসবে রেখেই কনভার্ট করে। এর ফলে ডকুমেন্টের ওয়ার্ড ফরমাটিং নষ্ট হয়না। কিন্তু ক্লাসিক কনভার্টারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে এটি ওয়ার্ড ফাইলকে ফরমাট রেখে কনভার্ট করতে পারেনা। এমতাবস্থায় এর ফরমাটিং নষ্ট হয়ে যায়। তবে যেহেতু ম্যাক ও.এস ৯ থেকে পিসি কনভার্টারটি অন্য কোথাও নেই সেহেতু সেটির জন্য এই কনভার্টারটি ব্যবহার করা যায়। এইসব কনভার্টারের মাঝে আপনি যে কনভার্টারটি ব্যবহার করবেন তার বাম পাশের বক্সে ক্লিক করুন। তখন আপনার সামনে ফাইল বাছাই করার অপশন আসবে। এবার ফাইলটি বাছাই করুন। মুহূর্তের মাঝেই আপনার ফাইলটি কনভার্ট হয়ে যাবে।

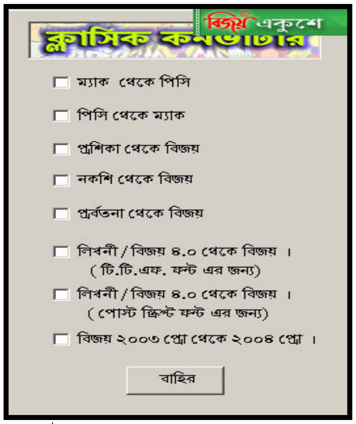

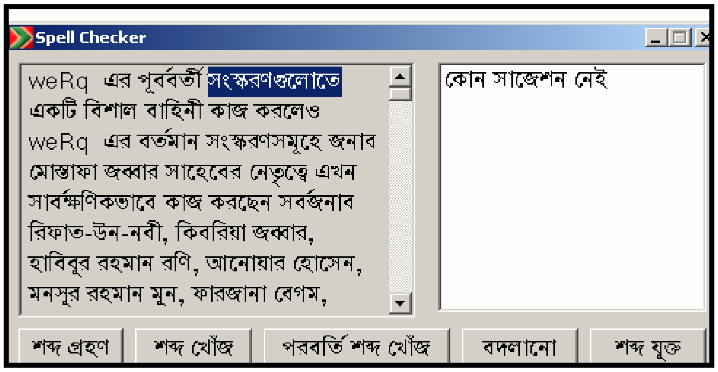

বিজয়® এর বানান শুদ্ধিকরণ

কম্পিউটারে বাংলা লেখালেখির সময় বানান শুদ্ধ করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইংরেজীতে বানান শুদ্ধ করার পাশাপাশি ব্যাকরণ পরীক্ষা করার সুযোগও পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলায় এই বিষয়টি তেমনভাবে আগে বাড়েনি। আমরা এজন্য কম্পিউটারে যারা বাংলা লেখালেখি করেন তাদেরকে সতর্ক করতে পারি যে এ ধরনের অভিধান বা স্পেলচেকারের উপর পুরোপুরি নির্ভর করার সময় এখনো হয়নি। আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে সম্ভবত অনেক বেশী কাজ করতে হবে। তবে আমরা একেবারে কিছুই করিনি সেটি নয়। বিজয়® এর সাথে আমাদের বানান শুদ্ধ করার সফটওয়্যার রয়েছে। বিজয়® ক্লাসিক অভিধান বিজয়®-এর ক্লাসিক

কোড এর সাথে কাজ করে। এটি আলাদাভাবে ইন্সটল করার পর প্রোগ্রামস মেনু থেকে ওপেন করে ক্লাসিক ডকুমেন্টে ব্যবহার করতে হবে।

এরপর প্রোগ্রামস মেনুর বিজয় ফোল্ডার থেকে স্পেল চেকারটি খুলুন। এবার আপনি আপনার সামনে যে সংলাপ ঘরটি পেলেন সেখান থেকে "শব্দ খোজ" কমান্ড দিন। এরপর স্পেলচেকারটি আপনাকে ভুল শব্দ এবং তার সাজেশন প্রদান করবে। আপনি সেই সময়ে শব্দটিকে ভুল মনে করলে তা বদলানো কমান্ড দিয়ে বদলাতে পারেন। এরপর আপনি পরের শব্দ খোজতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে অভিধানে নতুন শব্দ যোগও করতে পারেন।

বিজয় টাইপ টিউটর ব্যবহার

কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করতে জানার কাজটাকে অনকেই খুবই কঠিন বলে মনে করেন। এই কঠিন কাজটিকে সহজ করার জন্য এবং খুব সহজেই বাংলা টাইপ করতে শেখার জন্য আমরা একটি টাইপিং মেখার সফটওয়্যার তৈরী করেছি। বিজয় টাইপ টিউটর নামের এই সফটওয়্যারটি বিজয় একুশে -এর সাথে প্রদান করা হচ্ছে। এই টাইপ টিউটর সফটওয়্যারটি দিয়ে যেকোন নবিশ শিক্ষার্থী বিজয় কীবোর্ড দিয়ে কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করা শিখতে পারেন। টাইপ করতে শেখা শরু করার আগে আপনি কিভাবে বাংলা যুক্তাক্ষর তৈরী হয় সেটি জানুন। আমাদের বেশীর ভাগ মানুষ অনেকগুলো বাংলা যুক্তাক্ষর কেমন করে তৈরী হয় সেটি জানেননা। বিজয় কীবোর্ড বাংলা যুক্তক্ষর তৈরীর নিয়ম মেনে চলে। ফলে সেটি যুক্তাক্ষর সহজেই তৈরী করতে পারে। বিজয় টাইপ টিউটর চালাবার জন্য আপনাকে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা ফায়ারফক্স ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করতে হবে।

সঠিকভাবে বাংলা টাইপ পরীক্ষা

আপনি সঠিকভাবে বাংলা টাইপ করা শেখা হলো কিনা সে বিষয়ে যদি নিশ্চিত হতে চান তবে নীচের শব্দগুলো টাইপ করুন। এই শব্দগুলোতে প্রয়োজনীয় সকল যুক্তাক্ষর ও সিকুয়েন্স রয়েছে।

অনুরোধ, আগ্রহ, কাগজ, ইচ্ছা, ডিস্ক, ঈদ, নদী, উপহার, পুরোপুরি, ঊষা, দূত, ঋষি, বৃত্তি, একতা, কেবল, অনেক, ঐতিহাসিক, বৈঠা, অবৈধ, ওঝা, কোমল, ঔষধ, কৌশল, কম্পিউটার, হুক্কা, অক্ত্র, বক্লা, ক্রেরাত, রুক্মিণী, বাক্য, বক্র, ক্লেশ, পরীক্ষা, বাক্স, রক্ত, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, খড়, মুখ্য, গম, গুহা, বাগ্দি, মুগ্ধ, ভগ্ন,

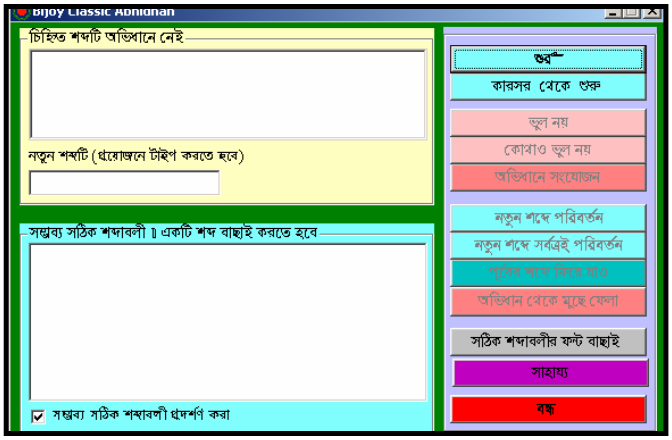

বাগ্মী, ভাগ্য, গ্রহণ, গ্লাণি, গ্রুপ, ঘর, বিঘ্ন, শীঘ্র, ব্যাঙ, অঙ্ক, শঙ্খ, সঙ্গীত, সজ্ঘ, বাঙ্ময়, সঙ্ক্রামক, সাঙ্ঘ্রশি, আকাঙ্ক্ষা, চর, বাচ্য, উচ্চারণ, তুচ্ছ, যাচঞা, উচ্ছ্বল, ছাতি, কৃচ্ছ্রতা, জমি, লজ্জা, কুজ্ঝটিকা, জ্ঞান, জ্বর, রাজ্য, বজ্র, উজ্জ্বল, মিঞা, চঞ্চল, বাঞ্ছা, অঞ্জলী, নির্ঝঞ্ঝাট, টাকা, চট্টগ্রাম, টাট্টু, খট্বা, কুট্মল, নাট্য, ট্রলার, হেট্রিক, ঠান্ডা, পাঠ্য, ডালডা, আড্ডা, ড্রয়ার, জাড্য, ঢাকা, ধনাঢ্য, রণ, ঘণ্টা, উৎকণ্ঠা, খণ্ড, বিষণ্ন, অণ্বয়, পুণ্য, পুণ্ড্র, তোতা, উত্তম, উত্থান, রত্ন, রাজত্ব, আত্মা, নিত্য, তত্ত্ব, মিত্র, শত্রু, থাকা, পৃথ্বী, তথ্য, দাদা, উদ্গার, উদ্ঘাটন, উদ্দীপন, বুদ্ধি, উদ্ভব, দ্বার, পদ্ম, অদ্য, সদ্‌গুণ, উদ্ভ্রান্ত্র, দ্রুত, বিদ্রূপ, ধান, ধ্বনি, আধ্মান, ধ্যান, ধ্রিয়মান, ধ্রুব, ধ্রূপদ, নদী, প্রেসিডেন্ট, আন্ডার, ইউনিভার্সিটি, দুর্যোগের, বিদ্যুৎ, স্কিম, আর্জেটিনা, জার্মেইন, দুর্বিপাকে, সার্টিফিকেট, কমার্সের, সামন্ততান্ত্রিক, র‍্যাব, র‍্যাপিড, সৌন্দর্যে, দন্ত, মন্থন, আনন্দ, অন্ধ, অন্ন, তন্বী, জন্ম, অন্য, কন্ট্রা, এন্ড্রু, মন্ত্র, সন্দীপ, চন্দ্র, অন্ধ্র, আপনার, দীপ্তি, কপ্টার, গপ্প, প্লাবন, স্বপ্ন, প্রাপ্য, প্রাণ, প্রুফ, ফুল, ফ্রাইডে, ফ্লাগ, বন, কব্জা, ব্লাড, শব্দ, লব্ধ, আব্বা, নব্য, ব্রাদার, ভরা, লভ্য, ভ্রমণ, ভ্রু, ভ্রূণ, ভ্লাদিমির, মন, ম্লান, সম্পদ, লম্ফ, কম্বল, আরম্ভ, সম্মত, রম্য, সম্রাট, কম্প্লেইন, সম্ভ্রম, যদি, শয্যা, রাত, রুটি, রূপ, লতা, উল্কা, বল্গা, অল্প, আল্ফা, বিল্ব, গুল্ম, বাল্য, পল্লব, গাল্ফ্রা, শত, শুক্রবার, বিশ্রাম, শ্লাঘা, নিশ্চয়, শিশ্ন, বিশ্ব, শ্মশান, অবশ্য, শুশ্রু, শুশ্রূষা, ষাড়, শুষ্ক, কষ্ট, কনিষ্ঠ, পুষ্প, নিষ্ফল, তেজস্ক্রিয়, রাষ্ট্র, কৃষ্ণ, গ্রীষ্ম, সাত, নস্য, স্রোত, তস্কর, স্খলন, হস্ত, সুস্থ, পরস্পর, স্ফীত, অস্ত্র, রান, স্বভাব, ভস্ম, স্ক্রু, স্প্লাইন, হাতি, বহ্ন, হৃদয়, অপরাহ্ণ, চিহ্ন, পরিবর্তে, কার্লোস, যুগলমূর্তির, নিখোঁজ, মুহূর্তে, এনার্জি, অর্থে, মার্টি, কর্নেল, পূর্বে, কোর্টের, নির্মিত, ভর্তি, বার্ষিক, গার্মেন্ট, মার্কেট, আহ্বান, ব্রাহ্মণ, সহ্য, হ্রদ, আহ্লাদ, বড়, অনঢ়, আয়, চিৎ, রং, অথঃ, চাঁদ, আগ্‌ফা, প্রপার্টি, নির্দেশ, গার্টেন, বর্ষে, ভর্তিকে, আটিলারি, সম্মেলনে, পিঁড়িতে, ইয়ার্ডের, নির্দিষ্ট, বর্ষপূর্তিতে, গণতন্ত্রের, নির্দেশিত, ঠুঁটো, রিপোর্টে, জনস্বার্থে।

বিজয়® কীবোর্ড-এ টাইপ করার সহজ নিয়মাবলী

বিজয়® কীবোর্ড তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে যাতে সহজেই সকল বাংলা অক্ষর তৈরি করা যায়। বিভিন্ন অপশনে বিজয়® কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন কীবোর্ড কমান্ড ব্যবহার করতে হয়। বিজয়® একুশে -এর উইন্ডোজ বা ম্যাক সংস্করণ চালু হবার পর এর ডিফল্ট কীবোর্ড থাকে ইংরেজী। যখনই উইন্ডোজ সংস্করণে ইংরেজী থেকে বাংলা বা অসমিয়া টাইপ করতে হয় তখন কীবোর্ড কমান্ড দিয়ে বদল করতে হয়। যেমন ইংরেজী থেকে ক্লাসিক বিজয়® এর জন্য কন্ট্রোল অলটার বি, ইংরেজী থেকে একাত্তর ঈঃৎষ+অষঃ+ব ইংরেজী থেকে ইউনিকোড বিজয়®-এর জন্য কন্ট্রোল অলটার ভি বা ও ব্যবহার করতে হয়।

একইভাবে এসব কীবোর্ড থেকে ইংরেজীতে ফিরে আসতে হলে একই কীবোর্ড কমান্ড ব্যবহার করতে হয়। যেমন ক্লাসিক বিজয়® থেকে ইংরেজীতে যেতে আবার কন্ট্রোল অলটার বি, একাত্তর বিজয়® থেকে ইংরেজীতে যেতে কন্ট্রোল অলটার ই, এবং ইউনিকোড বিজয়® থেকে ইংরেজীতে যেতে কন্ট্রোল অলটার ভি বা ও ব্যবহার করতে হয়।

মনে রাখবেন, শুধুমাত্র কীবোর্ড বদল করলেই সঠিকভাবে বাংলা লেখা হবেনা। এজন্য সঠিক ফন্টও ব্যবহার করতে হবে।

১. কম্পিউটারে কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য সাধারণত দুটি হাতের দশটি আঙ্গুলই ব্যবহার করা হয়। প্রথমে ইংরেজি টাইপ করার নিয়ম অনুযায়ী দুই হাতের আঙ্গুলগুলি যথাস্থানে রাখতে হবে। মনে রাখা ভালো, বাম হাতের আঙ্গুলগুলিতে প্রধানত স্বরচিহ্নগুলো (দুটি স্বরবর্ণসহ) থাকবে। ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে থাকবে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো।

২. বিজয়® কীবোর্ডে যেখানে সম্ভব অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ জোড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- অ-া, ি-ী, ে-ৈ, ও-ৌ, ক-খ, গ-ঘ, চ-ছ, জ-ঝ, ট-ঠ, ড-ঢ, ত-থ, দ-ধ, প-ফ, ব-ভ, ড়-ঢ়। এসব বর্ণের বিন্যাস হলো এমন যে, অল্পপ্রাণ অক্ষরগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ও মহাপ্রাণ অক্ষরগুলো শিফট অবস্থায় থাকবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ণ-ন, ষ-স) ব্যতিক্রমও আছে। এছাড়া ৃ-ঁ, অ-া, ্-য, র-ল, ম-শ, ইত্যাদি জোড়াগুলোও একই বোতামে স্বাভাবিক ও শিফট অবস্থায় রয়েছে।

৩। ইংরেজি জি বোতামটিকে রূপান্তর বোতাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বোতামটির সাহায্যে স্বরচিহ্নকে স্বরবর্ণে এবং ব্যঞ্জনবর্ণকে যুক্তাক্ষরে রূপান্তর করা যায়।

বিজয়® মুনীর কীবোর্ড-এ টাইপ করার সহজ নিয়মাবলী

বিজয়® মুনীর কীবোর্ড কেবলমাত্র ক্লাসিক মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। এটি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে কন্ট্রোল+অলটার+এম কী বোর্ড কমান্ড ব্যবহার করতে হবে। মুনীর কীবোর্ড থেকে ইংরেজীতে ফিরে যাবার জন্য আপনাকে আবার একই কমান্ড (কন্ট্রোল অলটার এম) ব্যবহার করতে হবে। তবে আপনি যদি মুনীর কীবোর্ড থেকে বিজয়® কীবোর্ডে যেতে চান তবে কন্ট্রোল অলটার বি টাইপ করলেই হবে। একইভাবে যদি আপনি সত্যজিত, গীতাঞ্জলি বা বিজয়® থেকে মুনীরে আসতে চান তবে কন্ট্রোল অলটার এম বোতাম চাপবেন।

এটি এমনভাবে প্রস্তুত করা যে আপনি টাইপরাইটারে মুনীর কীবোর্ড যেভাবে ব্যবহার করতে হয় সেভাবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে যেহেতু কম্পিউটারে সুযোগ বেশী আছে, সেহেতু এখানে আপনি কিছু বাড়তি কাজ করতে পারেন। আমরা অপটিমা মুনীর টাইপরাইটারের ডেড কী-টাকে (কম্পিউটারের ব্যাক স্পেস) লিঙ্ক কী হিসেবে ব্যবহার করেছি। এই কীবোর্ড দিয়ে সরাসরি বিজয়®-এর মতো লিঙ্ক ব্যবহার করে বা টাইপরাইটারের মতো ফলা ব্যবহার করে টাইপ করা যায়। লিঙ্ক ব্যবহার

করার সময় বিজয়®-এর মতো মূল বর্ণ (যেমন ব লিঙ্ক ব = ব্ব) এবং লিঙ্ক ব্যবহার করতে হয়। একইভাবে র ফলা, য ফলা, রেফ সরাসরি ব্যবহার করতে হয়।

গীতাঞ্জলি ও সত্যজিত কীবোর্ড-এ টাইপ করার সহজ নিয়মাবলী

গীতাঞ্জলি ও সত্যজিত ভারতের দুটি জনপ্রিয় কীবোর্ড। এই দুটি কীবোর্ড বাংলা লিখতে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি অসমিয়া লিখতেও ব্যবহৃত হয়। ক্লাসিক মোড-এ গীতাঞ্জলি কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য আপনি কন্ট্রোল অলটার জেড এবং সত্যজিত কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য কন্ট্রোল অলটার এক্স ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে যদি গীতাঞ্জলি থেকে ইংরেজীতে যেতে হয় তবে আবার কন্ট্রোল অলটার জেড চাপতে হবে। সত্যজিতের জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য। আপনি যদি সত্যজিত থেকে গীতাঞ্জলি কীবোর্ডে যেতে চান তবে কন্ট্রোল অলটার জেড এবং গীতাঞ্জলি থেকে সত্যজিত-এ যেতে চান তবে কন্ট্রোল অলটার এক্স ব্যবহার করতে হবে।

এই দুটি কীবোর্ড ব্যবহার করার জন্য ইংরেজী ডি বোতামকে লিঙ্ক কী হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। তবে দুটি কীবোর্ডে বর্ণের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। আমরা দুটি কীবোর্ডের ছকই ব্যবহার করেছি। এছাড়াও এই দুটি কীবোর্ডের অসমিয়া সংস্করণকে আলাদাভাবে প্রয়োগ করেছি। কারণ এই দুটি কীবোর্ডের অসমিয়া সংস্করণ বাংলা সংস্করণের চাইতে ভিন্ন। এই কীবোর্ডে র ফলার জন্য হসন্ত র টাইপ করতে হয়। যেমন প্র লিখতে প+্+র টাইপ করতে হবে।

বাংলা গীতাঞ্জলি কীবোর্ড পাবার জন্য আপনি কন্ট্রোল অলটার জেড এবং সত্যজিত কীবোর্ড পাবার জন্য কন্ট্রোল অলটার এক্স কমান্ড দিন।

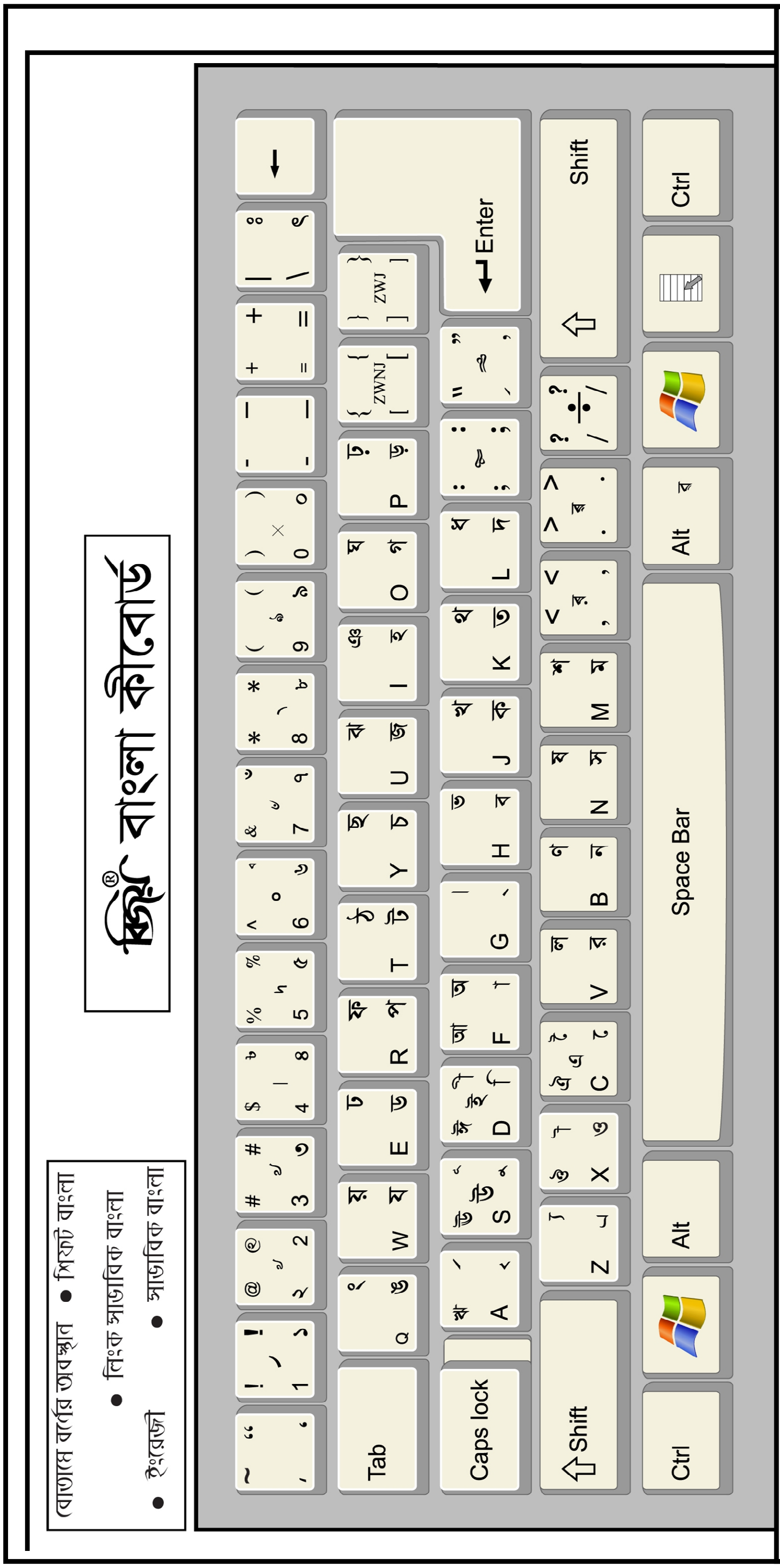

কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য সারা দুনিয়ার সকল বাঙ্গালীর কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে কীবোর্ড তার নাম বিজয়®। কেউ কেউ বলেন, বিজয়®-এর জন্ম না হলে কম্পিউটারে বাংলা লেখার ইতিহাস অন্যরকম হতো। বিজয়® হচ্ছে বাংলার প্রথম কীবোর্ড যাতে সাধারণ ইংরেজী কীবোর্ড ব্যবহার করে বাংলা লেখা যায়, বাংলা বর্ণের কোন বিকৃতি না করে।

বিজয়®-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে। ক্রমাগতভাবে ১৬ বছর ব্যবহৃত হবার পর ইউনিকোড পরিপূর্ণভাবে প্রচলনের স্বার্থে বিজয়®-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। প্রথম সংস্করণের সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে দ্বিতীয় সংস্করণে এমন কিছু নতুন বর্ণ যুক্ত করা হয় যা ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা লেখার জন্য প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতপক্ষে বিজয়®-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পুর্ণ প্রয়োগ করা হয়েছে বিজয়®-এর ইউনিকোড এবং গোল্ড সংস্করণে।

তবে ইউনিকোড সংস্করণ সম্পর্কে যে কথাটি বলা দরকার সেটি হলো, বিজয়® হলো বাংলার জন্য একমাত্র কীবোর্ড যা ইউনিকোড পদ্ধতিতে কাজ করার সময়ও প্রচলিত উপায়ে বাংলা লেখার কোন পরিবর্তন হয়না। অন্যদিকে ইউনিকোডভিত্তিক অন্য সকল কীবোর্ড ব্যবহার করার সময় কিছু কিছু স্বরচিহ্ন যা বর্ণের আগে বসে (যেমন ি, ে, ৈ, ো, ৌ) কিন্তু বর্ণের পরে টাইপ করতে হয়।

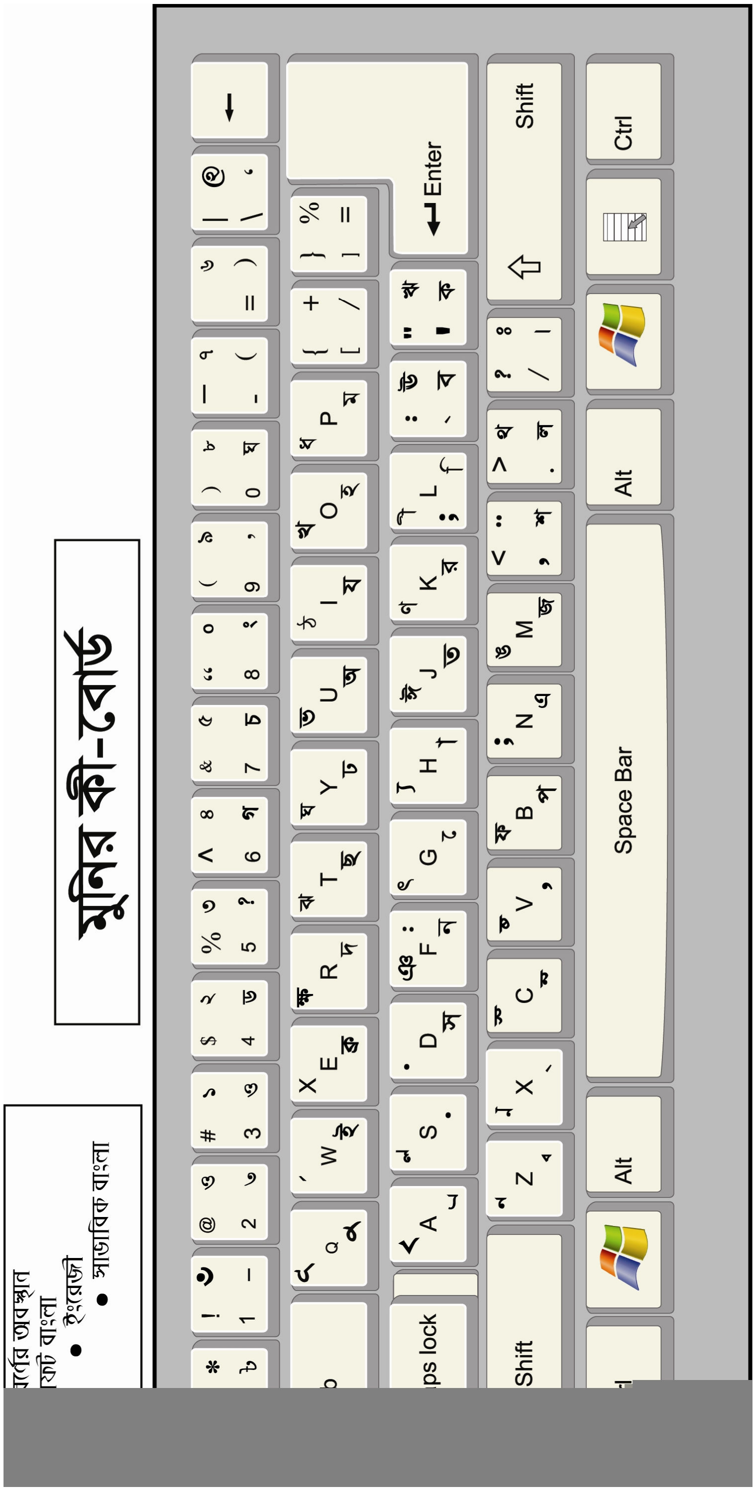

মুনীর কীবোর্ড বাংলাদেশের টাইপরাইটারে প্রচলিত একমাত্র কীবোর্ড। স্বাধীনতা পূর্বকালে শহিদ মুনীর চৌধুরী কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে এই কীবোর্ডটি উদ্ভাবন করেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে পাকিস্তানী ঘাতকরা মুনীর চৌধুরীকে হত্যা করে। স্বাধীনতার পরে সাবেক পূর্ব জার্মানীর অপটিমা নামক একটি টাইপরাইটার কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে এই টাইপরাইটার কীবোর্ডটি একটি টাইপরাইটার যন্ত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে অপটিমা-মুনীর নামের একটি টাইপরাইটার বাংলাদেশে বাজারজাত করা হয়। এই টাইপরাইটারটিই এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় টাইপরাইটার। ১৯৯৩ সালে বিজয়®-এর উইন্ডোজ সংস্করণ বাজারজাত করার সময় টাইপিস্টরা যাতে খুব সহজে কম্পিউটার ব্যবহার করে বাংলা লিখতে পারে, সেজন্য বিজয়®-এর উইন্ডোজ সংস্করণে এটি যুক্ত করা হয়।

এজন্য মুনীর কীবোর্ড-এর কিছু পরিবর্তন করা হয়। বিশেষ করে বিজয়®-এর মতো লিঙ্ক ব্যবহার করার পদ্ধতি যুক্ত করা হয় এতে।

মুনীর কীবোর্ড দিয়ে টাইপরাইটারে যেসব বর্ণ সঠিকভাবে টাইপ করা যেতোনা, কম্পিউটারে লিঙ্ক ব্যবহার করে সেগুলোও সঠিকভাবে অবিকৃত অবস্থায় টাইপ করার ব্যবস্থা করায় টাইপিস্টদের মাঝে এটি ভীষণ জনপ্রিয় হয়।

এই কীবোর্ডে ব্যাক স্লাশ বোতামটিকে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গীতাঞ্জলি কী - বোর্ড

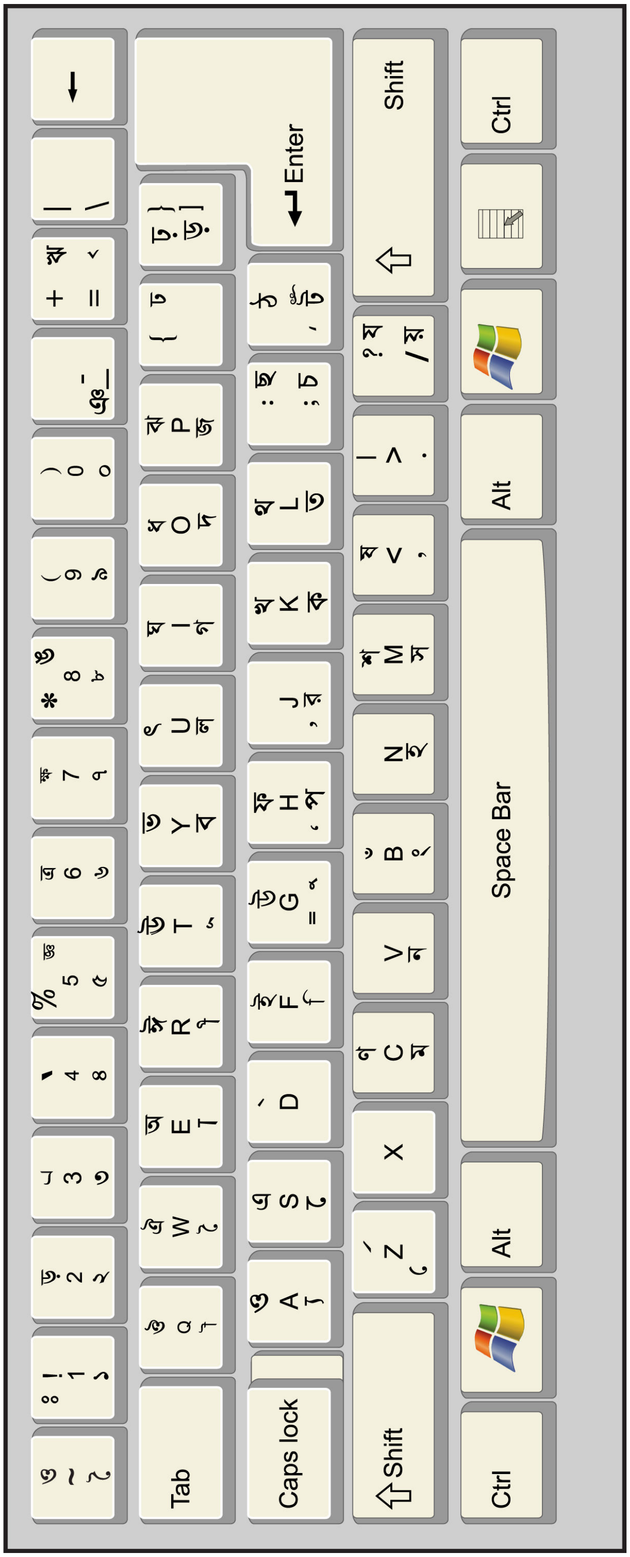

গীতাঞ্জলী কীবোর্ডটি ভারতের আসামে প্রচলিত। এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের গীতাঞ্জলী কীবোর্ড লেআউট হুবহু মিলেনা।

সত্যজিৎ কী-বোর্ড

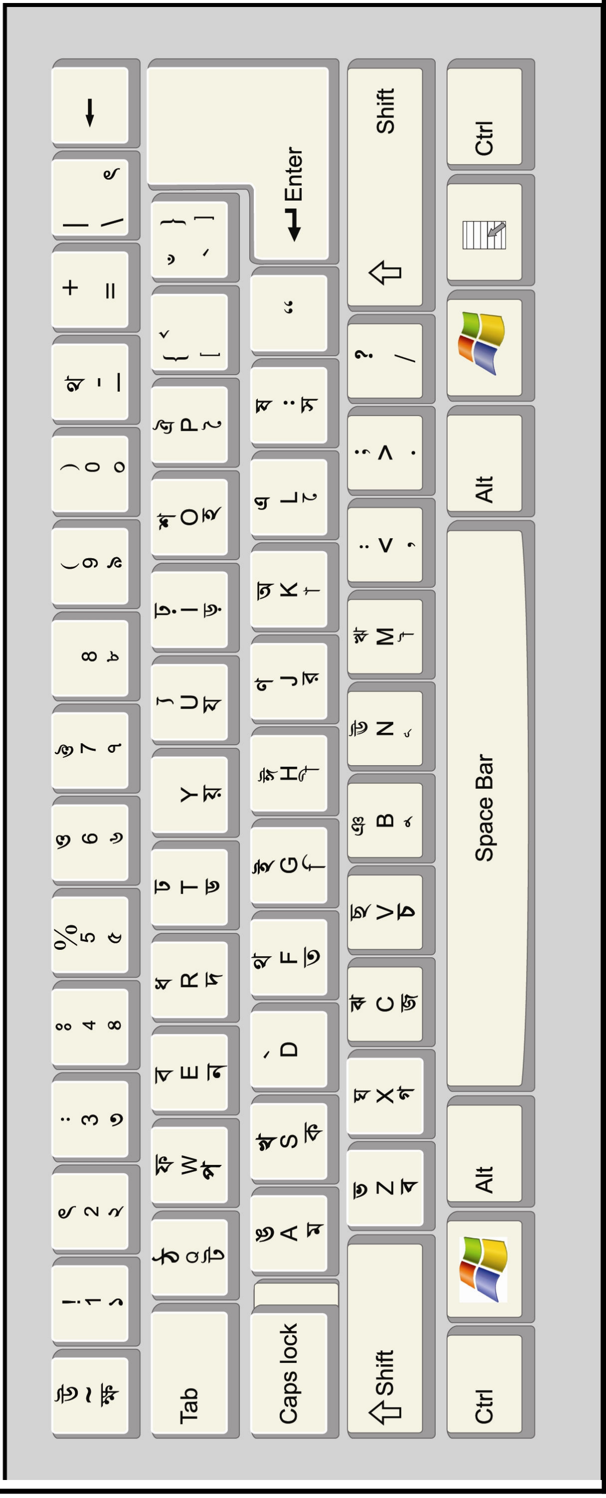

সত্যজিত কীবোর্ডটি ভারতের আসামে প্রচলিত। এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের সত্যজিত কীবোর্ড লেআউট হুবহু মিলেনা।

সত্যজিত অসমিয়া

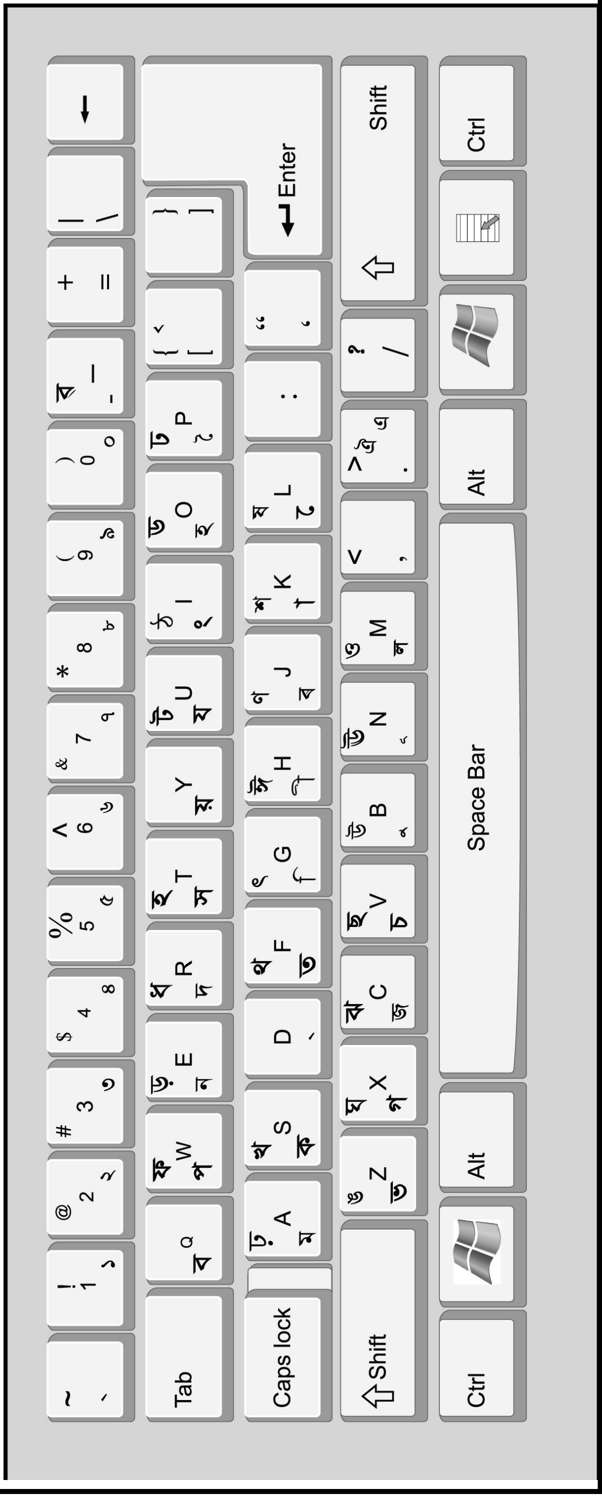

কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত হয় এমন আরেকটি কীবোর্ড হলো সত্যজিত অসমিয়া। এই কীবোর্ডটি কে, কবে, কখন তৈরী করেন সেটি আমরা জানিনা। কিন্তু জনপ্রিয়তার বিচারে এর অবস্থান যথেষ্ট ভালো বলে বিজয়-এর ক্লাসিক মোডে ব্যবহার করার জন্য এটি আমরা বিজয়-এর সাথে যুক্ত করেছি। ইংরজী ডি বোতামটি এখানে লিঙ্ক হিসেবে কাজ করে।

গীতাঞ্জলী অসমিয়া

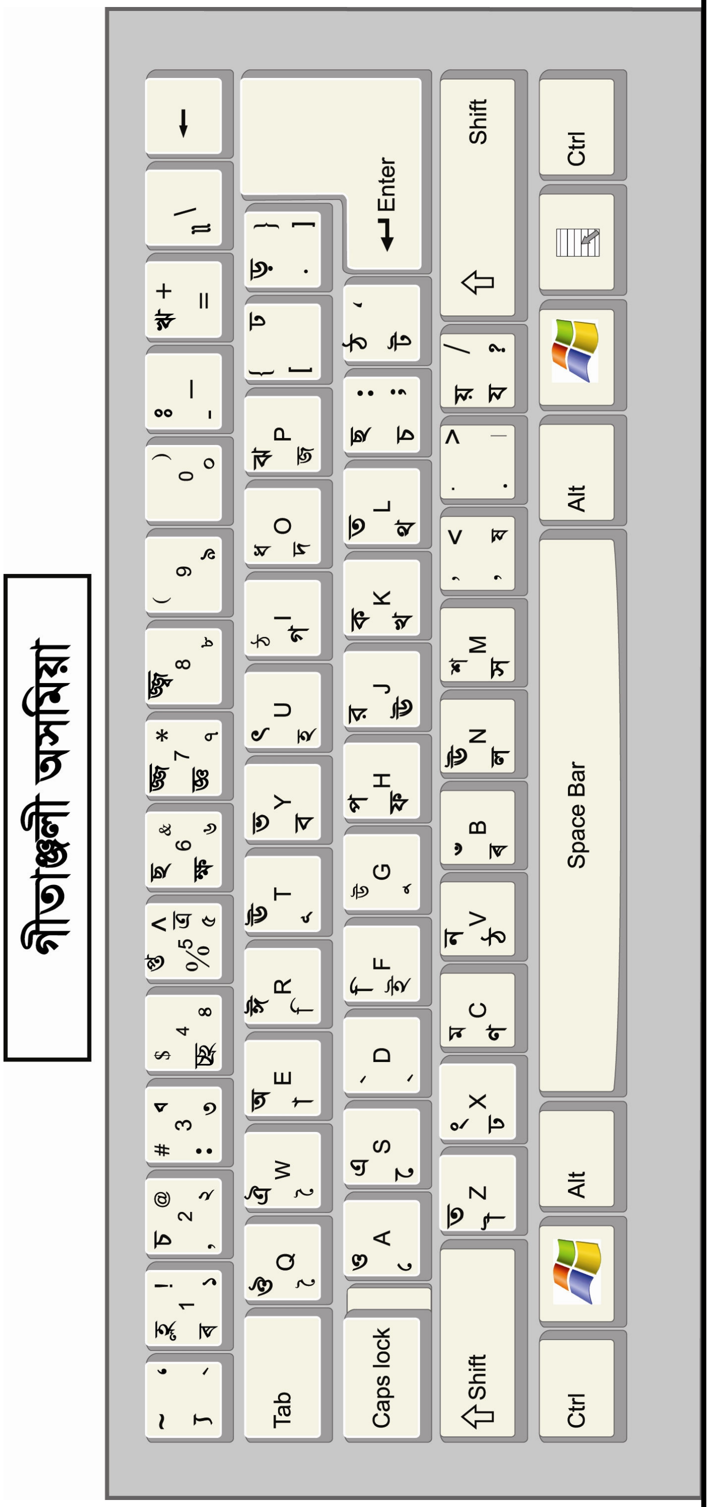

গীতাঞ্জলী অসমিয়া কীবোর্ডটি ভারতের আসামে প্রচলিত। এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের গীতাঞ্জলী কীবোর্ড লেআউট হুবহু মিলে না।

বিভিন্ন কীবোর্ডে বাংলা লেখার পদ্ধতি

স্বরবর্ণ ও স্বরচিহ্ন

বাংলা বর্ণ	বিজয়	বিজয় মুনীর		গীতাঞ্জলি (বাংলা)	উইন্ডোজের আসকি কোড	সত্যজিত (বাংলা)
		স্বাভাবিক	বিকল্প			
অ	F	u		E	৬৫	K
আ	gf	uh		Ee	৬৫,১১৮	Kk
া	f	h		e	১১৮	k
ই	gd	w	ow	F	৬৬	G
ি	d	l		f	১১৯	g
ঈ	gD	J		R	৬৭	H
ী	D	L		r	১২০	h
উ	gs	4w		G	৬৮	~
ু	s	q		g	১২১	B
ঊ	gS	:		T	৬৯	N
ূ	S	Q		t	১২৬	N
ঋ	ga	"		+	৭০	M
ৃ	a	A		=	১৩২	{
এ	gc	n		S	৭১	L
ে	space c	Space g		a	১৩৪	space l
ে	c	g		s	১৩৫	L
ঐ	gC	nw		W	৭২	P
ৈ	space C	Space gw		q	১৩৬	space p
ৈ	C	gw		w	১৩৭	P
ও	x	3		A	৭৩	Shift 6
ঔ	gX	3w		Q	৭৪	Shift 7
ৗ	X	hw		q	১৩৮	M

ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তাক্ষর

বাংলা বর্ণ	বিজয়	বিজয় মুনীর		গীতাঞ্জলি (বাংলা)	উইন্ডোজের আসকি কোড	সত্যজিত (বাংলা)
		স্বাভাবিক	বিকল্প			
ক	j	'		k	৭৫	S
কু	js	'q		kg	৭৫,১২২	Sb
কূ	jS	'Q		kt	৭৫,১৩০	Sn
কৃ	ja	'A		k=	৭৫,১৩৩	s{
ক্ক	jgj	'\'		kdk	১৭৬	Sds
ক্কু	jgjs	'\'q		kdkg	১৭৬,১২২	Sdsb
ক্কূ	jgjS	'\'Q		kdkt	১৭৬,১৩০	Sdsn
ক্কৃ	jgja	'\'A		kdk=	১৭৬,১৩৩	sds{
ক্ত্র	jgkz	'2a	'\ja	kdL Shift 3	১৭৯,১৭১	Sdfdj
ক্ট	jgt	'\y	'\yw	kd'	১৭৭	Sdq
ক্টু	jgts	'\yq		kd'g	১৭৭,১২২	sdqb
ক্টূ	jgtS	'\yQ		kd't	১৭৭,১৩০	Sdqn
ক্টৃ	jgta	'\yA		kd'=	১৭৭,১৩৩	sdq{
ক্ন	jgb	'Z	'\f	kdv	৭৫,২৩২	Sde
ক্নু	jgbs	'\Zq		kdvg	৭৫,২৩২,১২২	Sdeb
ক্নূ	jgbS	'\ZQ		kdvt	৭৫,২৩২,১৩০	Sden

ক্নৃ	jgba	'\ZA		kdv=	৭৫,২৩২,১৩৩	sde{
ক্ব	jgh	'z	'\;	kdy	৭৫,১৬১	Sdz
ক্ম	jgm	'X	'\p	kdc	১৮০	Sda
ক্র	jz	e	'a	kdj	১৮১	Sdj
ক্রু	jzs	eq		kdjg	১৮১,১২২	Sdjb
ক্রূ	jzS	eQ		kdjt	১৮১,১৩০	Sdjn
ক্রৃ	jza	eA		kdj=	১৮১,১৩৩	sdj{
ক্ল	jgV	'S	'\.	kdu	৭৫,১৭২	sd[
ক্লু	jgVs	'\Sq		kdug	৭৫,১৭২,১২২	sd[b
ক্লূ	jgVS	'\SQ		kdut	৭৫,১৭২,১৩০	sd[n
ক্লৃ	jgVa	'\SA		kdu=	৭৫,১৭২,১৩৩	sd[{
ক্ষ	jgN	R	'\O	#	২৫৫	`
ক্ষু	jgNs	Rq		#g	২৫৫,১২২	`b
ক্ষূ	jgNS	RQ		#t	২৫৫,১৩০	`n
ক্ষৃ	jgNa	RA		#=	২৫৫,১৩৩	`{
ক্স	jgn	'\d		kdm	১৮৩	sd;
ক্ত	jgk	'2	'\j	kdl	১৭৯	Sdf
ক্তু	jgks	'2q		kdlg	১৭৯,১২২	Sdfb
ক্তূ	jgkS	'2Q		kdlt	১৭৯,১৩০,	Sdfn
ক্তৃ	jgka	'2A		kdl=	১৭৯,১৩৩	sdf{
ক্ষ্ণ	jgNgB	RZ		#dv	২৫৫,২৩২	`de
ক্ষ্ণু	jgNgBs	RZq		#dvg	২৫৫,২৩২,১২২	`deb
ক্ষ্ণূ	jgNgBS	RZQ		#dvt	২৫৫,২৩২,১৩০	`den
ক্ষ্ণৃ	jgNgBa	RZA		#dv=	২৫৫,২৩২,১৩৩	`de{
ক্ষ্ম	jgNgm	RX	R\p	#dc	১৭৮	`da
খ	J	O		K	৭৬	S
খ্র	Jz	Oa		Kdj	৭৬,১৭০	Sdj
খ্রু	Jzs	Oaq		Kdjg	৭৬, ১৭০,২৩০	Sdjb
খ্রূ	jzS	OaQ		Kdjt	৭৬,১৭০,১৩১	Sdjn
গ	o	6		i	৭৭	X
গু	os	6q		ig	১৮৪	Xb
গ্দ	ogl	6\r		ido	১৮৬	Xdr
গ্ধ	ogL	6\P		idO	১৮৭	xdR
গ্ধু	ogLs	6\Pq		idOg	১৮৭,১২২	xdRb
গ্ধূ	ogLS	6\PQ		idOt	১৮৭,১৩০	xdRn
গ্ধৃ	ogLa	6\PA		idO=	১৮৭,১৩৩	xdR{
গ্ন	ogb	6Z	6\f	idv	৭৭,১৫৬	Xde
গ্ম	ogm	6X	6\p	idc	৭৭,১৬৫	Xda
গ্র	oz	6a		idj	৭৭, ২১৪	xdj
গ্রু	ozs	6aq		idjg	৭৭, ২১৪, ২৩০	Xdjb
গ্রূ	ozS	6aQ		idjt	৭৭,২১৪,১৩১	Xdjn
গ্ব	ogh	6z		idy	৮৯,৯৪	Xdz
ঘ	O	Y		I	৭৮	X
ঘ্ন	Ogb	YZ	Y\f	Idv	৭৮,১৫৬	Xde
ঘ্র	Oz	Ya		Idj	৭৮,১৭০	Xdj
ঘ্রু	Ozs	Yaq		Idjg	৭৮,১৭০, ২৩০	Xdjb
ঘ্রূ	OzS	YaQ		Idjt	৭৮,১৭০,১৩১	Xdjn

ঙ	q	M		*	৭৯	A
ঙু	qs	Mq		*g	৭৯,১২২	Ab
ঙূ	qS	MQ		*t	৭৯,১৩০	An
ঙৃ	qa	MA		*=	৭৯,১৩৩	A{
ঙ্ক	qgj	M\'		*dk	১৮৮	Ads
ঙ্কু	qgjs	M\'q		*dkg	১৮৮,১২২	Adsb
ঙ্কূ	qgjS	M\'Q		*dkt	১৮৮,১৩০	Adsn
ঙ্কৃ	qgja	M\'A		*dk=	১৮৮,১৩৩	Ads{
ঙ্খ	qgJ	M\O		*dK	১৪৯,৭৬	AdS
ঙ্গ	qgo	M\6		*di	১৮৯	Adx
ঙ্ঘ	qgO	M\Y		*dI	১৪৯,৭৮	AdX
ঙ্ম	qgm	M\p	MX	*dc	১৪৯,১০৩	Ada
ঙ্ক্র	qgjz	M\'a		*dkdj	১৮৮,১৭১	Adsdj
ঙ্ক্রু	qgjzs	M\'aq		*dkdjg	১৮৮,১৭১,১২২	Adsdjb
ঙ্ক্রূ	qgjzS	M\'aQ		*dkdjt	১৮৮,১৭১,১৩০	Adsdjn
ঙ্ক্রৃ	qgjza	M\'aA		*dkdj=	১৮৮,১৭১,১৩৩	Adsdj{
ঙ্ঘ্র	qgOz	M\Ya		*dIdj	১৪৯,৭৮,২১৪	AdXdj
ঙ্ক্ষ	qgjgN	M\R		*d#	১৪৯,২৫৫	ad`
ঙ্ক্ষু	qgjgNs	M\Rq		*d#g	১৪৯,২৫৫,১২২	ad`b
ঙ্ক্ষূ	qgjgNS	M\RQ		*d#t	১৪৯,২৫৫,১৩০	ad`n
ঙ্ক্ষৃ	qgjgNa	M\RA		*d#=	১৪৯,২৫৫,১৩৩	ad`{
চ	y	7		;	৮০	V
চু	ys	7q		;g	৮০,১২২	Vb
চূ	yS	7Q		;t	৮০,১৩০	Vn
চৃ	ya	7A		;=	৮০,১৩৩	v{
চ্চ	ygy	7\ 7		;d;	১৪৮,৮০	Vdv
চ্চু	ygys	7\ 7q		;d;g	১৪৮,৮০,১২২	Vdvb
চ্চূ	ygyS	7\ 7Q		;d;t	১৪৮,৮০,১৩০	Vdvn
চ্চৃ	ygya	7\ 7A		;d;=	১৪৮,৮০,১৩৩	vdv{
চ্ছ	ygY	7\t		;d:	১৪৮,৮১	vdV
চ্ছু	ygYs	7\tq		;d:g	১৪৮,৮১,১২২	vdVb
চ্ছূ	ygYS	7\tQ		;d:t	১৪৮,৮১,১৩০	vdVn
চ্ছৃ	ygYa	7\tA		;d:=	১৪৮,৮১,১৩৩	vdV{
চ্ছ্র	ygYz	7\ta		;d:dj	১৪৮,৮১,১৭১	vdVdj
চ্ঞ	ygI	7\F		;d_	১৪৮,৮৪	vdB
চ্ঞু	ygIs	7\Fq		;d_g	১৪৮,৮৪,১২২	vdBb
চ্ঞূ	ygIS	7\FQ		;d_t	১৪৮,৮৪,১৩০	vdBn
চ্ঞৃ	ygIa	7\FA		;d_=	১৪৮,৮৪,১৩৩	vdB{
চ্ছ্ব	ygygh	7\tz		;d:dy	১৪৮,৮১,১৬১	vdVdz
ছ	y	t		:	৮১	V
ছু	ys	tq		:g	৮১,১২২	Vb
ছূ	yS	tQ		:t	৮১,১৩০	Vn
ছৃ	ya	tA		:=	৮১,১৩৩	V{
ছ্র	yz	ta		;d:dj	১৪৮,৮১,১৭১	vdVdj
জ	u	m		p	৮২	C
জ্জ	ugu	m\m		pdp	১৯০	Cdc
জ্ঝ	ugU	m\T		pdP	১৯২	cdC

জ্ঝু	ugUs	m\Tq		pdPg	১৯২,১২২	cdCb
জ্ঝূ	ugUS	m\TQ		pdPt	১৯২,১৩০	cdCn
জ্ঝৃ	ugUa	m\TA		pdP=	১৯২,১৩৩	cdC{
জ্ঞ	ugI	m\F	mF	%	১৯৩	cdB
জ্ঞু	ugIs	m\Fq		%g	১৯৩,১২২	cdBb
জ্ঞূ	ugIS	m\FQ		%t	১৯৩,১৩০	cdBn
জ্ঞৃ	ugIa	m\FA		%=	১৯২,১৩৩	cdB{
জ্ব	ugh	mz		pdy	৮২,১৬১	Cdz
জ্জ্ব	ugugh	m\mz		pdpdy	১৯০,১৬১	Cdcdz
ঝ	U	T		P	৮৩	C
ঝু	Us	Tq		Pg	৮৩,১২২	Cb
ঝূ	US	TQ		Pt	৮৩,১৩০	Cn
ঝৃ	Ua	TA		P=	৮৩,১৩৩	C{
ঞ	I	F	nF	_	৮৪	B
ঞু	Is	Fq		_g	৮৪,১২২	Bb
ঞূ	IS	FQ		_t	৮৪,১৩০	Bn
ঞৃ	Ia	FA		_=	৮৪,১৩৩	B{
ঞ্চ	Igy	F\7	;F	_d;	১৯৪	Bdv
ঞ্চু	Igys	F\7q		_d;g	১৯৪,১২২	Bdvb
ঞ্চূ	IgyS	F\7Q		_d;t	১৯৪,১৩০	Bdvn
ঞ্চৃ	Igya	F\7A		_d;=	১৯৪,১৩৩	Bdv{
ঞ্ছ	IgY	F\t		_d:	১৯৫	BdV
ঞ্ছু	IgYs	F\tq		_d:g	১৯৫,১২২	BdVb
ঞ্ছূ	IgYS	F\tQ		_d:t	১৯৫,১৩০	BdVn
ঞ্ছৃ	IgYa	F\tA		_d:=	১৯৫,৩৩	BdV{
ঞ্জ	Igu	F\m		_dp	১৯৬	Bdc
ঞ্ঝ	IgU	F\T		_dP	১৯৭	BdC
ঞ্ঝু	IgUs	F\Tq		_dPg	১৯৭,১২২	BdCb
ঞ্ঝূ	IgUS	F\TQ		_dPt	১৯৭,১৩০	BdCn
ঞ্ঝৃ	IgUa	F\TA		_dP=	১৯৭,১৩৩	BdC{
ট	t	yw		'	৮৫	Q
টু	ts	ywq		'g	৮৫,১২২	Qb
টূ	tS	ywQ		't	৮৫,১৩০	qn
টৃ	ta	ywA		'=	৮৫,১৩৩	q{
ট্ট	tgt	yw\yw	y\y	'd'	১৯৮	Qdq
ট্টু	tgts	yws\yw qq		'd'g	১৯৮,১২২	Qdqb
ট্টূ	tgtS	yws\yw qQ		'd't	১৯৮,১৩০	Qdqn
ট্টৃ	tgta	yws\yw qA		'd'=	১৯৮,১৩৩	qdq{
ট্ব	tgh	ywz		'dg	৮৫,১৬১	Qdz
ট্ম	tgm	ywX		'dc	৮৫,১৬৫	Qda
ট্র	tz	ywa		'dj	৮৫,১৭০	Qdj
ট্ট্র	tgtz	yw\ywa		'd'dj	১৯৮,১৭০	Qdqdj
ঠ	T	I		"	৮৬	Q
ঠু	Ts	Iq		"g	৮৬,১২২	Qb

ঠূ	TS	IQ		"t	৮৬,১৩০	Qn
ঠৃ	Ta	IA		"=	৮৬,১৩৩	Q{
ড	e	4		[	৮৭	T
ডু	es	4q		[g	৮৭,১২২	Tb
ডূ	eS	4Q		[t	৮৭,১৩০	tn
ডৃ	ea	4A		[=	৮৭,১৩৩	t{
ড্ড	ege	4\4		[d[	১৯৯	Tdt
ড্ডু	eges	4\4q		[d[g	১৯৯,১২২	Tdtb
ড্ডূ	egeS	4\4Q		[d[t	১৯৯,১৩০	Tdtn
ড্ডৃ	egea	4\4A		[d[=	১৯৯,১৩৩	tdt{
ড্র	ez	4a		[dj	৮৭,১৭০	Tdj
ঢ	E	y		{	৮৮	T
ঢু	Es	yq		{g	৮৮,১২২	Tb
ঢূ	ES	yQ		{t	৮৮,১৩০	Tn
ঢৃ	Ea	yA		{=	৮৮,১৩৩	T{
ণ	B	K		C	৮৯	J
ণ্ট	Bgt	K\y		Cd'	২০০	Jdq
ণ্টু	Bgts	K\yq	K\ywq	Cd'g	২০০,১২২	Jdqb
ণ্টূ	BgtS	K\yQ	K\yw Q	Cd't	২০০,১৩০	Jdqn
ণ্টৃ	Bgta	K\yA	K\yw A	Cd'=	২০০,১৩৩	Jdq{
ণ্ঠ	BgT	K\I		Cd"	২০১	JdQ
ণ্ঠু	BgTs	K\Iq		Cd"g	২০১,১২২	JdQb
ণ্ঠূ	BgTS	K\IQ		Cd"t	২০১,১৩০	JdQn
ণ্ঠৃ	BgTa	K\IA		Cd"=	২০১,১৩৩	JdQ{
ণ্ড	Bge	K\4		Cd[	২০৮	Jdt
ণ্ডু	Bges	K\4q		Cd[g	২০৮,১২২	Jdtb
ণ্ডূ	BgeS	K\4Q		Cd[t	২০৮,১৩০	Jdtn
ণ্ডৃ	Bgea	K\4A		Cd[=	২০৮,১৩৩	Jdt{
ণ্ন	Bgb	KZ		Cdv	৮৯,১৫৬	Jde
ণ্ব	Bgh	Kz		Cdy	৮৯,৯৪	Jdz
ণ্ড্র	Bgez	K\4a		Cd[dj	২০৮,১৭০	Jdtdj
ত	k	j		l	৯০	F
তু	ks	jq		lg	৯০,১২২	Fb
তূ	kS	jQ		lt	৯০,১৩০	Fn
তৃ	ka	jA		l=	৯০,১৩৩	f{
ত্ত	kgk	j\j	31, j2	ldl	২০৩	Fdf
ত্তু	kgks	j\jq		ldlg	২০৩,১২২	Fdfb
ত্তূ	kgkS	j\jQ		ldlt	২০৩,১৩০	Fdfn
ত্তৃ	kgka	j\jA		ldl=	২০৩,১৩৩	fdf{
ত্থ	kgK	j\>		ldL	২০৪	fdF
ত্ন	kgb	jZ		ldv	৯০,১৫৬	Fde
ত্ব	kgh	jz		ldy	৯০,১৬১	Fdz
ত্ম	kgm	jX		ldc	৯০,১৬৫	Fda
ত্ত্ব	kgkgh	j\jz	31z	ldldy	২০৩,১৬১	Fdfdz
ত্র	kz	n1	ja	ldj	২০৬	Fdj

ত্রু	kzs	n1q	jaq	ldjg	২০৬, ২৩০	Fdjb
থ	K	>		L	৯৫	F
থ্ব	Kgh	>z		Ldy	৯৫,১৬১	Fdz
দ	l	r		o	৯৬	R
দ্গ	lgo	r\6		odi	১৫২.৭৭	Rdx
দ্ঘ	lgO	r\Y		odI	১৫২.৭৮	rdX
দ্দ	lgl	r\r		odo	২০৭	Rdr
দ্ধ	lgL	r\P		odO	২১৫	rdR
দ্ধু	lgLs	r\Pq		odOg	২১৫.১২২	rdRb
দ্ধূ	lgLS	r\PQ		odOt	২১৫.১৩০	rdRn
দ্ধৃ	lgLa	r\PA		odO=	২১৫.১৩৩	rdR{
দ্ভ	lgH	r\U		odY	১৫৩,১৬২	rdZ
দ্ভু	lgHs	r\Uq		odYg	১৫৩,১৬২,১২২	rdZb
দ্ভূ	lgHS	r\UQ		odYt	১৫৩,১৬২,১৩০	rdZn
দ্ভৃ	lgHa	r\UA		odY=	১৫৩,১৬২,১৩৩	rdZ{
দ্ব	lgh	rz	r\;	ody	২১৬	Rdz
দ্ম	lgm	rX	r\p	odc	২১৭	Rda
দ্‌গু	lggos	rx6q		odig	৯৬,১৮৪	Rdxb
দ্ভ্র	lgHz	r\Ua		odYdj	১৫৩.১৬৩	rdZdj
দ্রু	lzs	raq		odjg	৯৬,১৭০,২৩০	Rdjb
দ্রূ	lzS	raQ		odjt	৯৬,১৭০,১৩১	Rdjn
ধ	L	P		O	৯৭	R
ধ্ব	Lgh	P\;	Pz	Ody	৯৭,১৫৯	Rdz
ধ্ম	Lgm	PX	P\p	Odc	৯৭,১৬৫	Rda
ধ্র	Lz	Pa		Odj	৯৭,১৭০	Rdj
ধ্রু	Lzs	Paq		Odjg	৯৭,১৭০,২৩০	Rdjb
ধ্রূ	LzS	PaQ		Odjt	৯৭,১৭০,১৩১	Rdjn
ন	b	f		v	৯৮	E
ন্ট	bgt	f\y		vd'	১৫৫,৮৫	Edq
ন্টু	bgts	f\yq		vd'g	১৫৫,৮৫,১২২	Edqb
ন্টূ	bgtS	f\yQ		vd't	১৫৫,৮৫,১৩০	Edqn
ন্টৃ	bgta	f\yA		vd'=	১৫৫,৮৫,১৩৩	edq{
ন্ড	bge	f\4		vd[	২১৯	Edt
ন্ডু	bges	f\4q		vd[g	২১৯,১২২	Edtb
ন্ডূ	bgeS	f\4Q		vd[t	২১৯,১৩০	Edtn
ন্ডৃ	bgea	f\4A		vd[=	২১৯,১৩৩	edt{
ন্ঠ	bgT	f\I		vd"	২১৮	edQ
ন্ঠু	bgTs	f\Iq		vd"g	২১৮,১২২	edQb
ন্ঠূ	bgTS	f\IQ		vd"t	২১৮,১৩০	edQn
ন্ঠৃ	bgTa	f\IA		vd"=	২১৮,১৩৩	edQ{
ন্ত	bgk	f2	f\j	vdl	১৫৪,২০৫	Edf
ন্তু	bgks	f2q		vdlg	১৫৪,১৪৫	Edfb
ন্তূ	bgkS	f2Q		vdlt	১৫৪,২০৫,১৩০	Edfn
ন্তৃ	bgka	f2A		vdl=	১৫৪,২০৫,১৩৩	edf{
ন্থ	bgK	f\>		vdL	১৫৪,১৪৬	edF

ন্দ	bgl	f\r		vdo	১৫৫,৯৬	Edr
ন্ধ	bgL	f\P		vdO	২২০	edR
ন্ধু	bgLs	f\Pq		vdOg	২২০,১২২	edRb
ন্ধূ	bgLS	f\PQ		vdOt	২২০,১৩০	edRn
ন্ধৃ	bgLa	f\PA		vdO=	২২০,১৩৩	edR{
ন্ন	bgb	fZ		vdv	৯৮,১৫৬	Ede
ণ্ন	BgB	KZ		Cdv	৮৯,১৫৬	Jde
ন্ব	bgh	fz		vdy	১৫৪,৯৪	Edz
ন্ম	bgm	fX		vdc	৯৮,১৬৫	Eda
ন্য	bZ	fH		va	৯৮,১৬৮	eU
ন্ট্র	bgtz	f\ya		vd'dj	১৫৫,৮৫,১৭০	Edqdj
ন্ড্র	bgez	f\4a		vd[dj	২১৯,১৭০	Edtdj
ন্ত্র	bgkz	f\ja		vdldj	১৫৪,১৯১	Edfdj
ন্ধ্ব	bglgh	f\rz		vdody	১৫৫,২১৬	Edrdz
ন্দ্র	bglz	f\ra		vdodj	১৫৫,৯৬,১৭০	Edrdj
ন্ধ্র	bgLz	f\Pa		vdOdj	২২০,১৭১	edRdj
ন্ধ্রু	bgLzs	f\Paq		vdOdjg	২২০,১৭১,১২২	edRdjb
ন্ধ্রূ	bgLzS	f\PaQ		vdOdjt	২২০,১৭১,১৩০	edRdjn
ন্ধ্রৃ	bgLza	f\PaA		vdOdj=	২২০,১৭১,১৩৩	edRdj{
ন্স	bgn	f\d		vdm	২২১	ed;
প	r	b		h	৯৯	W
প্ত	rgk	b2	b\j	hdl	২২৩	Wdf
প্তু	rgks	b2q		hdlg	২২৩,১২২	Wdfb
প্তূ	rgkS	b2Q		hdlt	২২৩,১৩০	wdfn
প্তৃ	rgka	b2A		hdl=	২২৩,১৩৩	wdf{
প্ট	rgt	b\y		hd'	২২২	Wdq
প্টু	rgts	b\yq		hd'g	২২২,১২২	Wdqb
প্টূ	rgtS	b\yQ		hd't	২২২,১৩০	Wdqn
প্টৃ	rgta	b\yA		hd'=	২২২,১৩৩	wdq{
প্প	rgr	b\b		hdh	২২৪	Wdw
প্ল	rgV	bS	b\.	hdu	৯৯,২৪৮	wd[
প্ন	rgb	bZ	b\f	hdv	৯৯,১৫৬	Wde
প্র	rz	ba		hdj	৯৯,২১৪	Wdj
প্রু	szs	baq		hdjg	৯৯,২১৪,২৩০	Wdjb
প্রূ	rzS	baQ		hdjt	৯৯,২১৪,১৩১	Wdjn
ফ	R	B		H	১০০	W
ফু	Rs	Bq		Hg	১০০,১২২	Wb
ফূ	RS	BQ		Ht	১০০,১৩০	Wn
ফৃ	Ra	BA		H=	১০০,১৩৩	W{
ফ্র	Rz	Ba		Hdj	১০০,১৭১	Wdj
ফ্রু	Rzs	Baq		Hdjg	১০০,১৭১,১২২	Wdjb
ফ্রূ	RzS	BaQ		Hdjt	১০০,১৭১,১৩০	Wdjn
ফ্রৃ	Rza	BaA		Hdj=	১০০,১৭১,১৩৩	Wdl{
ফ্ল	RgV	BS		Hdu	১০০,১৭২	Wd[
ফ্লু	RgVs	BSq		Hdug	১০০,১৭২,১২২	Wd[b
ফ্লূ	RgVS	BSQ		Hdut	১০০,১৭২,১৩০	Wd[n
ফ্লৃ	RgVa	BSA		Hdu=	১০০,১৭২,১৩৩	Wd[{

ব	h	;		y	১০১	Z
(অ) ব	g.	\.		d.	১৫৭	d.
জ	hgu	;\m		ydp	২২৬	Zdc
ব্ল	hgV	;S	;\.	ydu	১০১,২৪৮	zd[
ব্দ	hgl	;\r		ydo	২২৭	Zdr
ব্ধ	hgL	;\P		ydO	২২৮	zdR
ব্ধু	hgLs	;\Pq		ydOg	২২৮,১২২	zdRb
ব্ধূ	hgLS	;\PQ		ydOt	২২৮,১৩০	zdRn
ব্ধৃ	hgLa	;\PA		ydO=	২২৮,১৩৩	zdR{
ব্ব	hgh	;\;		ydy	১০১,১৫৯	Zdz
ব্রু	hzs	;aq		ydjg	১০১,১৭০,২৩০	Zdjb
ব্রূ	hzS	;aQ		ydjt	১০১,১৭০,১৩১	Zdjn
ভ	H	U		Y	১০২	Z
ভ্র	Hz	Ua		Ydj	২২৯	Zdj
ভ্রু	Hzs	Uaq		Ydjg	২২৯,২৩০	Zdjb
ভ্রূ	HzS	UaQ		Ydjt	২২৯,১৩১	Zdjn
ভ্ল	HgV	US	U\.	Ydu	১০৮,২৪৮	Zd[
ম	m	p		c	১০৩	A
ম্ন	mgb	p\f	pZ	cdv	১০৩,১৫৬	Ade
ম্ল	mgV	cS		cdu	১৬৪,২৪৮	ad[
ম্প	mgr	cb	p\b	cdh	১৬৪,২৫০	adw
ম্ফ	mgR	cB	p\B	cdH	২৩১	adW
ম্ফু	mgRs	cBq		cdHg	২৩১,১২২	adWb
ম্ফূ	mgRS	cBQ		cdHt	২৩১,১৩০	adWn
ম্ফৃ	mgRa	cBA		cdH=	২৩১,১৩৩	adW{
ম্ব	mgh	cz		cdy	১৬৪,৯৪	Adz
ম্ভ	mgH	cU		cdY	১৬৪,১৬২	adZ
ম্ম	mgm	cX		cdc	১৬৪,১৬৭	Ada
ম্র	mz	pa		cdj	১০৩,১৭০	Adj
ম্প্ল	mgrgV	cbS		cdhdu	১৬৪,২৫০,২৪৮	adwd[
ম্ভ্র	mgHz	p\Ua		cdYdj	১৬৪,১৬৩	adZdj
য	w	i		?	১০৪	U
্য	z	H		a	১৬৮	U
র	v	k		j	১০৫	J
(অ)র	v (g, in Unicode)	k		j	১০৫	J
্র	z	a		dj	১৭০	Dj
র্	A	W		z	১৬৯	]
রু	vs	kq		jg	১০৫,২৩০	Jb
রূ	vS	kQ		jt	১০৫,১৩১	Jn
ল	V	.		u	১০৬	[
ল্ক	Vgj	.\'		udk	২৩৩	[ds
ল্কু	Vgjs	.\'q		udkg	২৩৩,১২২	[dsb
ল্কূ	VgjS	.\'Q		udkt	২৩৩,১৩০	[dsn
ল্কৃ	Vgja	.\'A		udk=	২৩৩,১৩৩	[ds{
ল্গ	Vgo	.\6		udi	২৩৪	[dx
ল্ড	Vge	.\4		ud[	২৩৬	[dt

ল্প	Vgr	.\b		udh	২৩৭	[dw
ল্ফ	VgR	.\B		udH	২৩৮	[dW
ল্ব	Vgh	.z		udy	১০৬,১৬৬	[dz
ল্ম	Vgm	.X		udc	১০৬,১৬৫	[da
ল্ল	VgV	.S	.\.	udu	১০৬,২৪৮	[d[
ল্ফ্র	VgRz	.\Ba		udHdj	২৩৮,১৭১	[dWdj
শ	M	,		M	১০৭	O
শু	Ms	,q		Mg	২৩৯	Ob
শ্র	Mz	,a		Mdj	১০৭,২১৪	Odj
শ্ল	MgV	,S	,\.	Mdu	১০৭,২৪৮	Od[
শ্চ	Mgy	,\7		Md;	২৪০	Odv
শ্ছ	MgY	,\t		Md:	২৪১	OdV
শ্ন	Mgb	,Z		Mdv	১০৭,১৫৬	Ode
শ্ব	Mgh	,z		Mdy	১০৭,১৬৬	Odz
শ্ম	Mgm	,X		Mdc	১০৭,১৬৫	Oda
শ্রু	Mzs	,aq		Mdjg	১০৭,২১৪,২৩০	Odjb
শ্রূ	MzS	,aQ		Mdjt	১০৭,২১৪,১৩১	Odjn
ষ	N	0		<	১০৮	:
ষ্ক	Ngj	0\'	V'	<dk	১৭৪,১৩৯	:ds
ষ্কু	Ngjs	0\'q		<dkg	১৭৪,১৩৯,১২২	:dsb
ষ্কূ	NgjS	0\'Q		<dkt	১৭৪,১৩৯,১৩০	:dsn
ষ্কৃ	Ngja	0\'A		<dk=	১৭৪,১৩৯,১৩৩	:ds{
ষ্ট	Ngt	Vy	0\yw	<d'	২৪৩	:dq
ষ্টু	Ngts	Vyq		<d'g	২৪৩,১২২	:dqb
ষ্টূ	NgtS	VyQ		<d't	২৪৩,১৩০	:dqn
ষ্টৃ	Ngta	VyA		<d'=	২৪৩,১৩৩	:dq{
ষ্ঠ	NgT	0\I	VI	<d"	২৪৪	:dQ
ষ্ঠু	NgTs	0\Iq		<d"g	২৪৪,১২২	:dQb
ষ্ঠূ	NgTS	0\IQ		<d"t	২৪৪,১৩০	:dQn
ষ্ঠৃ	NgTa	0\IA		<d"=	২৪৪,১৩৩	:dQ{
ষ্প	Ngr	Vb	0\b	<dh	১৭৪,২৫০	:dw
ষ্ফ	NgR	VB	0\B	<dH	২৪৫	:dW
ষ্ফু	NgRs	VBq		<dHg	২৪৫,১২২	:dWb
ষ্ফূ	NgRS	VBQ		<dHt	২৪৫,১৩০	:dWn
ষ্ফৃ	NgRa	VBA		<dH=	২৪৫,১৩৩	:dW{
ষ্ক্র	Ngjz	V'a	0\'a	<dkdj	১৭৪,১৪০	:dsdj
ষ্ক্রু	Ngjzs	V'aq		<dkdjg	১৭৪,১৪০,১২২	:dsdjb
ষ্ক্রূ	NgjzS	V'aQ		<dkdjt	১৭৪,১৪০,১৩০	:dsdjn
ষ্ক্রৃ	Ngjza	V'aA		<dkdj=	১৭৪,১৪০,১৩৩	:dsdj{
ষ্ট্র	Ngtz	Vya	0\ywa	<d'dj	২৪৩,১৭০	:dqdj
ষ্ণ	NgB	0F		<dv	২৪২	:dJ
ষ্ণু	NgBs	0Fq		<dvg	২৪২,১২২	:dJb
ষ্ণূ	NgBS	0FQ		<dvt	২৪২,১৩০	:dJn
ষ্ণৃ	NgBa	0FA		<dv=	২৪২,১৩৩	:dJ{
ষ্ম	Ngm	VX	0\p	<dc	১৭৪,১৬৭	:da
স	n	d		m	১০৯	;
স্র	nz	da		mdj	১০৯,১৬৮	;dj

স্ক	ngj	C'	d\'	mdk	১৭৫,১৩৯	;ds
স্কু	ngjs	C'q		mdkg	১৭৫,১৩৯,১২২	;dsb
স্কূ	ngjS	C'Q		mdkt	১৭৫,১৩৯,১৩০	;dsn
স্কৃ	ngja	C'A		mdk=	১৭৫,১৩৯,১৩৩	;ds{
স্খ	ngJ	CO	dO	mdK	২৪৬	;dS
স্ত	ngk	C2	d\j	mdl	১৭৫,২০৫	;df
স্ত্ব	ngkgh	C2z		mdldy	১৭৫,২০৫,১৬১	;dfdz
স্তু	ngks	C2q		mdlg	১৭৫,১৪৫	;dfb
স্তূ	ngkS	C2Q		mdlt	১৭৫,২০৫,১৩০	;dfn
স্তৃ	ngka	C2A		mdl=	১৭৫,২০৫,১৩৩	;df{
স্থ	ngK	C>	d\>	mdL	১৭৫,১৪৬	;dF
স্ল	ngV	CS		mdu	১৭৫,২৪৮	;d[
স্প	ngr	Cb	d\p	mdh	১৭৫,২৫০	;dw
স্ব	ngh	dz		mdy	১৭৫,৯৪	;dz
স্ফ	ngR	CB	d\P	mdH	২৪৯	;dW
স্ফু	ngRs	CBq		mdHg	২৪৯,১২২	;dWb
স্ফূ	ngRS	CBQ		mdHt	২৪৯,১৩০	;dWn
স্ফৃ	ngRa	CBA		mdH=	২৪৯,১৩৩	;dW{
স্ত্র	ngkz	Cja	d\ja	mdldj	১৭৫,১৯১	;dfdj
স্ন	ngb	CZ		mdv	১০৯,১৫৬	;de
স্ম	ngm	CX		mdc	১৭৫,১৬৭	;da
স্ক্ল	ngjgV	C'S		mdkdu	১৭৫,১৩৯,১৭২	;dsd[
স্ক্র	ngjz	C'a	d\'a	mdkdj	১৭৫,১৪০	;dsdj
স্ক্রু	ngjzs	C'aq		mdkdjg	১৭৫,১৪০,১২২	;dsdjb
স্ক্রূ	ngjzS	C'aQ		mdkdjt	১৭৫,১৪০,১৩০	;dsdjn
স্ক্রৃ	ngjza	C'aA		mdkdj=	১৭৫,১৪০,১৩৩	;dsdj{
স্প্ল	ngrgV	CbS		mdhdu	১৭৫,২৫০,২৪৮	;dwd[
হ	i	o		n	১১০	O
হু	is	oq		ng	২৫১	Ob
হৃ	ia	oA		nt	২৫২	o{
হ্ণ	igB	oZ		ndv	১১০,২৩২	odE
হ্ন	igb	oe		nv	২৫৩	Ode
হ্ব	ign	o\;		ndy	১১০,১৫৯	Odz
হ্য	ig.	oz		nd.	১১০,১৬১	od.
হ্ম	igm	oX	o\p	ndc	২৫৪	Oda
হ্মু	igms	oXq		ndcg	২৫৪,১২২	Odab
হ্মূ	igmS	oXQ		ndct	২৫৪,১৩০	Odan

হ্মৃ	igma	oXA		ndc=	২৫৪,১৩৩	oda{
হ্র	iz	oa		ndj	১১০,১৭১	Odj
হ্ল	igV	oS		ndu	১১০,১৭২	od[
ড়	p	4s		]	১১১	I
ঢ়	P	ys		}	১১২	I
য়	W	is		/	১১৩	Y
ৎ	\	G		U	১১৪	Shift 2
ং	Q	8		b	১১৫	Shift 3
ঃ	|	?		!	১১৬	Shift 4
ঁ	&	!		B	১১৭	}
্হসন্ত	gg	x		D	৩৮	D
।	G	/		Shift . (>)	১২৪	. (Fullstop)
॥	gG	/\/		dD	৯২	dD
ব ফলা	gh	z		dy	১৬৬	Dz
ল ফলা	gV	S		du	২৪৮	d[
ম ফলা	gm	X		dc	১৬৭	Da
ন ফলা	gb	Z		dv	১৫৬	De
[illegible]	g;	\;		g;	ম;	g;
[illegible]	g'	\'		g'	ম'	g'
,	,	v		d,	৪৪	d,
.	.	s		d.	৪৬	d.
;	;	N		d;	৫৯	d;
:	:	DD		d:	৫৮	d:
’	'	\		d'	২১৩	d'
”	"	\\		d"	২১১	d"
‘	`			d`	২১২	d`
“	~			d~	২১০	d~
[	[			d[	৯১	d[
]	]			d]	৯৩	d]
{	{			d{	১২৩	d{
}	}			d}	১২৫	d}
-	-	1		d-	৪৫	d-
থ	_			d_	২০৯	d_
=	=	]		d=	৬১	d=
+	+	{		d+	৪৩	d+
!	!			d!	৩৩	d!

@	@	|		d@	৬৪	d@
#	#			d#	৩৫	d#
৳	$	`		d$	৩৬	d$
%	%	}		d%	৩৭	d%
*	*	~		d*	৪২	*
(	(	-		(	৪০	(
)	)	=		)	৪১	)
?	?	5		d?	৬৩	?
/	/	[		d/	৪৭	/
১	1	#		1	৪৯	1
২	2	$		2	৫০	2
৩	3	%		3	৫১	3
৪	4	^		4	৫২	4
৫	5	&		5	৫৩	5
৬	6	+		6	৫৪	6
৭	7	_		7	৫৫	7
৮	8	)		8	৫৬	8
৯	9	)		9	৫৭	9
০	0	*		0	৪৮	0

উপরের তালিকায় সম্ভাব্য সকল কম্বিনেশন দেয়া হয়েছে। তবে বিজয় মুনীর কীবোর্ডে এই তালিকার বাইরেও এক বা একাধিক অপশন আছে যার সাহায্যে বাংলা বর্ণ তৈরী করা যায়। এই পদ্ধতির প্রধান নিয়মটি হলো বিজয় কীবোর্ড এর মতো। যেমন কেউ যদি ম্ম লিখতে চায় তবে তিনি ছোট ম্ টাইপ করার পর ্য ফলা টাইপ করে লিখতে পারেন। আবার ম্ টাইপ করার পর লিঙ্ক (এক্ষেত্রে ব্যাক ॥ স্লাশ) **টাইপ করে ম্ম লিখতে পারেন। আবার তিনি ইচ্ছে করলে ম টাইপ করার পর লিঙ্ক** (এক্ষেত্রে ব্যাক \ স্লাশ) টাইপ করে ম টাইপ করেও ম্ম লিখতে পারেন।

ফন্টের নমুনা

নীচে আমরা বিজয় এর কয়েকটি ফন্টের নাম এবং নমুনা প্রকাশ করছি। এর বাইরেও অনেক ফন্ট রয়েছে। বিশেষত বিজয় একাত্তরে ফন্টের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

আড়িয়াল খা: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
আত্রাই: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
ভাগিরথী: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
ভৈরব : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
বংশাই : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
বরাক: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
ব্রহ্মপুত্র : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
বুড়িগঙ্গা : **আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি**

চন্দ্রাবতী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

চিত্রা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ঢাকার চিঠি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ধানসিড়ি: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ধলেশ্বরী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ধনু : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ধরলা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

গঙ্গা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

গঙ্গাসাগর : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ঘোড়াওত্রা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

গোমতি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

গড়াই : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

হালদা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

হুগলি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

ইছামতি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

যুগান্তর : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কালিগঙ্গা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কালিন্দি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কাঞ্চন : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কর্ণফুলী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

খোয়াই : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কীর্তিনাশা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কংসমাত্রা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কপোতাক্ষ : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

করেতোয়া : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কুমারখালি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

কুশিয়ারা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

মেঘনা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

মধুমতি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

মগড়া : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

মহানন্দা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

মনু : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

নবগঙ্গা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

নরসুন্দা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

পদ্মা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

পায়রা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

পরশ : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

পিঙ্কি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

পশুর : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

পুনর্ভবা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

রিনকি : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
রূপসা: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সুরমা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সমকাল : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
শালদা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সুগন্ধা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সোমেশ্বরী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সুতন্বী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
তিস্তা : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
তিতাস : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
তন্বী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
তুরাগ : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
উর্মি : **আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি**

বিজয় ছাড়া প্রতিটি ফন্টেরই বোল্ড, ইটালিক, এবং বোল্ড ইটালিক রূপ আছে। তবে ইউনিকোড ফন্টের এসব রূপ নেই। কারণ এর ফলে ফন্ট ফাইলের আকার অনেক বড় হয়ে যায়।

ক্লাসিক ফন্টের স্বাভাবিক, বোল্ড, ইটালিক এবং বোল্ড ইটালিক রূপের নমুনা।

সুতন্বী : স্বাভাবিক আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সুতন্বী : বোল্ড আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সুতন্বী : ইটালিক আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
সুতন্বী : বোল্ড ইটালিক আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিজয় -এর এমজে সিরিজের সকল ফন্টেরই এক্সপান্ড, কনডেন্সড, থ্রিডি গ্রেডিয়্যান্টস, থ্রিডি এবং গ্রেডিয়্যান্ট রূপ আছে।

কনডেন্সড ও এক্সপান্ড ফন্ট
কনডেন্সড: সুতন্বী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
এক্সপান্ড: সুতন্বী : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা শব্দ বিন্যাস

হাজার বছর আগে জন্ম নেয়া বাংলা ভাষা বা পৃথিবীর অন্য সকল ভাষাই হাতে লিখে যাত্রা শুরু করে। আদি যুগে মানুষ গাছের

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড-এর বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন সংস্করণ

ডসের জন্য: নভেম্বর ৮৩, ওয়ার্ড ১.০; ১৯৮৫ ওয়াড ২.০; ১৯৮৬ ওয়ার্ড ৩.০; ১৯৮৭ ওয়ার্ড ৪.০; ১৯৮৯ ওয়ার্ড ৫.০; ১৯৯১ ওয়ার্ড ৫.০; ১৯৯৩ ওয়ার্ড ৬.০।

মেকিন্টোসের জন্য: ১৯৮৫ ওয়ার্ড ১.০; ১৯৮৭ ওয়ার্ড ৩.০; ১৯৮৯ ওয়ার্ড ৪.০; ১৯৯১ ওয়ার্ড ৫.০; ১৯৯৩, ওয়ার্ড ৬.০; ১৯৯৮ ওয়ার্ড ৯৮; ২০০০ ওয়ার্ড ২০০১; ২০০১ ওয়ার্ড এক্স; ২০০৪ ওয়ার্ড ২০০৪, ২০০৮ ওয়ার্ড ২০০৮, ২০১০ ওয়ার্ড ২০১১।

উইন্ডোজের জন্য: ১৯৮৯ উইন্ডোজ ২.০ সংস্করণের জন্য ওয়ার্ড ১.০; ১৯৯০ উইন্ডোজ ৩.০-এর জন্য ওয়ার্ড ১.১; ১৯৯০ জুন উইন্ডোজ ৩.১-এর জন্য ওয়ার্ড ১.১এ; ১৯৯১ ওয়ার্ড ২.০; ১৯৯৩ ওয়ার্ড ৬.০; ১৯৯৫ ওয়ার্ড ৯৫; ১৯৯৭ ওয়ার্ড ৯৭;

পাতায়-বাকলে, গুহার পাথরে পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতো। এক সময়ে মানুষ পাখীর পালক, বাশের কঞ্চি, ধাতুর নিব এর সাথে ফুল বা পাতার রং, রাসায়নিক কালি ইত্যাদি দিয়ে গাছের পাতা বা কাগজে লিখে ভাষাকে সামনে নিয়ে এসেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে হাজার হাজার বছরের এসব প্রাচিন পুথি আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে। বাংলার প্রাচীন পুথি, চর্যাপদও তেমনি হাতে লেখা এক মহাসম্পদ। এমন আরো অনেক প্রাচীন পুথি এখন আমরা পাঠাগারে জাদুঘরে দেখতে পেতে পারি। অতি চমৎকার ক্যালিওগ্রাফিতে ভরা এসব পুথি স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের পূর্বপুরুষরা কতো সুন্দরভাবে বাংলা লিখতে পারতেন। আমরা বাংলা ফন্ট চন্দ্রাবতী এমন একটি পুথির হরফ থেকে উদ্ভাবন করেছি। সেটি দেখলেই অনুভব করা যায় যে, বাংলা হরফ কতো সুন্দরভাবে লেখা যায়। তবে বিশ্বের প্রায় সকল ভাষাই দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে যখন সেই ভাষা যন্ত্রে লেখার ব্যবস্থা হয়। যন্ত্রে লেখার ব্যাপারটা শুরু হয় একদিকে মুদ্রণ যন্ত্রে অন্যদিক টাইপরাইটারে।

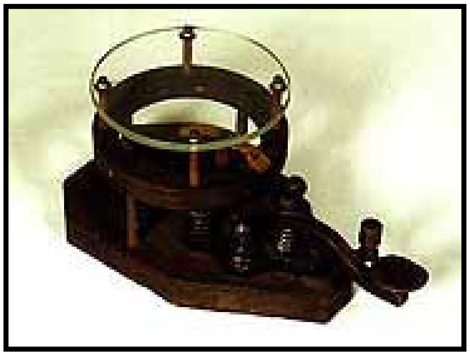

টাইপরাইটারের প্রথম ডেমো মডেল

আমরা জানি জার্মানীর গুটেনবার্গ ১৫৫৪ সালে বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত বই প্রকাশ করেন। ১৭৭৮ সালে বাংলা বই ছাপা হয়। ছাপাখানার এই ধারাটির পাশাপাশি দৈনন্দিন প্রয়োজনে হাতে লেখা চলতে থাকে। তবে টাইপরাইটার হলো এমন একটি ব্যক্তিগত মুদ্রণ যন্ত্র যা দুনিয়াটাকেই বদলে দিয়েছে। এই যন্ত্রটির বর্তমান সংস্করণ বলা যায় কম্পিউটারকে। বস্তুত টাইপরাইটার প্রথমে যান্ত্রিক, পরে ইলেকট্রিক এবং তারও পরে মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক হয়। তবে এর শুরুটা হয় কীবোর্ড থেকে।

প্রথম টাইপরাইটার

ইংরেজী কোয়ার্টি কীবোর্ড ও টাইপরাইটার

বাংলাদেশের একটি মাসিক পত্রিকায় (অধুনালুপ্ত কম্পিউটার টুমরো) আমার বিজয় কীবোর্ড নকল করা বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করার পর ঢাকার প্রতিষ্ঠান সুপিরিয়র ইলেকট্রনিক্স ঢাকার নিম্ন আদালতে আমার বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা করে। ঐ মামলায় সাক্ষী দিতে গেলে বাদী পক্ষের উকিল আমার কাছে প্রশ্ন করেন, কীবোর্ড লেআউটের আবার কপিরাইট কি? বিষয়টি ছিলো এমন যে তারা বিদেশ থেকে কীবোর্ড আমদানী করার সময় তাতে আমার বিজয় কীবোর্ড লেআউট মুদ্রণ করে নিয়ে আসতো। আমি তাতে ক্ষুব্ধ হই এবং সেই আমদানীকারককে "পাইরেট" বলে আখ্যায়িত করি।

আমদানীকারক সুপিরিয়র ইলেকট্রনিক্স দাবী করে যে, তারা আমার কীবোর্ডের কোন কপিরাইট ভঙ্গ করছেনা। সূতরাং তাকে পাইরেট বলায় তার মানহানি হয়েছে। তাদের মামলাটি ছিলো কীবোর্ড লেআউটের কপিরাইট হয় কিনা তার উপর। সূতরাং এটি প্রমাণ করা আমার জন্য খুবই জরুরী ছিলো যে, কীবোর্ড লেআউটের কপিরাইট বা পেটেন্ট হয় কিনা। আমার নিজের কীবোর্ড লেআউটের কপিরাইট নিবন্ধন ছিলো। কিন্তু তারা বারবার বলছিলো যে, ইংরেজী কীবোর্ডের কোন কপিরাইট নেই। কোনদিন এর কপিরাইট বা পেটেন্টও ছিলোনা। সেই সূত্র ধরেই আমাকে সন্ধান করতে হয়, কীবোর্ডের জন্মকথা। সম্ভবত কীবোর্ড সংক্রান্ত এসব তথ্য আমাকে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছে বাংলাদেশের প্রথম কপিরাইট সংক্রান্ত ঐ মামলায় জিততে।

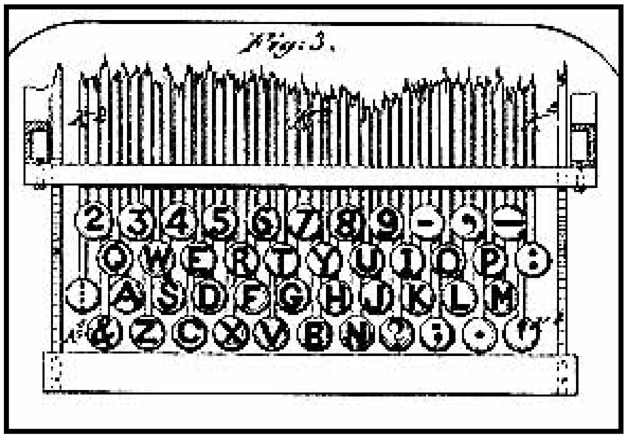

১৮৭৮ সালে এই কীবোর্ড লেআউটটিরই পেটেন্ট গ্রহণ করা হয়, যা কোয়ার্টি কীবোর্ড নামে পরিচিত।

আজকাল কোন তথ্য অনুসন্ধান করা খুবই সহজ কাজ। ইন্টারনেটে গুগল/ইয়াহু থেকে সার্চ করে আমরা প্রায় সকল তথ্যই পেতে পারি। এক্ষেত্রেও বতিক্রম হলোনা। আমি এ বিষয়ে (**http://inventors.about.com/library/inventors/bltypewriter.htm**) ওয়েবলিঙ্ক থেকে জানলাম যে, Christopher Latham Sholes (1819-1890) was a U.S. mechanical engineer who invented the first practical modern typewriter, patented in 1868. Sholes invented the typewriter with partners S. W. Soule and G. Glidden, that was manufactured (by Remington Arms Company) in 1873. He was born on February 14, 1819 in Mooresburg, Pennsylvania, and died on February 17, 1890 in Milwaukee, Wisconsin.

ম্যারি বেলস নামক একজনের লেখা এই নিবন্ধে স্পষ্টতই বলা হয় যে, ১৮৬৮ সালে, এমনকি টাইপরাইটার যন্ত্রটি বাজারে আসার আগেই একটি কীবোর্ড লেআউট পেটেন্টেড হয়। এই নিবন্ধ থেকে আরো জানা যায় যে, এই যন্ত্রটি ১৮৬৬ সালে আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তী পাচ বছর এর নানা গবেষণা করা হয়। ১৮৬৮ সালে প্রথম আবিষ্কারের প্যাটেন্ট গ্রহণ করার পর সোলস এই যন্ত্রের আরো দুটি পেটেন্ট গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে যে প্যাটেন্টটি গ্রহণ করা হয় সেটিই বস্তুত বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজী কীবোর্ড।

তবে প্যাটেন্ট গ্রহণকারী সোলস নিজে খুব ধৈর্য্যশীল মানুষ ছিলেন না এবং নিজে এই যন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব আশাবাদী ছিলেন না। ফলে তিনি এই যন্ত্রটির প্যাটেন্ট ডেনসমোর নামক এক ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করে দেন। ডেনসমোর নিউইয়র্কের ইলিয়নের ই.রেমিংটন এন্ড সন্স নামক একটি বন্দুক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে সোলস-গ্লিডেন নামের একটি টাইপরাইটার ১৮৭৪ সালে প্রথম বাজারে ছাড়েন। কিন্তু রেমিংটনের এই মডেলটি খুব সফল হয়নি। এই মডেলটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো যে এতে শুধুমাত্র বড় হাতের অক্ষর টাইপ করা যেতো।

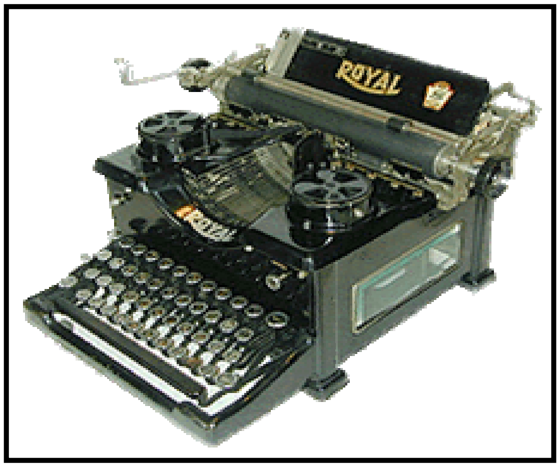

টাইপরাইটারের বাণিজ্য সফল একটি মডেল

এই কীবোর্ডটির জন্ম নেয়া সম্পর্কে খুব মজার উপাখ্যান আছে। এই টাইপরাইটারের বোতামগুলোতে প্রথমে ইংরেজী বর্ণগুলো এ, বি, সি, ডি এই রূপে সাজানো হয়েছিলো। কিন্তু টাইপ করতে গিয়ে দেখা গেলো যে এতে টাইপরাইটারটি জ্যাম হয়ে যায়। এজন্য বহুল ব্যবহৃত বর্ণগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে একটি ফ্রিকুয়েন্সি স্টাডি করা হয় এবং সেই স্টাডির ভিত্তিতেই বর্তমানের কোয়ার্টি কীবোর্ড জন্ম নেয়। এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, “The keyboard arrangement was considered important enough to be included on Sholes' patent granted in 1878, some years after the machine was into production. QWERTY's effect, by reducing those annoying clashes, was to speed up typing rather than slow it down." (উদ্ভাবনের কয়েক বছর পর সোলসের ১৮৭৮ সালের প্যাটেন্টে কীবোর্ড বিন্যাস

বা লেআউটটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোয়ার্টি কীবোর্ড লেআউটটি কার্যত বিরক্তিকর সংঘর্ষ কমিয়ে টাইপ করার গতি কমানোর পরিবর্তে বাড়ায়) বলা হয়, ১৮৭৮ সালে বাজারে ছাড়া রেমিংটনের দ্বিতীয় টাইপরাইটার মডেলটি দারুণ জনপ্রিয় হয়। এতে প্রথমবারের মতো শিফট এবং ট্যাব বোতাম যুক্ত করা হয়। শিফট বোমামের সাহায্যে ছোট হাতের হরফ টাইপ করা সম্ভব হয়। ট্যাব বোতাম মার্জিন ঠিক করতে সহায়তা করে। এরপর অন্যান্যদের পক্ষ থেকে টাইপরাইটারের কীবোর্ড উন্নয়নের আরো চেষ্টা চলতে থাকে। এই সময়ের মাঝে অনেক নতুন নতুন কীবোর্ড জন্ম নেয় এবং সেগুলো কীবোর্ড অচিরেই হারিয়েও যায়। তবে সেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কীবোর্ড নিয়ে এখনোব ব্যাপক আলোচনা হয়। মনে করা হয় যে, এই কীবোর্ডটি সোলসের কোয়ার্টি কীবোর্ডের চেয়ে অনেক দক্ষ। সেই বহুল আলোচিত কীবোর্ডটির নাম বোরাক (উাড়ৎধশ) কীবোর্ড। ওয়াশিংটন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্নেগি ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রফেসর অগাস্ট বোরাক এই কীবোর্ডটি উদ্ভাবন করেন। এই কীবোর্ডটি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবী করা হয়। এতে ফ্রিকুয়েন্সি এ্যানালাইসিস অনেক বিজ্ঞানসম্মত বলেও দাবী করা হয়। কীবোর্ডটির একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো যে, এতে বাম হাতে স্বরবর্ণ এবং ডানহাতে ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে।

টাইপরাইটারের জন্য প্রণীত বোরাক কীবোর্ড লেআউট

"In the decades following the original Remington, many alternative keyboards came and went. Then, in 1932, with funds from the Carnegie Foundation, Professor August Dvorak, of Washington State University, set out to develop the ultimate typewriter keyboard once and for all.

Dvorak went beyond Blickensderfer in arranging his letters according to frequency. Dvorak's home row uses all five vowels and the five most common consonants: AOEUIDHTNS. With the vowels on one side and consonants on the other, a rough typing rhythm would be established as each hand would tend to alternate.

With the Dvorak keyboard, a typist can type about 400 of the English language's most common words without ever leaving the home row. The comparable figure on QWERTY is 100. The home row letters on Dvorak do a total of 70% of the work. On QWERTY they do only 32%.

কিন্তু সেরা হলেই যে সকল কিছু গৃহিত হয়না, কীবোর্ড যে আসলে একটি অভ্যাসের বিষয় সেটি প্রমাণিত হলো, কোয়ার্টিই দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় কীবোর্ড হিসেবে টিকে থাকলো। বোরাক কীবোর্ড একাডেমিক আলোচনায় থাকলেও কাজের টেবিলে তার জায়গা হলোনা।

টাইপরাইটার জন্ম নেবার পর সেটি ইলেকট্রিক হয়। এরপর জন্ম নেয় ডেডিকেটেড ওয়ার্ড প্রসেসর। কালক্রমে কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসরের দায়িত্ব নেয়।

তবে টাইপরাইটার হোক, ইলেকট্রিক টাইপরাইটার হোক বা ওয়ার্ড প্রসেসর হোক ইংরেজী লেখার জন্য সোলসের তৈরী কোয়ার্টি কীবোর্ডকে কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। এমনকি কম্পিউটারে আসার পরও সেই শতাব্দীপ্রাচীন কীবোর্ডই মানুষ ব্যবহার করতে থাকে।

কম্পিউটারের ওয়ার্ড প্রসেসর

যদিও ৬৯ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হয় এবং ৭১ সালে এটি বাজারে আসে তথাপি একটি কার্যকর বাণিজ্যিক পিসির জন্ম হয় ১৯৭৬ সালে-এ্যাপল পিসির মধ্য দিয়ে। তবে তাতে খুব ভালো কোন ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ছিলোনা। The first computer word processors were line editors, software-writing aids that allowed a programmer to make changes in a line of program code. Altair programmer Michael Shrayer decided to write the manuals for computer programs on the same computers the programs ran on. He wrote the somewhat popular and the actual first PC word processing program, the Electric Pencil in 1976. Some other early word processor programs were Apple Write I, Samna III,

Word, WordPerfect and Scripsit. এ্যাপল বরং স্প্রেডশীট সফটওয়্যার ভিসিক্যাল্ক-এর জন্য অনেক বেশী পরিচিত ছিলো। ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে পণ্ডিতেরা এমন সংজ্ঞা প্রদান করেন, " Word processing can be defined as the manipulation of computer generated text data including creating, editing, storing, retrieving and printing a document." এই সংজ্ঞা অনুসারে কম্পিউটারের জন্য প্রকৃত ওয়ার্ড প্রসেসরের জন্ম ১৯৭৯ সালে। মাইক্রোপ্রো ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান ঐ বছর ওয়ার্ড স্টার নামের একটি ওয়ার্ড প্রসেসর বাজারজাত করে। ওয়ার্ড স্টারের জন্ম সম্পর্কে বলা হয়, Seymour Rubenstein first started developing an early version of a word processor for the IMSAI 8080 computer when he was director of marketing for IMSAI. He left to start MicroPro International Inc. in 1978 with only $8,500 in cash. Software programmer Rob Barnaby was convinced to leave IMSAI and tag along with Rubenstein and MicroPro. Barnaby wrote the 1979 version of WordStar. Jim Fox, Barnaby's assistant, ported (re-wrote for a different operating system) WordStar from the CP/M operating system to MS/PC DOS.

Note: The CP/M operating system was developed by Gary Kildall, founder of Digital Research, copywritten in 1976 and released in 1977. MS/PC DOS is the famous operating system introduced by MicroSoft and Bill Gates in 1981.

ওয়ার্ড স্টারের পর ওয়ার্ড পারফেক্ট জনপ্রিয় হয়। তবে কোন ওয়ার্ড প্রসেসরই এমএস ওয়ার্ড-এর সমান জনপ্রিয় হয়নি।

বাংলা মুনীর কীবোর্ড ও অপটিমা-মুনীর টাইপরাইটার

বাংলা টাইপরাইটার এবং কীবোর্ডের ইতিহাস খুব বিস্তৃত নয়। জানা যায় রেমিংটন কোম্পানী বাংলা টাইপরাইটার বাজারজাত করেছিলো। সম্ভবত ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে এই টাইপরাইটারটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশেও দুয়েকজন এটি ব্যবহার করে থাকতে পারেন। তবে বাংলাদেশে সেটি তেমন জনপ্রিয় হয়নি। বরং ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় শহীদ মুনীর চৌধুরী যে টাইপরাইটার কীবোর্ড তৈরী করেন, আমরা যাকে মুনীর কীবোর্ড বলে জানি, সেটিই কালক্রমে অপটিমা-মুনীর টাইপরাইটার হিসেবে স্বাধীনতার পর বাজারে আসে এবং এখনো একচেটিয়াভাবে বাংলাদেশের অফিস আদালতের টাইপরাইটারে ব্যবহৃত হয়। একই কীবোর্ড লেআউট অনুসরণ করে পরে গোদরেজ এবং অন্যান্য টাইপরাইটার তৈরী হয়।

এরপর ক্যানন-দেশবাংলা নামের একটি ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার বাজারে আসে। এই টাইপরাইটারে দেশবাংলা নিজস্ব কীবোর্ড ব্যবহার করে। রাজনৈতিক ক্ষমতার বদৌলতে এই কীবোর্ডের প্রণেতা জনাব ফেরদৌস কোরেশী এই কীবোর্ডটিকে বাংলা একাডেমীর অনুমোদন প্রদান করেন। কিন্তু কালক্রমে ইলেকট্রিক টাইপরাইটার বিলুপ্ত হয় এবং এর সাথে ক্যানন-দেশবাংলা কীবোর্ডও বিলুপ্ত হয়।

কম্পিউটারের জন্য বাংলা কীবোর্ড

১৯৮৭ সালের ১৬ই মে কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রথম বাংলা পত্রিকা সাপ্তাহিক আনন্দপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ব্যবহার করা হয় ভারতে তৈরী বঙ্কিম ফন্ট এবং এতে মুনীর কীবোর্ডের একটি নতুন সংস্করণ ব্যবহার করা হয়। যদিও এর আগে শহীদলিপি নামের একটি বাংলা সফটওয়্যার প্রচলিত হয়, তবুও আনন্দপত্র নামের সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দিয়েই শুরু হয় কম্পিউটারে বাংলা প্রকাশনার নতুন জগত। শহীদলিপি জাতীয় গণমাধ্যম ইনসটিটিউট প্রথম ব্যবহার করে ১৯৮৬ সালে। তবে ৮৭ সালের আনন্দপত্রে ব্যবহৃত হয় জব্বার কীবোর্ড। এটি মুনীর কীবোর্ডকে ভিত্তি করে তৈরী হয়। মুনীর কীবোর্ড-এর দুই স্তরের কীবোর্ড জব্বার কীবোর্ডে হয় চার স্তরের। এতে তখন ফলা ও যুক্তাক্ষরগুলো সরাসরি টাইপ করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর নানা নামে কম্পিউটারের জন্য অনেক কীবোর্ড প্রকাশিত হলেও ১৯৮৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রকাশিত বিজয়® কীবোর্ড বাংলার কোয়ার্টি কীবোর্ড হিসেবে প্রচলিত হয়। এমনকি বাংলাদেশ সরকার দুটি কীবোর্ড লেআউট প্রমিত করার পরও বিজয়®-এর ব্যবহার এখনো নিরঙ্কুশ। বর্তমানে সরকারের কোন প্রমিত কীবোর্ড নেই।

বাংলা বর্ণবিন্যাস ও প্রথম যুগের এ্যাপ্লিকেশনসমূহ

আমরা আগেই বলেছি যে সাপ্তাহিক আনন্দপত্র দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে এটি ছিলো মেকিন্টোস কম্পিউটারের প্রয়োগ। মেকিন্টোসে প্রথম এ্যাপল কম্পিউটারের ম্যাকরাইট দিয়ে ওয়ার্ড প্রসেসিং করা হতো। এরপর সেটি পেজমেকার নামক পেজ লে আউট সফটওয়্যার দিয়ে প্রিন্ট দেয়া হতো। ম্যাকরাইটে কলাম করার সুযোগ ছিলোনা বলে পত্রিকা প্রকাশের সুবিধা ছিলোনা। পরে এম এস ওয়ার্ড ম্যাকরাইটের জায়গা দখল করে। বলতে গেলে এখনো ওয়ার্ড তার শিরোপা অক্ষুণ্ন রেখেছে। ঐ সময়ে পিসিতে ডস অপারেটিং সিস্টেমে ওয়ার্ড স্টার খুবই জনপ্রিয় ছিলো। এটি দিয়ে ইংরেজী ওয়ার্ড প্রসেসিং করা যেতো নির্বিঘ্নে। এরপর ওয়ার্ড স্টারের জায়গা দখল করে ওয়ার্ড পারফেক্ট। এটি দারুণ জনপ্রিয় হয়। তবে ওয়ার্ড স্টার বা ওয়ার্ড পারফেক্ট দিয়ে বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং করা যেতোনা। অন্যদিকে পিসিতে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর চাহিদা মেটানোর জন্য তখন বাজারে আসে আবহ, অনির্বাণ ইত্যাদি ওয়ার্ড প্রসেসর। তবে সেসব এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে লেজাররাইটার মানের ফন্ট প্রিন্ট দেয়া যেতোনা বলে পেশাদার প্রকাশনায় পিসি ব্যবহৃত হতোনা। উইন্ডোজ ৩.১/৩.১১ এবং বিজয়® ৩.০ না

আসা পর্যন্ত পেশাদারী প্রকাশনার কাজটি একচেটিয়াভাবে মেকিন্টোস কম্পিউটারের দখলে ছিলো। ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ বিজয় ৩.০ আত্মপ্রকাশ করে। এরপর কালক্রমে ডসের জায়গায় উইন্ডোজ প্রচলিত হয় এবং এমএস ওয়ার্ড পিসির ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর জায়গা দখল করে। বর্তমান অবস্থা হলো, ওয়ার্ড প্রসেসিং করার জন্য এমএস ওয়ার্ড-এর কোন কার্যকর বিকল্প নেই। এটি মেকিন্টোস বা উইন্ডোজ উভয় প্লাটফরমে সমভাবে জনপ্রিয় এবং কার্যকর। একমাত্র লিনাক্সে ওপেনঅফিস ব্যবহৃত হয়।
উইন্ডোজ ও.এস-এ এখন ওয়ার্ড ২০১০ এবং মেকিন্টোস ও.এস-এ এখন ওয়ার্ড ২০১১ প্রচলিত আছে। এই দুটি সংস্করণ আসলে একই ইন্টারফেস ব্যবহার করে। দুটিই ইউনিকোড সমর্থন করে।

ওয়ার্ড ২০০৩ দিয়ে বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং

এম এস ওয়ার্ড দিয়ে বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং করার জন্য আপনি প্রথমেই অপারেটিং সিস্টেম এবং এমএস ওয়ার্ড ইন্সটল করে নেবেন। এর পাশাপাশি বিজয় বাংলা সফটওয়্যার (আমরা বিজয় একুশে সুপারিশ করছি) ইন্সটল করবেন। বিজয় ইন্সটল করার পর যদি আপনি ওয়ার্ড ২০০৩ খুলেন তবে আপনার সামনে ওয়ার্ড এর চেহারাটা হবে আগের পাতার ছবিটার মতো। আমরা ওয়ার্ড ইন্সটল করা ছাড়া আমাদের কম্পিউটারে বিজয় ইন্সটল করেছি। এর সাথে এডোবি এ্যাক্রোবাট ইন্সটল করেছি। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, এর ফলে ওয়ার্ডে তিনটি নতুন মেনু যুক্ত হয়েছে। একটি বিজয় এবং অন্য দুটি এ্যাক্রোবাট সংক্রান্ত। বিজয় মেনুতে আছে বিজয় একুশে কনভার্টার। এছাড়া আপনি মেনুবারের উপরে বিজয় একুশে বার দেখতে পাচ্ছেন। যেকোন এ্যাপ্লিকেশনেই এই বারটি ওখানে থাকবে। তবে এর অবস্থান ডানে বা বামে সরানো যেতে পারে। বিজয় লেখার বাম পাশে কার্সর নিয়ে মাউস বোতাম চেপে ধরে একে সরানো যায়।
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওয়ার্ড ২০০৭-এ বিজয় মেনুটি এভাবে সরাসরি থাকবেনা। বরং এড ইন্স নামক একটি ট্যাব-এ যুক্ত হবে এই মেনুটি।
আমরা এখানে আরো উল্লেখ করতে পারি যে, ওয়ার্ড ২০০৭-এ কাজ করার ধরণটাই আলাদা। ওখানে ২০০৩-এর মতো সাজানো মেনু কমান্ড নেই। এতে আছে মেনু ট্যাব। প্রতিটি ট্যাব থেকে নানান কাজ করার সুযোগ আছে। অন্যদিকে ওয়ার্ড ২০০৭ এ্যাপ্লিকেশনটি পুরোপুরি কাস্টমাইজড করা যায়। ফলে আপনাকে জানতে হবে আপনি কিভাবে সেই এ্যাপ্লিকেশনটি

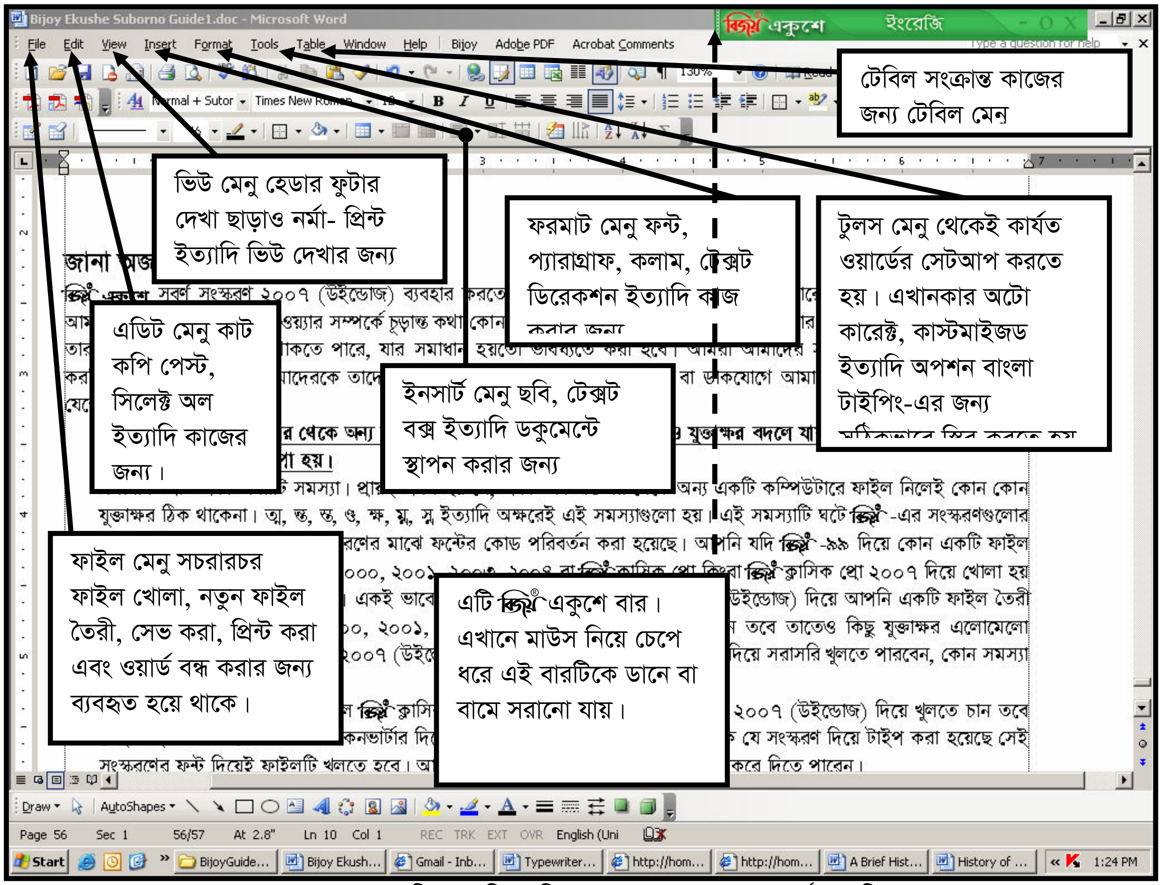

ব্যবহার করতে চান। আপনার পছন্দমতো সেটিকে সাজিয়ে নিয়ে শুরু করতে পারেন ওয়ার্ড প্রসেসিং।

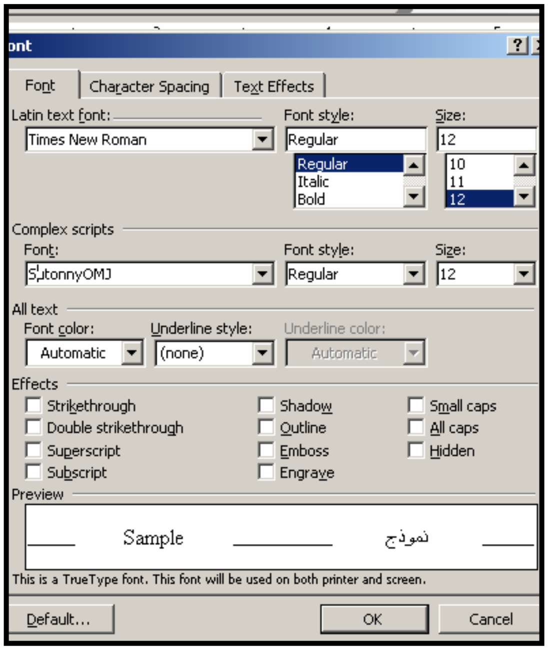

আমাদের আগের সংস্করণগুলো ইন্সটল করার পর আপনাকে ওয়ার্ড এর বেশ কিছু সেটআপ করতে হতো। কিন্তু বিজয়® একুশে ২০০৭ সংস্করণ সেটআপ করার পর আপনাকে কার্যত ওয়ার্ড এর কোন সেটআপ করতে হবেনা।

তবে আপনি যদি দেখেন যে, আপনার ওয়ার্ডে বেশ কিছু সমস্যা রয়েই গেছে, যেমন আপনি টাইপ করলেন 'র', অথচ স্পেস দেবার পরপরই সেটি 'ও' হয়ে গেলো তবে বুঝতে হবে আপনার ওয়ার্ড সেটআপের অটোকারেক্ট সেট আপ করতে হবে।

আবার যদি দেখেন যে আপনার ওয়ার্ডের ফন্ট মেনুতে বাংলা ফন্টের নাম বাংলায় এসেছে, নাম দেখে বুঝতে পারছেন না, কোনটির নাম কি, তবে বুঝতে হবে আপনাকে কাস্টমাইজড সেট আপ ঠিক করতে হবে।

এটি হয়তো আপনি লক্ষ্য করেননি যে, ওয়ার্ড ব্যবহার করার সময় এমনকি মেনু আর কমান্ড ব্যবহার না করে শুধু রিবনের কমান্ডগুলো ব্যবহার করেই প্রায় সকল কাজই সমাপ্ত করতে পারেন। রিবনের নীচের সারিতে স্টাইল বাছাই করার বক্স আছে। এরপরই আছে ফন্ট বাছাই করার বক্স। তারপর ফন্ট সাইজ বাছাই করার বক্স আছে। এরপর আছে ফন্টকে বোল্ড-ইটারিক-আন্ডারলাইন করার কমান্ড। এরপর আপনি পাবেন এ্যালাইনমেন্ট বাছাই করার কমান্ড। রিবনের এই সারিটির উপরে আছে অনেকগুলো আইকন। এই আইকনগুলো ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর শাজ করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এসবের সাহায্যে নতুন ফাইল, ফাইল ওপেন, প্রিন্ট, সেভ, প্রিভিও, স্পেলিং এন্ড গ্রামার, কাট, কপি, পেস্ট, আন্ডু, হাইপার লিঙ্ক, টেবিল, বর্ডার, কলাম, ড্রইং ইত্যাদি প্রায় সকল কাজই করা যায়।

তবে ওয়ার্ড ২০০৩ বা ২০০৭ সকল ক্ষেত্রেই আপনার সামনে থাকছে একই সাথে আসকি এবং ইউনিকোডের জন্য দুই ধরনের ফন্ট ব্যবহার করার সুযোগ। আপনি বিজয়® ক্লাসিক মোডে টাইপ করার জন্য সাধারণভাবে যেসব ফন্ট ব্যবহার করবেন ইউনিকোড মোডে তার চাইতে ভিন্ন ফন্ট ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন ধরুন একটি ডকুমেন্টে আপনি ইংরেজীর জন্য ব্যবহার করলেন টাইমস রোমান। একই ডকুমেন্টে একই সাথে বাংলা ইউনিকোড-এর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন সুতন্বীওএমজে। আবার বাংলা ক্লাসিক মোডের জন্য সুতন্বীএমজে এবং ইউনিকোড মোডের জন্য সুতন্বীওএমজে ব্যবহার করতে পারবেন।

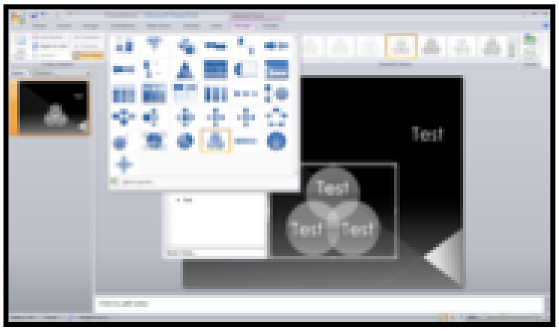

ফরমাট মেনুর ফন্ট অপশনটি দিয়ে আপনি ফন্টের এক্সপান্ড-কনডেন্সডও করতে পারেন।

এর সাথে আছে টেক্সট এফেক্টস ট্যাব। সেখানে টেক্স-এর জন্য বিশেষ কিছু স্পেশাল এফেক্টস দেবার কাজ করা যায়।

তবে মোদ্দা কথা হলো, আপনি এই সফটওয়্যারটি দিয়ে যেভাবে ইংরেজী ওয়ার্ড প্রসেসিং করেন সেভাবেই বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিংও করবেন। শুধু ফন্ট সিলেক্ট করার সময় বাংলা এবং ইংরেজী বাছাই করবেন।

অবশ্য আপনি যদি ইউনিকোড বা গোল্ড মোড ব্যবহার করেন তবে একই ফন্ট দিয়েই বাংলা ইংরেজী ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে পারবেন।

ওয়ার্ড ২০০৭: কার্যক্ষেত্রে

যাহোক, আমাদের নজর পড়া উচিত ওয়ার্ড ২০০৭-এর দিকে। ওয়ার্ডের এই সংস্করণটি সম্পর্কে মাইক্রোসফট নিজেই বলে, বিগত এক দশকের মাঝে কোন এপ্লিকেশনের জন্যই তারা এতো বেশী আপডেট এর আগে করেনি। কার্যত প্রায় ছয় বছরের কঠোর শ্রমের ফসল হলো অফিস ২০০৭। এতে ব্যাপক নতুনত্ব থাকবেনা-সেটা কেমন করে হয়।

মাইক্রোসফটের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ১৬ নভেম্বর অফিস ১২-এর প্রথম বেটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নভেম্বর ২০০৬তে এর ওইএম সংস্করণ এবং ২০০৭ সালের শুরুতে এর পাবলিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার জন্য কম্পিউটারে কমপক্ষে দুই গিগাবাইট জায়গার একটি হার্ডডিস্ক পার্টিশন দরকার হয়। ৫১২ মেগাহার্টজ গতির প্রসেসরে ২৫৬ এমবি র‍্যাম থাকলে এটি কাজ করবে বলে মাইক্রোসফট জানিয়েছে।

আমরা কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম একটু ভিন্ন চিত্র। মাইক্রোসফটের ঢাকা অফিস থেকে অফিস ২০০৭ (বেটা সংস্করণ-২)-এর একটি ডিভিডি পাবার পর আমরা দুটি পেনটিয়াম-৪ ডুয়াল কোর প্রসেসরের কম্পিউটারে খুব সহজেই ইন্সটল করতে পারলাম। কোন ধরনের সমস্যা ঐ দুটি কম্পিউটারে হলোনা। কিন্তু পেনটিয়াম-৩ কম্পিউটারে ইন্সটল করতে গেলেই ইন্সটলারের ত্রুটি দেখিয়ে সেটি ইন্সটল হতে অসুবিধা সৃষ্টি করলো। তবে বিকল্প ইন্সটলার ব্যবহার করে আমরা অফিস ২০০৭ পেনটিয়াম-৩-এ ইন্সটল করতে সক্ষম হলাম।

শুরুতেই চমক লাগার অভিজ্ঞতা। কারণ এমন কোন ওয়ার্ড প্রসেসর এর আগে আমরা দেখিনি। হোম, ইনসার্ট, পেজ লেআউট, রেফারেন্সেস, মেইলিংস, রিভিউ, ভিউ, ডেভলপার, এড ইন্স ইত্যাদি ট্যাবের প্রতিটিতেই প্রচুর গ্রুপ এবং প্রতিটি গ্রুপেরই রিবন রয়েছে। এই সফটওয়্যারটির বেটা সংস্করণ-১ এ হোম ট্যাবটির বদলে আমরা রাইট ট্যাবটি দেখেছিলাম। কিন্তু বেটা-২ তে সেটি হোম হয়ে গেলো। রিলিজ সংস্করণে হোমই থেকে গেলে। সব মিলিয়ে ওয়ার্ড এখন এক বিশাল এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম। ফলে এর বিশালত্ব শুরুতে আন্দাজ করা যায়না। এটি আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় তখন, যখন একে কাস্টমাইজড করা শুরু হয়। আমার নিজের কাছে মনে হলো, ওয়ার্ড ২০০৭ এমন একটি পেশাদারী ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার, যাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের চাহিদা মতো সাজিয়ে নেয়া যায়। এর ক্ষমতা এবং দক্ষতা মুগ্ধ করার মতো। একদম নিজের এ্যাপ্লিকেশন এভাবে বানানোর সুযোগ এর আগে আমি দেখিনি। আমি এ পর্যন্ত কোন এ্যাপ্লিকেশনে এতো বেশী কমান্ড এবং কাস্টমাইজ করার এতো বেশী উপায়ও দেখিনি। এমনকি একে ডেভলপারগণ যেভাবে ব্যবহার করতে পারবেন তাও তুলনাহীন। মাইক্রোসফটের ভাষ্যমতে এতে নিজে ট্যাব যুক্ত করা যাবে। এর সাথে রিবন যুক্ত করা যাবে বা বাইরে থেকে এর সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে।

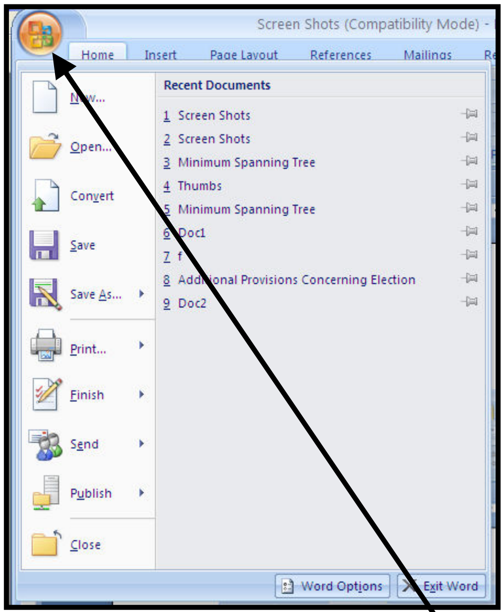

মেকিন্টোস কম্পিউটারে এ্যাপল মেনু খুব পরিচিত। এবার ওয়ার্ডে আপনি এ্যাপল মেনুর মতো ওয়ার্ড মেনু পাবেন। ওয়ার্ড মেনুতে আছে ফাইল মেনুর কমান্ডগুলো। তবে এর সাথে বাড়তি যুক্ত হলো সাম্প্রতিক ডকুমেন্টগুলোর তালিকা।

কার্যত এবারের ইন্টারফেসটি হলো মেনু আর কমান্ডের বদলে ট্যাব আর রিবন। এতে একটি মাত্র মেনু আছে-যাকে আমি ওয়ার্ড মেনু বলি। এই মেনুটি আগের সংস্করণগুলোর ফাইল মেনুর বিকল্প। এছাড়া এতে অনেকগুলো ট্যাব আছে যেসব ট্যাবের প্রতিটির সাথে যুক্ত আছে অনেকগুলো করে গ্রুপ এবং সেইসব গ্রুপের সাথে যুক্ত আছে অনেকগুলো করে রিবন। আগে যেমনটা হতো, রিবনগুলো ফিক্সড থাকতো এবং রিবনের বাইরের কাজ করার জন্য মেনু-কমান্ড ব্যবহার করতে হতো-এবার তেমনটা নয়। যেহেতু ট্যাবের সাথে সাথে রিবন বদলায় সেহেতু কার্যত অনেকগুলো রিবন সেট একই বারে জায়গা করে নিয়েছে। সুখবর হলো প্রতিটি রিবনের

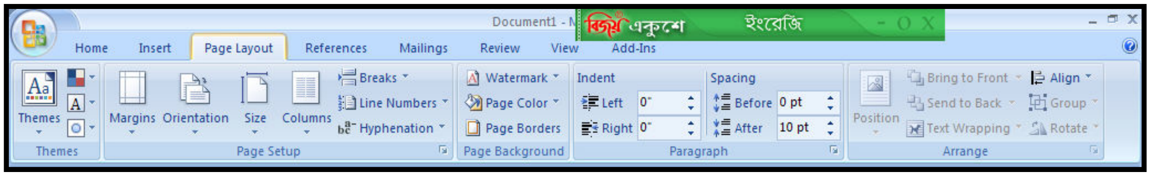

উপরের রিবনটি পেজ লেআউট ট্যাবের। এই ট্যাবে বেশ কয়েকটি গ্রুপ আছে। যেমন: থিমস, পেজ সেটআপ, পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড, প্যারাগ্রাফ এবং এ্যারেঞ্জ। এইসব গ্রুপের মাঝে পৃষ্ঠা সাজানোর থিম বা স্টাইল, মার্জিন, ওরিয়েন্টেশন, আকার, কলাম, ব্রেক, লাইন নাম্বার, হাইফেনেশন, ওয়াটার মার্ক, পেজ কালার, পেজ বর্ডার, ইনডেন্ট, স্পেসিং এলাইনমেন্ট ইত্যাদি রিবন আছে।

সাথেই আবার কমান্ড যুক্ত করা যেতে পারে।

এই একই পদ্ধতি ওয়ার্ড ছাড়াও এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেস, আউটলুক ইত্যাদিতে পাওয়া যাবে। তবে প্রতিটি এ্যাপ্লিকেশনেই ট্যাব এবং রিবনের ভিন্নতা আছে। যেমন এক্সেলে গ্রাফ তৈরীর ট্যাব থাকলেও ওয়ার্ডে সেটি নেই।

এই ট্যাবের ক্ষেত্রে আরো একটি নতুনত্ব হলো কনটেক্সুয়াল ট্যাব-চলমান ট্যাব। এটি কোন ডকুমেন্টে কোন বস্তু বাছাই করা হলে পাওয়া যায়। যেমন কেউ একটি ছবি বাছাই করলে তার সামনে একটি পিকচার ট্যাব আসে। সেখান থেকে সে পিকচার সংক্রান্ত কাজ করতে পারবে।

ওয়ার্ড ২০০৭-এর ইউজার ইন্টারফেসের আরো একটি নতুনত্ব হলো গ্যালারি। এতে ডকুমেন্ট স্টাইল, ডকুমেন্ট টাইটেল পেজ স্টাইল, স্লাইড ডিজাইন ইত্যাদি পাওয়া যায়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই এসব গ্যালারী ব্যবহার করে পেশাদারী মানের ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে পারে। এই ধরনের সুযোগ মাইক্রোসফট ওয়ার্কস এবং প্রিন্টশপ সফটওয়্যারে বেশ আগে থেকেই বিদ্যমান ছিলো। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ২০০৭-এ নতুন যুক্ত হচ্ছে লাইভ প্রিভিউ। এই অপশনের সহায়তায় কোন কাজ করার সাথে সাথে বা আগে ব্যবহারকারী প্রিভিউ দেখতে পায়। এর ফলে ব্যবহারকারীর পক্ষে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়। এই সুবিধাটি

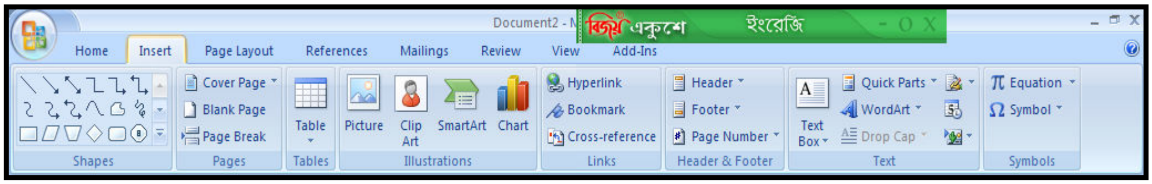

উপরের ছবিতে ইনসার্ট ট্যাব দেখানো হয়েছে। এতে শেপস, পেজেস, মাল্টিশিপস, ট্যাবলস, হেডার-ফুটার, টেক্সট, লিঙ্কস সিম্বলস ইত্যাদি গ্রুপ এবং এইসব গ্রুপের বিভিন্ন আইকন দেখানো হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপেই দেখা যাচ্ছে নানা অপশন।

অনেকটা ফটোশপ, কোরেল ফটো পেইন্টের মতো।

ওয়ার্ড ২০০৭-এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো মিনি টুলবার। যখনই ব্যবহারকারী কোন টেক্সট বাছাই করে তখন সে খুব প্রয়োজনীয় কিছু ফরমাটিং অপশন পায় এই মিনি টুলবারের সহায়তায়। ওয়ার্ড-২০০৭-এর চমৎকার একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্মার্টআর্ট। ১১৫টি স্মার্ট আর্ট টেম্প্লেট হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা আছে ইনসার্ট ট্যাবে। এছাড়া আছে অতি চমৎকার কিছু গ্রাফিক্স এফেক্টস।

ওয়ার্ড-২০০৭-এর ফাইল ফরমাট বদলেছে। এখন থেকে নতুন একটি এক্স বর্ণ ওয়ার্ডের ফাইলের এক্সটেনশনের সাথে যুক্ত

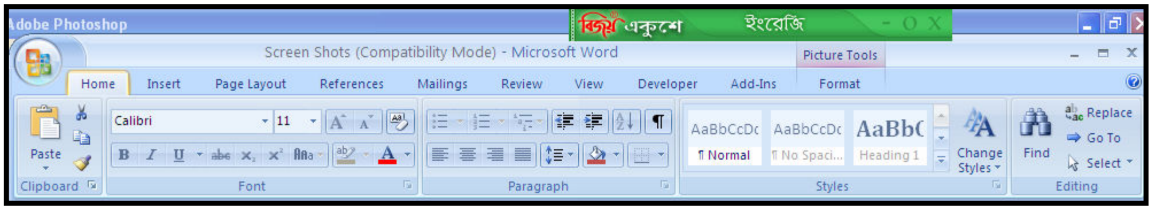

উপরে ওয়ার্ড ২০০৭-এর বেটা সংস্করণ ২-এর হোম ট্যাব ও রিবন দেখানো হয়েছে । এই সফটওয়্যারের বেটা সংস্করণ-১-এ হোম ট্যাবটি রাইট ট্যাব হিসেবে ছিলো। কিন্তু বেটা-২তে হোম ট্যাব থাকায় আমরা এই রিবনটিই দেখালাম। ব্যবহারকারী প্রতিটি ট্যাবেই এমন রিবন পেতে পারেন। তিনি ইচ্ছে করলে ট্যাব যুক্ত করতে পারেন, রিবন সাজাতে পারেন

হয়। এটি আসলে এক্সএমএল ফরমাটের প্রতীক। এই ফরমাটে ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট সাইজ শতকরা ৭০ ভাগ কমে যায়। এছাড়া ওয়ার্ড এখন সরাসরি পিডিএফ ফরমাট সমর্থন করে।

ওয়ার্ডে বাংলায় ওয়ার্ড প্রসেসিং

আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি উইন্ডোজের ওয়ার্ড ২০০৭- ও ২০১০-এ আমাদের বিজয় একুশে, বিজয় বায়ান্নো ও বিজয় একাত্তর

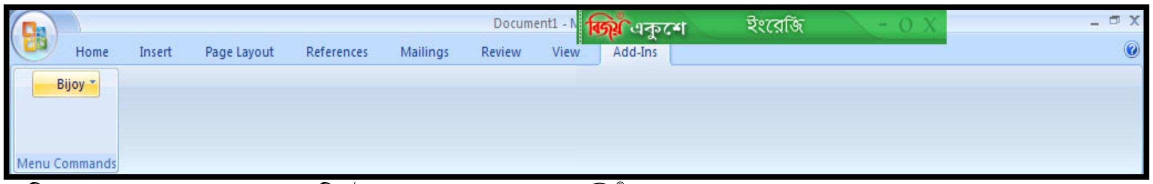

অতি চমৎকারভাবে কাজ করে। মেকিন্টোসের ২০১১ সংস্করণেও বিজয় একাত্তর চমৎকারভাবে কাজ করে।

ওয়ার্ড ২০০৩-এ আমাদের যে বিজয় মেনু পাওয়া যেতো সেটি ওয়ার্ড ২০০৭-এর এডইন্স মেনুতে পাওয়া যায়। ওয়ার্ড ২০০৭-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে বাংলা ইউনিকোড পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে। যেখানে ওয়ার্ড ২০০৩-এ র‌্যাব, র‌্যাট ইত্যাদি ইউনিকোডে রেখা যায়না সেখানে ২০০৭-এ কোন সমস্যা ছাড়াই লেখা যায়।

অফিস ২০০৭-এর অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশনে ইউনিকোড-এর বাংলা সংখ্যাগুলোও কাজ করে। ফলে তাতে ডাটাবেজ-হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি করা যায়।

উইন্ডোজের ওপেন অফিস

সারা দুনিয়ার উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের জন্য ওপেন অফিস নামের একটি সফটওয়্যার রয়েছে। এটি মাইক্রোসফট অফিস-এর বিকল্প। তবে আমাদের দেশে যেভাবে অফিস-এর পাইরেটেড কপি ব্যবহার করা হয় এটি সেরকম পাইরেটেড কপি হিসেবে ব্যবহার করার দরকার নেই। এই সফটওয়্যারটি একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। ওপেন সোর্স সফটওয়্যার মানে হলো, এটি যে কেউ বৈধভাবে ব্যবহার করতে পারে-এজন্য কোন লাইসেন্স ফিস প্রদান করতে হয়না। তবে ইচ্ছে করলে আপনি এই প্রকল্পের জন্য দান করতে পারেন। এটি স্বেচ্ছাকৃত দান-এজন্য কারো কান বাধ্যবাধকতা নেই। যে কেউ ইচ্ছে করলে এটি সরাসরি ডাউনলোডও করে নিতে পারেন। আপনিও ইচ্ছে করলে এটি কেবল ব্যবহার নয়, বিতরণও করতে পারেন। আপনার বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন যে কেউ এটি আপনার কাছ থেকে নিয়ে ইন্সটল করতে পারে বা ব্যবহার করতে পারে।

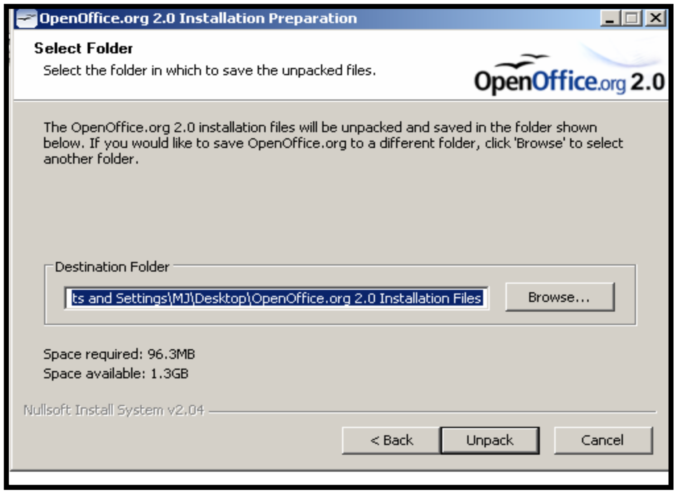

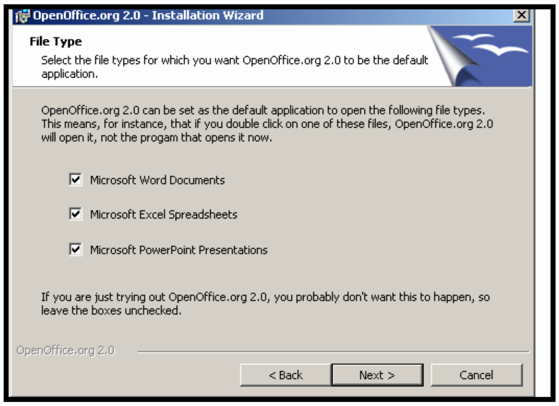

উইন্ডোজ-এর জন্য প্রণীত ওপেন অফিস-এর এই সংস্করণটি আমরা আমাদের বিজয়® একুশে সুবর্ণ -এর সাথে পরীক্ষা করে দেখেছি যে আমাদের সফটওয়্যার তাতে অতি চমৎকারভাবে কাজ করে। বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে এতে তেমন কোন অসুবিধা নেই। অন্তত আমরা কোন অসুবিধায় পড়িনি। বরং মাইক্রোসফট অফিস ২০০৩ বা তার আগের কোন সংস্করণ দিয়ে বাংলা ইউনিকোড লিখতে (যেমন র‌্যাব-মর্যাদা ইত্যাদির দুটি বা কোনটি ঠিকমতো লেখা যায়না) যেসব অসুবিধা হয় ওপেন অফিসে সেসব অসুবিধাও নেই। কার্যত মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭-এ এসব অসুবিধা দূর করা হয়েছে। তবে আমাদের নিজেদের বিবেচনায় অনেকের পক্ষেই অফিস ২০০৭ খুব সহজে ব্যবহার করা সম্ভব হবেনা। সত্যি কথা হলো, আমরা ওপেন অফিসের সহজ সরল ইন্টারফেসটাকে পছন্দ করেছি।

যেহেতু এই সফটওয়্যারটি দিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট খোলা যায় এবং এই সফটওয়্যারের ডকুমেন্ট এমএস ওয়ার্ডে খোলা যায় সেহেতু এটি ব্যবহার করতে কোন সমস্যাও হয়না। উপরন্তু এটি ব্যবহার করে পাইরেসির অপবাদ থেকে বাচা যায়।

ওপনে অফিস ইন্সটল করার জন্য আপনি প্রথমে অবশ্যই উইন্ডোজ এক্সপি ইন্সটল করে নিন। এরপর আমাদের সিডির উইন ওপেন অফিস ৩.০ ফোল্ডারটি ওপেন করে সেখানে বিদ্যমান ইন্সটলারটিতে ক্লিক করুন। আপনার সামনে উপরের প্রথম পর্দাটি আসবে। এরপর নেক্সট বোতামে চাপ দিলে কিছুটা সময় পরে আপনি পরের সংলাপ ঘরটি পাবেন। এখানে আপনি আনপ্যাক বোতামে ক্লিক করবেন। এই কমান্ড দেবার পর আপনার কম্পিউটারের ডেস্কটপে একটি ইন্সটলার ফোল্ডার তৈরী হবে। ওখানে ইন্সটলার তার ফাইলগুলো জমা রাখবে এবং সেখান থেকে আপনার কম্পিউটারে এই সফটওয়্যারটি ইন্সটল হবে।

এরপর আপনি ইন্সটলারের নির্দেশ অনুসারে এটি ইন্সটল করতে থাকবেন। লাইসেন্স বিষয়ে সম্মতি দিতে বলা হলে তখন আপনি সম্মতিও দেবেন। এক পর্যায়ে আপনার সামনে কেটি সংলাপ ঘর আসবে যাতে আপনাকে বলা হবে যে আপনি এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল বা পাওয়ার পয়েন্টের ডকুমেন্ট ওপেন অফিসে সরাসরি খুলতে চান কিনা। আপনি যদি সচরারচর ওয়ার্ড ব্যবহার না করেন এবং ওপেন অফিসই ব্যবহার করেন তবে এই অপশনটিতে টিক চিহ্ন বহাল রাখবেন। কিন্তু আপনি যদি এম এস ওয়ার্ড বেশীর ভাগ সময়ে ব্যবহার করেন বা ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট ওয়ার্ডেই খুলতে চান তবে টিক চিহ্ন তুলে দেবেন।

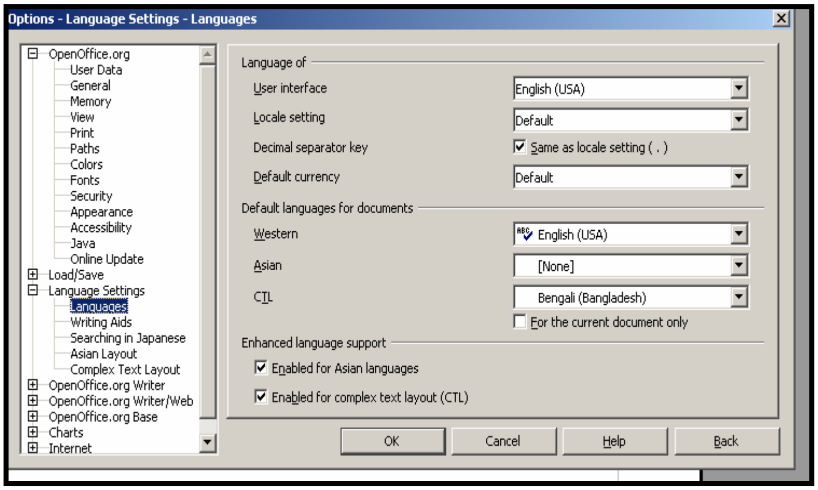

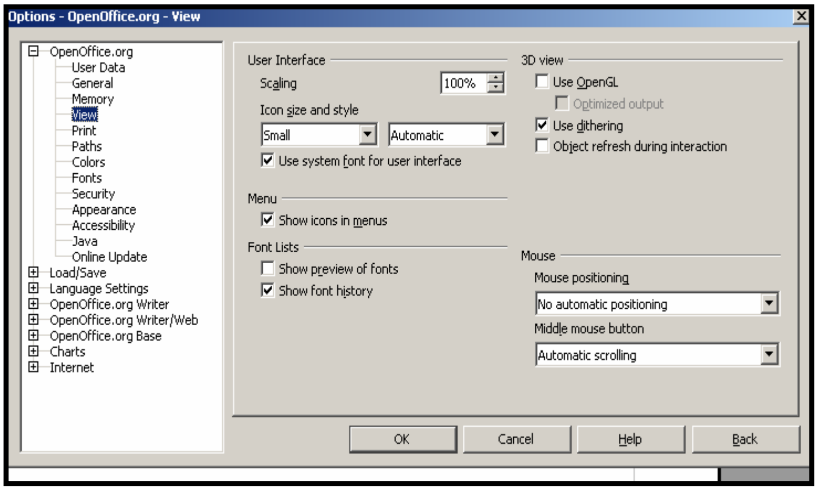

ওপেন অফিস দিয়ে ওয়ার্ড সঠিকভাবে বাংলা টাইপ করতে পারার জন্য আপনাকে আরো দুটি কাজ করতে হবে। আপনি যদি বাংলা ফন্টকে ইংরেজী নামে দেখতে চান তবে টুলস মেনুর অপশন্স বাছাই করে ভিও (নীচের ছবি) বাছাই করুন। সেখান থেকে শো প্রিভিও অব ফন্টস থেকে টিকচিহ্ন তুলে দিন। আপনি যদি বাংলা ইউনিকোড ব্যবহার করতে চান তবে একই মেনু থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিং বাছাই করে সেকান থেকে ল্যাংগুয়েজেস বাছাই করে সিটিএল এর জায়গায় বেঙ্গলি বাংলাদেশ বাছাই করুন। ওয়েস্টার্ন এর জায়গায় ইংলিশ রাখুন।

বাংলা লেখার সমস্যা ও উপায়

সমস্যা: বিজয় বায়ান্নো, বিজয় একুশে, বিজয় একাত্তর সফটওয়্যার ইন্সটল করা কম্পিউটারে পুরানো বিজয় (বিজয় ৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৩) দিয়ে তৈরি করা ফাইল ওপেন করলে অক্ষর ভেঙ্গে যায়।

সমাধান: বিজয় এর ৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৩ সংস্করণের SutonnyMJ ফন্ট- এর কোড এবং বিজয় ২০০৪- এর, ক্লাসিক, বায়ান্নো, একুশে, একাত্তর- এর SutonnyMJ ফন্টের কোড এক নয়। ফলে আপনার কম্পিউটারে নতুন সংস্করণের ফন্ট থাকলে পুরানো ফাইলে কিছু অক্ষর সঠিক দেখাবেনা।

সমস্যা: বিজয় এর নতুন সংস্করণসমূহ যেমন- বায়ান্নো, একুশে ও একাত্তর ইন্সটল করার পর ন্ত, স্ত,ক্ষ, ড়্গ লেখা যায়না।

সমাধান: আপনার কম্পিউটারে নতুন সংস্করণের বিজয় ইন্সটল হলেও ফন্টগুলো পুরানো। আপনার কম্পিউটারের ফন্ট ফোল্ডার থেকে পুরানো MJ ফন্ট গুলো Delete করে নতুন সংস্করনের বিজয় আবার ইন্সটল করুন।

সমস্যা; বিজয় - এর (২০০৩ পর্যন্ত) পুরানো ফাইল বিজয় বায়ান্নো, একুশে বা একাত্তর- এর ব্যবহার করবো কেমন করে?

সমাধান: বিজয় কনভার্টার দিয়ে Bijoy 2000 to Classic বা Bijoy 2003 to Classic কমান্ড দিয়ে কনভার্ট করুন।

সমস্যা: SutonnyMJ ফন্টে পাওয়ার পয়েন্টে য ফলা ও দ্ধ ইংরেজী হয়ে যায়।

সমাধান: বিজয় একাত্তর- এ Sutonny71MJ ফন্ট এবং একাত্তর ফন্ট ও বিজয় কীবোর্ড ব্যবহার করুন।

SutonnyOMJ, Nikosh বা Vrinda ফন্ট ব্যবহার করে Bijoy Unicode ব্যবহার করতে পারবেন।